লিলিয়াম টাইগ্রিনাম
(Lilium Tigrinum)

ইহা এক বৃক্ষ বিশেষ। ইহার পত্র এবং ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ডাক্তার পেইন (Dr. Payne) তাঁহার ১৪ জন সহকারীকে লইয়া এই ঔষধটির প্রুভিং সর্ব্বপ্রথম ১৮৬৭ এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সম্পাদন করেন, এই ১৪ জন সহকর্ম্মীর মধ্যে ৯ জন স্ত্রীলোক ছিল।

এই ঔষধটির সর্ব্বপ্রধান কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের বস্তিকোটর প্রদেশস্থ (pelvic organ) যন্ত্রে প্রকাশ পায়। কাজেকাজেই জরায়ু এমং ডিম্বাশয়ের রোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহা বিবাহিতা অপেক্ষা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার যাহা কিছু মানসিক কিংবা শারিরীক পরিবর্ত্তন জরায়ু কিংবা ডিম্বাশয়ের অর্থাৎ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সহিত সংস্রব থাকে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। অত্যন্ত মানসিক অবসাদ। না কাঁদিয়া পারে না। ভীত স্বভাব, খিট্‌খিটে, ভাল কথা মুখ দিয়া বাহির হয় না।

২। সমুদায় কার্য্যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। কামইচ্ছা প্রবল হয় কিন্তু কাম ইচ্ছা দমন করিবার নিমিত্ত নিজেকে কার্য্যে ব্যস্ত রাখিবার সর্ব্বদা চেষ্টা।

৩। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের চেষ্টা।

৪। নিম্নোদরে এবং বস্তিপ্রদেশে কোঁথানিবৎ যন্ত্রণা (bearing down sensation), মনে হয় এতদ্‌স্থানের সমুদায় যন্ত্র জোনিদেশ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবে।

৫। জরায়ুভ্রংশ—উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে হইলেই জরায়ু ঝুলিয়া পড়ে, হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে।

৬। হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, যেন জাঁতায় চাপিয়া ধরা হইয়াছে। মনে হয় সমুদায় রক্ত বক্ষঃস্থলে সমাবেশ হইয়াছে।

৭। ঋতুস্রাব—কেবল চলাফেরার সময় হয় (flows only when moving about)। হাটাহাটি বন্ধ করিলে স্রাবও বন্ধ হইয়া যায়।

৮। ডিম্বাশয়, জরায়ু এবং বস্তিপ্রদেশস্থ টিসু সমুদায়ের শিথিলতা এবং দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত জরায়ুর সম্মুখাবর্ত্তন, (anteversion), পশ্চাদাবর্ত্তন, (retroversion) এবং স্বল্প বিবৃদ্ধি (sub involution) হয় এবং প্রসবের পর জরায়ু শীঘ্র পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি হয় না, এতদসহ প্রায় সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

সাধারণ লক্ষণ

১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় (কেলিবাই)।

২। জরায়ু রোগ এবং জরায়ু স্থানচ্যুতি বশতঃ শিরঃপীড়া এবং মানসিক অবসাদ।

৩। অসমতল জমিতে হাঁটিতে পারে না।

৪। বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় (ল্যাকেসিস)।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত খিট্‌খিটে, বিমর্ষ, না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না, ভীষণ ভীতু, উদাসীন, রোগের বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত, মনে করে এই রোগ আরোগ্য হইবে না। ডিম্বাশয় কিংবা জরায়ু রোগসহ রোগী নিজের পরিত্রাণের বিষয় লইয়া চিন্তিত। কাজকর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত ত্রস্ত যেন কিছু কার্য্য অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। কাম ইচ্ছা প্রবল হয় এবং তাহাকে দমন করিবার নিমিত্ত রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। রোগী সময় সময় উন্মাদের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ করে।

জরায়ুভ্রংশ—বস্তিদেশ ভারি ভারি বোধ হয়, মনে হয় বস্তিপ্রদেশস্থ সমুদায় যন্ত্র জননেন্দ্রিয়ের পথ দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে যদ্যপি হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরা না যায়, কিংবা বসিয়া পড়া না হয়। সিপিয়া ব্যতীত আর কোন ঔষধে এত অধিক জরায়ু স্থানচ্যুতি লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায় না। জরায়ুপ্রদেশে সর্ব্বদা কোঁথানিবৎ আকর্ষন যন্ত্রণা (bearing down feeling) লাগিয়া থাকে। মনে হয় নিম্নোদরের যাবতীয় যন্ত্র নিম্নে কেহ টানিতেছে এবং এই আকর্ষণ যন্ত্রণা বক্ষঃস্থল এবং এমন কি স্কন্ধদেশ হইতে নিম্নে যোনি-দেশের দিকে হইতে থাকে (were being dragged downwards even from the chest and shoulders, towards the vagina)।

অনেক সময় সিপিয়া এবং লিলিয়াম টাইগ্রিনাম এই দুইটি ঔষধের নির্ব্বাচনে ভ্রম হয়, সিপিয়ার সহিত লিলিয়ামের অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু সিপিয়া পুরাতন অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। লিলিয়ামের অবস্থা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, যন্ত্রণাযুক্ত এবং কষ্টজনক। লিলিয়াম জরায়ুর বিবিধ প্রকার স্থানচ্যুতি এবং তদহেতু সরলান্ত্রে এবং মূত্রাশয়ে চাপ ও কোষ্ঠকাঠিন্য এবং তদসহ পুনঃ পুনঃ মূত্র এবং মলত্যাগের চেষ্টা এবং জরায়ু মধ্যে বিদ্ধকর বেদনা থাকিলে উত্তম কার্য্য করে।

লিলিয়ামে জরায়ুর এই প্রকার স্থানচ্যুতি, ভ্রংশ, জরায়ুর অল্প বিবৃদ্ধি (sub-involution), সন্তান প্রসবের পর অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। প্রসবের পর জরায়ু পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া না আসার দরুণ ক্লেদ স্রাব (lochia) অনেক দিন যাবৎ নিঃসরণ হইতে থাকে। রোগী উঠিতে গেলেই জরায়ু ঝুলিয়া পড়ে এবং তখন রোগীকে বাধ্য হইয়া হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিতে হয় কিংবা বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (সিপিয়াতে রোগী পদদ্বয় দ্বারা চাপিয়া ধরে।) ডাক্তার পেইন যিনি এই ঔষধটির প্রুভিং সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—In the uterine region there was severe pressing, bearing down sensation, with the feeling as if whole internal parts would be forced through the vagina, making the desire irresistible to press the hands firmly against the vulva to prevent the parts from escaping, the whole genital organs felt as if swollen, with smarting and

irritation of the labia, great tenderness to touch and acrid brownish leucorrhœa. In three of the provers the uterus was found on examination—prolapsed and anteverted. Two women described the bearing down sensation as not confined to the pelvis but causing a sense of dragging in the thorax even to the shoulders with it there was tenesmus of the bladder and rectum.

লিলিয়ামের এই প্রকার জরায়ুভ্রংশ, জরায়ু স্থানচ্যুতি, জরায়ুর সম্মুখাবর্ত্তন (Ante-version), জরায়ুর পশ্চাদাবর্ত্তন (Rrtro-version) লক্ষণের সহিত হৃৎস্পন্দন (palpitation) প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং পাশ ফিরিয়া শুইতে পারে না, চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে, পাশ ফিরিয়া শুইলে হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি হয়।

শ্বেতপ্রদর—জলবৎ তরল, পীতাভ কিংবা পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্ষতকারক। লিলিয়ামের এই ক্ষতকারক লক্ষণটিই হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব। সিপিয়াতেও এই প্রকার শ্বেত প্রদর প্রকাশ থাকে শ্বেত প্রদর পীতাভ সবুজ কিংবা দুগ্ধবৎ ঈষৎ দুর্গন্ধ এবং ক্ষতকারক। লিলিয়ামের সহিত সিপিয়ার সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু লিলিয়ামের লক্ষণসমূহ অপরাহ্নে বৃদ্ধি হয় আর সিপিয়ার লক্ষণসমূহ পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি হয়।

উদরাময়—ইহার উদরাময় অনেকটা সালফারের ন্যায় প্রাতঃকালে শয্যা হইতে মলত্যাগের বেগে টানিয়া লইয়া যায়। মল পীত বর্ণ, চটচটে মলদ্বার হাঁজিয়া যায়।

মূত্রযন্ত্র—লিলিয়ামে জরায়ু রোগের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, এত ঘন ঘন হয় যে, ক্যান্থারিসের কথা মনে উদয় হয়। মূত্রে জ্বালা এবং টাটানি যন্ত্রণাও হয়। এই প্রকার মূত্রের পুনঃ পুনঃ বেগ জরায়ুর রোগ হেতু প্রকাশ পায়। এতদসহ অনেক সময় মলত্যাগেও পুনঃ পুনঃ বেগ হইতে দেখা যায়।

ঋতুস্রাব—স্রাব সময়ের পূর্ব্বে, স্বল্প, কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। রোগীর সঞ্চালন অবস্থায় অর্থাৎ হাটাহাটি অবস্থায় কেবল স্রাব হয় (flows only when moving about), চলাফিরা বন্ধ করিলে স্রাবও বন্ধ হয় (কষ্টিকম)। স্রাব কেবল শয়ন অবস্থায় হয়—(ক্রিয়োজোট, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—জরায়ুরোগের সহিত হৃৎপিণ্ডের নানাপ্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়—হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎপিণ্ড মনে হয় জাঁতায় চাপিয়া ধরা হইয়াছে (ক্যাকৃটাস)। মনে হয় সমুদয় রক্ত হৃৎপিণ্ডে সমাবেশ হইতেছে। হৃৎপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে—রোগী সোজা হইয়া হাটিতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগে (apex) স্পন্দন (palpitation) হয়। বক্ষঃস্থলে অস্বস্থি বোধ করে, বাম বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়। রোগী রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া ওঠে, নাড়ী অনিয়ম হয়, হস্ত পদ শীতল হয় এবং শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের গতি (heart beat) অত্যন্ত দ্রুত হয়, প্রতি মিনিটে ১৫০ হইতে ১৭০ বার হয়। রোগী পালসেটিলায় ন্যায় খোলা মুক্ত বায়ুতে বক্ষঃস্থলে কষ্টের উপশম বোধ করে, আবদ্ধ এবং উত্তপ্ত ঘরে কষ্ট বৃদ্ধি হয়। লিলিয়ামে বাম বক্ষঃস্থলে বোঁটার নিকট অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া, যন্ত্রণা ভিতরে ভিতরে গিয়া পশ্চাতে ফুটিয়া বাহির হয়।

লিলিয়ামের সহিত পালসেটিলার সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পালসেটিলার জরায়ু ভ্রংশ লক্ষণ থাকে না—লিলিয়ামে ইহা অত্যন্ত প্রবল থাকে। এই লক্ষণ দুইটিতেই এই ঔষধ দুইটি অত্যন্ত পৃথক হইয়া গিয়াছে। লিলিয়ামের হৃৎপিণ্ডের এবং মানসিক লক্ষণের সহিত জরায়ুর যথেষ্ট সংস্রব রহিয়াছে এবং ইহাও দেখা যায় যে, হৃৎপিণ্ডের এবং মানসিক লক্ষণ প্রবল হইলে জরায়ুর লক্ষণ ঈষৎ হ্রাস হয়, আবার জরায়ুলক্ষণ বৃদ্ধি হইলে হৃৎপিণ্ডের এবং মানসিক লক্ষণ হ্রাস হয় (The mental symptoms and heart symptoms and uterine symptoms often rotate or alternate, and constitute the principal features).

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যাকটাস, হেলোনিয়াস, মিউরেক্স সিপিয়া, প্ল্যাটিনা।

রোগের বৃদ্ধি—সান্ত্বনা প্রদানে, আবদ্ধ উষ্ণ ঘরে।

রোগের উপশম—খোলামুক্ত বায়ুতে।

১৫৭৭

হেমামেলিস ভার্জ্জিনিকা
(Hamamelis Virginica)

ইহা এক প্রকার বৃক্ষ বিশেষ। ইহার ছাল ঔষধার্থে ব্যবহার হয়। শিরার উপর ইহার প্রধান কার্য্য প্রকাশিত হয়, ইহাকে শিরার একোনাইট বলা হয়।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—(১) ইহা শিরার রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া শিরার আয়তন ক্ষুদ্র করিয়া শিরাগুলি বাঁ্যাকা টেরা আকারে পরিণত করে এবং শিরা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব করাইয়া থাকে।

(২) ইহা কোষরজ্জুর (spermatic cord) প্রদাহ, একশিরা ও অণ্ডকোষের স্ফীতি উৎপন্ন করিয়া থাকে।

(৩) ইহা স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের কপাটের শিরার উপর কার্য্য করতঃ প্রদাহ স্ফীতি এবং রক্তস্রাব আনয়ন করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শৈরিক রক্ত শরীরেব যে কোন রন্ধ্র প্রদেশ—নাসিকা, ফুসফুস, উদর, জরায়ু মুত্রাশয় ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব হয়।

২। শৈরিক রক্তের রক্তাধিক্যতা, শিরাপ্রদাহ, শিরা প্রসারণ ক্ষত ইত্যাদি সহ হুল অথবা সূঁচ ফোটানবৎ যন্ত্রণা।

৩। সন্ধিস্থলের কিংবা পেশীর বাত—টাটানি এবং প্রহারবৎ যন্ত্রণাযুক্ত।

৪। রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ—উদর, জরায়ু ইত্যাদি স্থানের ক্ষত হইতে আঘাত প্রাপ্ত জনিত কিংবা উচুনিচু স্থানে হাটাহাটি কিংবা গাড়ীতে চড়া হেতু।

৫। রক্তকাশ—খুস্‌খুসে কাশি সহ অথবা কাশি ব্যতীতও শৈরিক রক্ত উঠে।

৬। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—রক্ত জমাট বাঁধে না অনেকক্ষণ থাকে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, রক্তস্রাবে শিরঃপীড়া উপশম হয়।

৭। ঋতুস্রাব—রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রচুর। নিম্নোদরে এতদসহ যন্ত্রণা হয়। ডিম্বাশয়ে মুষ্ঠাঘাত কিংবা পতন জনিতও রক্তস্রাব হয়।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবের হেমামেলিস একটি মহৎ ঔষধ কিন্তু ইহার রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির (passive)। ইহাকে শৈরিক রক্তস্রাবের অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। যে স্থান হইতে রক্তস্রাব হয় সেইস্থানে টাটানি বেদনা হয়। রোগী রক্তস্রাবে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় এতদ রক্তস্রাবের সহিত হাতুরির আঘাত করিতেছে এই প্রকার শিরঃ পীড়া (Hammering headache) বর্ত্তমান থাকে। নাসিকা, জরায়ু, পাকস্থলী, অর্থাৎ যে কোন স্থান হইতেই হউক রক্ত যদি কৃষ্ণবর্ণ থাকে তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম হেমামেলিসকে চিন্তা করিবে।

অর্শ—কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাবী অর্শে ইহাকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয়। হেমামেলিসের রক্তস্রাবের কৃষ্ণবর্ণ হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব—অনেক সময় এই স্রাব এত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয় যে, দেখিলে আলকাতরা কিংবা পিচ বলিয়া মনে হয়। যন্ত্রণাযুক্ত কিংবা যন্ত্রণাশূন্য অর্শ হউক যদি কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব থাকে হেমামেলিসকেই প্রাধান্য দিবে। এইরূপস্থলে ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয়রূপেই ব্যবহার হয়। রক্তস্রাবের সহিত কটিদেশে যন্ত্রণা থাকে যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব হইলে নাইট্রিক এসিড চিন্তা করিবে। নাইট্রিক এসিডে মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ যন্ত্রণা থাকে। রক্তস্রাব বিশেষ কিছুই নাই অথচ মলত্যাগের পর অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে সেইরূপ স্থলে ইস্কিউলাসকে চিন্তা করিবে। প্রত্যেক মলত্যাগকালীন লালবর্ণ ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হইতে থাকে অথচ যন্ত্রণা থাকে না এইরূপ স্থলে প্রাতে সালফার এবং সন্ধ্যায় নাক্স প্রয়োগ করিবে। এইরূপ অর্শ অধিকাংশ স্থলেই এই দুইটি ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

একশিরা (Orchites)—প্রমেহ জনিত কিংবা প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ জনিত একশিরায় হেমামেলিস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অণ্ডকোষ প্রদাহ হইয়া স্ফীত হইয়া ওঠে। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয়, রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। এইরূপ স্থলে হেমামেলিস আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ব্যবহারে আশু উপকার হয়। কেহ কেহ পালসেটিলাকে হেমামেলিস অপেক্ষা উত্তম ঔষধ বলেন কিন্তু কোষরজ্জুর স্নায়ুশূলে আশু উপকার করিতে হেমামেলিসকে প্রাধান্য দিবে।

শিরাপ্রসারণ এবং প্রদাহ (Varicose Veins and Phlebitis)—শিরার যাবতীয় রোগে প্রসারণ কিংবা প্রদাহ হউক হেমামেলিস উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিরাগুলি আয়তনে সঙ্কুচিত এবং বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মোটা হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং টাটানি যন্ত্রণা হয়।

আঘাত এবং ক্ষত—পড়িয়া গিয়া কিংবা কিছু লাগিয়া কাটা, থেৎলান, ছেঁড়া—যে কোন প্রকার ক্ষত হউক হেমামেলিস প্রয়োগে রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং যন্ত্রণা ও টাটানি নিবারণ হয়। আঘাত লাগিয়া রক্ত জমিয়া গেলে আর্ণিকা অপেক্ষা হেমামোলিসে অধিক উপকার হয়।

চক্ষুপ্রদাহ—আঘাতজনিত অথবা অত্যন্ত কাশির দরুণ কালশিরা কিংবা চক্ষুর ভিতরে রক্ত সঞ্চয় হইলে, হেমামেলিসকে চিন্তা করিবে। অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং টাটায় (আর্ণিকা, লেডাম, ক্যালেণ্ডুলা) এতদ হেতু ইহাকে অনেক স্থানে retinal hæmorrhage এ অর্থাৎ চক্ষুর রেটিনার রক্তস্রাবে উচ্চস্থান প্রদান করেন (ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস)।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (Nosebleed)—রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, রক্ত জমাট বাঁধে না (ক্রোটেলাস)। রক্তস্রাব প্রচুর হয়। স্রাবে শিরঃ পীড়া হ্রাস হয়। রক্তস্রাব আঘাতের দরুণ কিংবা আস্থানিক (vicarious) হইতেও পারে।

গর্ভাবস্থায় পদশোথ (Phlegmasia alba dolens)—স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থার শেষদিকে যে পদশোথ হয় তাহাতে হেমামেলিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x হইতে ৩০ পর্য্যন্ত ব্যবহার হয় কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসকগণ ৩x, ৬x অধিক অনুমোদন করেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আর্ণিকা, ক্যালেণ্ডুলা, ট্রিলিয়াম, বেলিস।

পরিপূরক—ফেরাম।

ডাইস্কোরিয়া (Dioscorea)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ, একপ্রকার লতানে গুল্ম বিশেষ। ইহার কার্য্য উদরে এবং নিম্নোদরে অধিক প্রকাশ পায়। যাহাদিগের পরিপাক ক্রিয়া দুর্ব্বল, অধিক চা পান করে, অত্যন্ত বায়ুর সমাবেশ হয় তাহাদিগের প্রতি ইহা উত্তম কার্য্য করে।

শূল যন্ত্রণা (Colic)—শূল যন্ত্রণাতেই ডাইস্কোরিয়ার অধিক ব্যবহার দেখা যায়। ভীষণ যন্ত্রণা হয়, নাভি প্রদেশে অধিক হয়, মনে হয় প্রবল হস্ত দ্বারা অন্ত্র সমুদায় মোচড়াইয়া ফেলিতেছে। শূল যন্ত্রণা শরীর সম্মুখ দিকে নত করিলে বৃদ্ধি হয়। সোজা হইয়া দাঁড়াইলে কিংবা শরীর পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইলে উপশম হয় (ক্যালোসিন্থের বিপরীত)। বায়ু সমাবেশ এবং আবদ্ধজনিত শূল (wind colic) যন্ত্রণায় ডাইস্কোরিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা সমুদায় নিম্নোদর এবং এমন কি শরীরের প্রান্তদেশ সমূহে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। অনেকে ইহাতে পিত্ত বমনসহ শূল যন্ত্রণায় উচ্চস্থান দেয়।

পিত্তশূল (Gallstone colic)—পিত্তশূল যন্ত্রণায় ইহাকে কেহ কেহ উত্তম ঔষধ বলেন। যকৃত হইতে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বের বক্ষঃস্থলে বিস্তারিত হয়।

স্বপ্নদোষ—নিদ্রিতাবস্থায় রেতঃস্খলন হয়। সমুদায় রাত্রি ব্যাপিয়া স্ত্রীলোকের স্বপ্ন দেখে (ষ্ট্যাফিসাই)। লিঙ্গ অত্যন্ত শিথিল হয়। এক এক রাত্রিতে ২।৩ বার রেতঃপাত হয় রেতঃপাতের পরবর্ত্তীদিনে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে, দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ হাঁটুতে অধিক হয় এইরূপ অবস্থায় ডাইস্কোরিয়া অতি উত্তম ঔষধ—ডাঃফ্যারিংটন প্রথমতঃ ১২ শক্তি তৎপর ৩০ শক্তি ব্যবহার করিতেন।

আঙ্গুলহাড়া—প্রথম অবস্থায় যখন অত্যন্ত যন্ত্রণা আরম্ভ হইতে থাকে। আক্রান্ত স্থানে খোঁচা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভব হয়। নখ ভঙ্গ প্রবণ।

—

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬x এবং ৩০ অধিক প্রয়োগ হয়। স্বপ্নদোষে ডাক্তার ফ্যারিংটন প্রথমতঃ ১২ শক্তি এবং তৎপর ৩০ শক্তি প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কলোসিন্থ, ফস্ফরাস, পডফাইলাম, রাসটক্স সাইলিসিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, উপবেশনে, উবুর হইলে (bending double)

রোগের উপশম—সঞ্চালনে, ভ্রমনে, চাপে শরীর সোজা করিয়া টান করিলে অথবা পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইলে।

—

লরসিরেসাস (Laurocerasus)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে মস্তিষ্ক করেরুকামজ্জা, গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল (ganglionic nervous system) এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও সঞ্চালন ক্রিয়ায় স্নায়ুর উপর। লরসিরেসাসের প্রুভিং সর্ব্বপ্রথম অধ্যাপক ডাঃ জর্গ এবং তাঁহার ১১জন শিষ্যদ্বারা সম্পাদন হয় তৎপর ডাঃ হার্টলব এবং ট্রিঙ্ক ইহা সম্পাদন করেন। লরসিরেসাসের প্রয়োগ হৃৎপিণ্ড এবং বক্ষঃস্থলের রোগে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষঃস্থলের রোগে সঠিক নির্ব্বাচিত ঔষধে প্রতিক্রিয়া না হইলে লরসিরেসাস তদস্থলে প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিবার একটি মহৎ ঔষধ। ইহাতে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—তরল দ্রব্য পান করিলে গলদেশ হইতে পাকস্থলীতে যাইবার কালীন ঢল ঢল শব্দ হয়!

লরসিরেসাসের শারীরিক প্রকৃতি অর্থাৎ ধাতু এমন অদ্ভুতভাবে গঠিত যে, ইহার রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া এবং হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল স্বভাবের, প্রাণী জীবণের উত্তাপের (animal heat) অত্যন্ত অভাব। ইহার শীতলতা বাহ্যিক উত্তাপে উপশম হয় না. যেন মনে হয় মৃত ব্যক্তিকে কম্বলে আবৃত করা হইয়াছে—(It is like wrapping up a dead man)। শরীরে শীঘ্র উত্তাপ সঞ্চারিত হয় না উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ঔষধে কার্য্য উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না—সাময়িকরূপে উপশম হয়—প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না। রোগী রোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াও হয় না, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া থাকে—এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ ধাতু প্রকৃতিতে লরসিরেসাস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের রোগ (Heart disease)—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকার (functional) কিংবা বিধান বিকার (organic) যে কোন কারণ বশতঃই হৃৎ রোগ হউক—ইহার সহিত যদ্যপি, আক্ষেপিক খুস্‌খুসে শুষ্ক কাশি, উপবেশন অবস্থায় শ্বাসকষ্ট, নীলপাণ্ডু বৃদ্ধি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য খাবি খাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকে লরসিরেসাস তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

ডাক্তার হিউজ শিশুদিগের সামান্য পরিশ্রমেই নীলপাণ্ডু রেগে

লরসিরেসাসকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন (It has been very beneficial in his hands for the cyanosis of chidhood when a little exercise, produces gasping for breath and increased blueness) লরসিরেসাসকে হৃৎপিণ্ডের কপাটের রোগে (valvular disease) উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

লরসিরেসাস হৃৎশূলেও (angina pectoris) ব্যবহার হয়—রোগী বেদনা বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ করে। উপবেশন অবস্থায় অধিক বৃদ্ধি হয়—যেন আর নিশ্বাস লইতে পারিবে না। "ডাঃ মার্টিন বলেন—হৃৎপিণ্ডের বিধানবিকার জনিত রোগ এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য না হইলেও উহার অনেক কষ্ট কর লক্ষণের উপশম হইয়া থাকে।

সদ্যজাত শিশুর শ্বাসরোধ (Asphyxia Neonatorum) —শিশুদিগের এতদ অবস্থায় ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুর মুখ মণ্ডল অত্যন্ত নীলবর্ণ হইয়া যায়। মুখমণ্ডলের পেশীর অকুঞ্চন হয় এবং শিশু শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য খাবি খাইতে থাকে। এন্টিমটার্টও এইরূপ অবস্থার একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু এন্টিমটার্টে গলদেশে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ানি শব্দ থাকে।

মস্কাস—ইহাতেও গলদেশে অত্যন্ত শব্দযুক্ত ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং রোগী অত্যন্ত অস্থির হয়। মস্কাস সাধারণতঃ টাইফয়েড জ্বরের পর গলদেশের এইরূপ লক্ষণে ব্যবহার হয়।

কার্ব্বভেজ—ইহাতে হিমাঙ্গ অবস্থা অত্যন্ত প্রবল থাকে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস এবং হস্তপদ বরফবৎ শীতল হয়।

কাশি—লরসিরেসাস শুষ্ক কাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেহ কেহ ইহাকে আক্ষেপযুক্ত শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশির অব্যর্থ ঔষধ বলেন, ইহা মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে (spasmodic tickling cough, is often magically influenced by this drug)। কিন্তু লরসিরেসাস যক্ষ্মারোগগ্রস্থ রোগীর শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশির উত্তম ঔষধ বলিয়া পরিচিত, কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। লরসিরেসাস রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা যুক্ত শ্লেষ্মা কাশিতে ও ব্যবহার হয়। হৃৎপিণ্ডের রোগবশতঃ কাশিতে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড—ইহাও একটি যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত রোগীর শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশির উত্তম ঔষধ। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন হেতু প্রত্যাবৃত্ত (reflex) কাশিতে ইহা অধিক প্রয়োগ হয়।

কলেরা—কলেরায় লরসিরেসাসের কার্য্য অনেকটা এসিডহাইড্রো-সিয়ানিকের ন্যায় কিন্তু শিশু কলেরায় লরসিরেসাস অধিক উপযুক্ত।

প্রতিক্রিয়া দোষযুক্ত (Defective re-action)—লরসিরেসাসকে হৃৎপিণ্ড এবং বক্ষঃস্থলের রোগে উপযুক্ত ঔষধে কার্য্য না হইলে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ক্যাপ্‌সিকাম্—শিথিল পেশীযুক্ত ব্যক্তিতে।

ওপিয়ম—কোনপ্রকার যন্ত্রণা থাকে না, কেবল তন্দ্রাভাব।

ভেলেরিয়ানা এবং এম্ব্রা—স্নায়বীক রোগে যখন নির্ব্বাচিত ঔষধে কার্য্য হয় না।

কার্ব্বভেজ—হিমাঙ্গ অবস্থায় হাঁটু পর্য্যন্ত শীতল, শ্বাসপ্রশ্বাস শীতল।

সালফার এবং সোরিনাম—যখন সোরা, রোগ আরোগ্যের বিঘ্ন হয় এবং তদহেতু প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না।

জরায়ুর রক্তস্রাব (metorrhagia)—সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, তদ সঙ্গে তন্দ্রা, হিমাঙ্গ অবস্থা, নাড়ীর দুর্ব্বলতা রক্তশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল আরষ্ট, ৩x, ৬x নিম্নক্রম অধিক ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, ক্যাম্ফর, সিকেলি, এমনকার্ব্ব, এম্ব্রা।

১৫।১৯

রোগীর বিবরণ

একটি ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম বালকের পদদ্বয়ে বাত হইয়াছিল—মালিস করাতে তাহা উপশম হয় বটে কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরে শুষ্ক কাশি হইতে আরম্ভ হইল তজ্জন্য নিদ্রায় ব্যাঘাত, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এতদ সমুদায় লক্ষণ উপবেশন অবস্থায় অধিক বৃদ্ধি হইত। ডাঃ মার্টিন বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ এবং মাইট্রাল রিগার্জিটেশন রোগের লক্ষণ বুঝিতে পারেন। পদদ্বয় এবং মুখমণ্ডলে শোথ প্রকাশ পাইয়াছিল—এতদলক্ষণে ডাক্তার মার্টিন তাহাকে লরসিরেসাস প্রয়োগ করেন এবং তাহাতে তাহার বেশ উপকার হইয়াছিল—নিদ্রার ব্যঘাত আর হয় নাই, সুনিদ্রা হইয়াছিল কিন্তু বালকটি আর ডাক্তারের নিকট আসিল না। একদিন ডাঃ মার্টিন দেখিলেন—বালকটি একটি দোকানে বেশ পরিশ্রমের সহিত কাজ করিতেছে, তিনি আবার তাহার বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন—রোগ যদিও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই কিন্তু অনেকটা উপশম হইয়াছে।

২। এক ব্যক্তির প্রায় আমাশা হইত। অন্ততঃ বৎসরে দুইবার হইতই। ডাক্তার ফষ্টার তাঁহার চিকিৎসা করিত কিন্তু শেষবারের আমাশা অত্যন্ত প্রবলরূপে হইয়াছিল। এক চামচ জল কিংবা পানীয় কিংবা তরল ঔষধ পর্য্যন্ত সহ্য হইত না। পানকরা মাত্রই নিম্নোদরে যন্ত্রণা হইত এবং তরল পদার্থ নিম্নোদরে যাইবার কালীন গলদেশ হইতে ঢস ঢস শব্দ হইয়া যাইত। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার ফষ্টার তাহাকে লরসিরেসাস প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক ফোঁটা সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন। এইরূপ ঔষধ সেবনে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা পর পর যে মলত্যাগ হইতেছিল তাহা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

এক স্ত্রীলোকের হঠাৎ জরায়ু হইতে প্রবল ভাবে রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হয়। নিকটবর্ত্তী একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনা হয় তিনি তাহাকে ইপিকাক, হ্যামামেলিস, ক্রোকাস ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করেন অথচ তাহাতে কোনই উপকার হয় না—তৎপর বিজ্ঞ এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর্ণটকে পরামর্শার্থ ডাকিয়া পাঠান হয়, তিনি প্রায় ৮ ঘণ্টা পর আইসেন—তিনি আসিয়া দেখেন স্ত্রীলোকটি রক্তস্রাবে অত্যন্ত ফ্যাকাসে ও শীতল হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক মিনিটে ৩।৪ বার করিয়া বমনের উদ্বেগ হইতেছে—অথচ বমন করিবার সামর্থ নাই, চক্ষু বুজিয়া, অর্দ্ধ চৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নাড়ী এবং নিশ্বাস লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ডাক্তার আর্ণট্ কুপ্রাম দ্বারা বমন বন্ধ করিয়া লরসিরেসস মুল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতি ১৫ মিনিট পর পর সেবন করিতে দেন। এক মাত্রা সেবনের পর তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং অতি অল্প সময়ে স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠে।

আইরিস ভার্সিকোলার
(Iris Versicolor)

ইহা একপ্রকার বৃক্ষ বিশেষ—ইহার মূল হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। আইরিস ভার্সিকোলারের প্রধান কার্য্যই হইতেছে—যকৃত এবং পাকাশয়ের উপর—ইহা যকৃত পিত্তাধিক্য করিয়া অধিক পরিমানে পিত্তনিঃসরণ করায়। দ্বিতীয়তঃ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির অম্লযুক্ত রস অধিক উৎপন্ন করিয়া—ইহা বিরেচক রূপে কার্য্য করে।

আইরিসের সর্ব্বপ্রকার পরিচায়ক লক্ষণই হইতেছে জ্বালা—এই জ্বালা জিহ্বা, মুখবিবর, পাকাশয়, মলদ্বার ইত্যাদি সমুদায় স্থানে প্রকাশ পায়।

বমনেচ্ছা এবং বমন—বমনেচ্ছা এবং বমনের ইহাকেও একটি প্রধান ঔষধ বলা হয়। ভুক্ত দ্রব্য যাহা বমন হয় তাহা অত্যন্ত

অম্লস্বাদযুক্ত এত অধিক অম্ল যে গলা হাঁজিয়া দাঁত টকে যায়। অনেক সময় আবার এইরূপও দেখা যায়—বমন অম্ল না হইয়া তিক্ত অথবা মিষ্ট হয়। আইরিসে আর একটি লক্ষণের বিশেষত্ব দেখা যায় তাহা হইতেছে—প্রচুর লালা নিঃসরণ। এই লালা কেলিবাইক্রমের ন্যায় রজ্জুবৎ লম্বা।

মস্তকের স্নায়ুশূল—আইরিসের এই প্রকার স্নয়ুশূল পাকাশয় অথবা যকৃতের গোলযোগের দরুণ প্রকাশ পায় এবং বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া আইসে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়—যন্ত্রনার অধিক অবস্থায় বমনোদ্বেগ হয় এবং তিক্ত কিংবা অম্ল বমন হয়—অথবা উভয়ই মিশ্রিত থাকে। শিরঃপীড়া সচরাচর অক্ষিপুটের উর্দ্ধে হয় এবং এই প্রকার শিরঃপীড়া অধিকাংশ স্থলে স্কুল শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক দিগের মধ্যে অধিক হইতে দেখা যায়। শিরঃপীড়া প্রত্যহ না হইতেও পারে। কিছুদিন পর পর হয়।

আধকপালে শিরঃপীড়া (**Hemiracnia**)—শিরঃপীড়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া আইসে। যন্ত্রণা যখন অধিক হয়—বমন অথবা বমনোদ্বেগ উপস্থিত হয়—এবং যাহা বমন হয় তাহা অত্যন্ত অম্ল স্বাদযুক্ত—যন্ত্রণা অক্ষির নিম্নেও হইতে পারে।

উদরাময়—মলতরল জলবৎ। অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত, সবুজাভ অথবা কটাবর্ণ। প্রচুর ক্ষতকারক, দুর্গন্ধ অথবা তামাটে গন্ধযুক্ত। শেষ রাত্রি ২.৩ টার সময় বৃদ্ধি। মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা করে এবং কুন্থন ও থাকে সময় সময় হারিশ বহির্গত হইয়া পড়ে। আইরিসে যে বমন হয় তাহা অত্যন্ত অম্লগন্ধ যুক্ত গলা হাঁজিয়া যায় (extremely sour fluid, excoriates the throat) এই লক্ষণ ব্যতিরেকে আইরিসের নির্ব্বাচনই হয় না। ইহার উপর ঔষধের কার্য্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

কলেরা—জ্বলনই হইতেছে ইহার সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক লক্ষণ। ইহার জ্বলন আর্সেনিকের ন্যায় নয়—আইরিসের এই জ্বলন অম্লপিত্তযুক্ত এবং মুখবিবর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বলিতে থাকে। আর্সেনিকের জ্বলন সর্ব্বত্র

হয়। আইরিসের বমনে দাঁত টকে যায়। ইহাতে আর একটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ থাকে—জিহ্বা এবং গাত্র বরফবৎ শীতল হয়।

আঙ্গুলহাড়া (Whitlow)—পরলোকগত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন—আঙ্গুল হাড়ার প্রথম অবস্থায় যখন পুঁজের সঞ্চার হয় নাই—আইরিস ভাসিকোলার অমিশ্র আরক নেকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলে রোগ আর বৃদ্ধি পায় না।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহার নিম্নক্রমের ব্যবহার অধিক দেখা যায় কিন্তু কেহ কেহ ইহার অতি উচ্চ শক্তি অধিক অনুমোদন করেন এবং তাহারা বলেন উচ্চ শক্তিতে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে এবং বিশ্রামে।

রোগের উপশম—অবিরত সঞ্চালনে।

সিড্রন (Cedron)

সিড্রন একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। ইহার ফলের বীচি ঔষধার্থে ব্যবহার হয়।

সিড্রনের কার্য্য পর্য্যায়শীল জ্বরে এবং অত্যধিক কুইনাইন কিংবা ম্যালেরিয়া জনিত স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। সিড্রনের জ্বরের পর্য্যায় শীতলতা বিশেষ লক্ষণ এবং জ্বর ঘড়ির ন্যায় ঠিক এক সময়ে প্রত্যহ হয় (attacks occur with clock-like regularity)।

সময়—সন্ধ্যা ৬টা কিংবা ৬॥০টা। প্রাতে ৪টা এবং অপরাহ্ন ৪টা। (শেষ রাত্রি ৩টা—থুজা। অপরাহ্ন ৩টা—এপিস)।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে। হস্তপদ হইতে শীত আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরময় ছড়াইয়া পড়ে। হস্ত নাসিকাগ্র বরফবৎ শীতল হয়। শীত নড়াচড়া করিলে বৃদ্ধি হয় (নাক্স)

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে, গরম জল পান করিতে চায়। উত্তাপ অবস্থায় গরম পানীয় ছাড়া আর কিছুই খাইতে পারে না। শুষ্ক উত্তাপ।

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা থাকে। শুষ্ক উত্তাপের পর প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। হৃৎস্পন্দন এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস। প্রস্রাব স্বল্প এবং ঘোর বর্ণ।

স্নায়ুশূল—স্নায়ুশূল যন্ত্রণা বিশেষতঃ উর্দ্ধ অক্ষিপুটের ম্যালেরিয়া জনিত হইলে এবং ঘড়ির সময়ের ন্যায় প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে হইলে—সিড্রন প্রয়োগে আশু উপকার হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট কিংবা ৩x, ৬x অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—আর্স, চায় না।

লোবেলিয়া (Lobelia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম লোবেলিয়া ইনফ্ল্যাটা—ইহা উদ্ভিজ্জ জাত ঔষধ।

পরিপাকক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়ার উপর ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। অম্বল, পেট ফাঁপা, বুকজ্বালা আহারের পর শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, বুকজ্বালার সহিত প্রচুর লালাস্রাব। ভীষণ বমন এবং বমনোদ্বেগ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ থাকে। ইহা ব্যতীত লোবেলিয়া প্রাতঃকালীন বমনেও (morning sickness) ব্যবহার হয়। লালাস্রাব এই ঔষধের একটি বিশেষ লক্ষণ কিন্তু ইহার লালাস্রাবের সহিত পরিপাকক্রিয়ার সংস্রব থাকে এবং ক্ষুধামান্দ্য না হইয়া বরং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। বমনোদ্বেগের সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্মে মুখমণ্ডল ভিজিয়া যায়। এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকে।

শ্বাস কষ্ট—বক্ষঃস্থলের সঙ্কোচনবশতঃ শ্বাসকষ্ট। সামান্য পরিশ্রমে এমনকি সিঁড়ির উপর নীচ করিতেই কষ্ট হয়। বক্ষঃস্থলে ভার ভার অথবা চাপচাপ বোধ হয়, যেন কোন ভারি জিনিষ চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত দ্রুত হাটাহাটিতে উপশম বোধ করে। মনে হয় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য যেন স্থগিত হইয়া যাইবে, হৃৎপিণ্ডের নিম্নদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

কোকিল চঞ্চু অস্থি বেদনা (Coccyodynia)—মেরুদণ্ডের সর্ব্ব নিম্নে sacrumএ ভীষণ স্পর্শাধিক্যতা (sensativeness) প্রকাশ পায়। অতি সামান্য স্পর্শ এমনকি অত্যন্ত কোমল বালিসের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। রোগী sacrum এ কাপড়ের স্পর্শ লাগিবার ভয়ে উপুর হইয়া উপবেশন করে। (ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব)।

বধিরতা—স্রাব অবরুদ্ধ হেতু কিংবা ইকজিমার দরুণ হয়।

শিরঃপীড়া—পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগ হেতু বমন, বমনোদ্বেগ এবং দুর্ব্বলতা থাকে। অপরাহ্নে বৃদ্ধি হইয়া মধ্যেরাত্রি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা থাকে। তামাকে কিংবা তামাকের ধুঁয়ায় বৃদ্ধি হয়।

কাশি—পাকাশয় হইতে উত্থিত কাশিতে (stomach cough) এবং থাইসিস কাশিতে (phthisis) ইহার যথেষ্ট উপকারিতা দেখা যায়। ডাক্তার নিউমেন বলেন—যখন শুষ্ক কাশিতে রোগীর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হয় এবং গলদেশে অসহ্য খুস্ খুস হইতে থাকে সেই অবস্থায় অতি উত্তম কার্য্য করে। ("when a tormenting dry cough and an insufferable tickling in the throat rob the patient's rest," it is, says Neuman," in the highest degree beneficial."

হাঁপানি—ডাক্তার জিন হাঁপানিতে ইহাকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন পাকাশয়ের উপসর্গ ব্যতীত ইহাতে সর্ব্বদা শ্বাসকৃচ্ছ্র (dyspnoea) লাগিয়া থাকে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র সামান্য পরিশ্রমে যদিও বৃদ্ধি হয় কিন্তু সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি হয় এবং হাঁপানির টান হইতে থাকে। কেহ কেহ লোবেলিয়াকে হাঁপানি অপেক্ষা Emphysema তে অধিক উচ্চ স্থান দেন।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এন্টিমটার্ট, আর্স, ইপিকাক, ট্যাবেকাম।

রোগের বৃদ্ধি—তামাকে, তামাকের ধুঁয়ার গন্ধে, অপরাহ্নে, সামান্য পরিশ্রমে, ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—দ্রুত হাটাহাটিতে, (বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণা), সন্ধ্যার দিকে উত্তাপে।

লেপটেণ্ড্রা (Leptandra)

ইহা এক প্রকার বৃক্ষ বিশেষ, ইহার সরস মূল হইতে **অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।** ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে যকৃতের উপর। ন্যাবা রোগ এবং তদসহিত কাল আলকাতরার ন্যায় মল বর্ত্তমান থাকে। কৃষ্ণবর্ণ আলকাতরার ন্যায় মল (black, tarry stools) হইতেছে ইহার বিশেষ বিশেষত্ব।

যকৃত—যকৃতের যাবতীয় পৈত্তিক অবস্থায় এবং অন্যান্য যে কোন রোগ হউক যদি আলকাতরার ন্যায় কাল বর্ণ মল বর্ত্তমান থাকে লেপটেণ্ড্রাকে চিন্তা করিবে। এইপ্রকার অবস্থা টাইফয়েড, অর্শ ইত্যাদি রোগেও দেখিতে পাওয়া যায়। মল প্রচুর এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং নাভিদেশে যন্ত্রণা থাকে। যকৃত প্রদেশেও বেদনা এবং টাটানি হয়। জিহ্বা পীত বর্ণ এবং পাকস্থলীতে অস্বস্থি বোধ করে। যকৃতের পূরাতন রোগেও পোর্টাল রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু উদরী কিংবা শোথ হইলেও লেপটেণ্ড্রা নির্ব্বাচিত হয়।

পাকাশয়—পিত্ত বমন এবং জিহ্বা পীত লেপাবৃত হয়। পাকস্থলীতে এবং অন্ত্রেতে যন্ত্রণা এবং তদসহিত মলত্যাগের ইচ্ছা হয়।

উদরাময়—মল 'প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত এবং ঈষৎ তরল, উদর হইতে স্রোতের ন্যায় বহির্গত হয়। কৃষ্ণবর্ণ চট্‌চটে আলকাতরার ন্যায় এবং জলবৎ পাতলাও হয়। মলত্যাগের পর নাভি দেশে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। সর্ব্বদা কুক্ষি এবং নাভি প্রদেশের স্থলে কষ্ট যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। মলত্যাগের পর নাভিদেশে যন্ত্রণা, আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মল এবং কোঁথানি শূন্যতা ইহার বিশেষত্ব (The griping colic after stool without tenesmus and black tarry stool will distinguish Leptandra from Merc sol.) মল আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ না হইলেও কাদার ন্যায় এবং ঘোলা ঘোলা হয় এবং প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পর বৃদ্ধি হয়।

মার্কউরিয়াস সল—ইহার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু মার্কিউরিয়াসে মলত্যাগের পর অত্যন্ত কুন্থণ থাকে, লেপট্যাণ্ড্রায় কোঁথানি কিছুই থাকে না বরং মলত্যাগের পর পেটে শূল হইলেও হইতে পারে।

আইরিস—ইহাতে জ্বালা সমুদায় অন্ননালী ব্যাপিয়া হয়—সঙ্গে সঙ্গে চাল ধোওয়া জলের ন্যায় ভেদ, খিলধরা এবং বমন বর্ত্তমান থাকে। শেষরাত্রি ২৷৩ টায় কলেরায় ইহা ভিরেট্রাম অপেক্ষা উত্তম কার্য্য করে—কিন্তু লেপট্যাণ্ড্রার সহিত ইহার সাদৃশ্য একমাত্র জ্বলনে অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। লেপট্যাণ্ড্রায় ভেদ কাদার ন্যায় কিংবা আলকাতরার ন্যায় কাল এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x, ৬, ৩০, সর্ব্বদা ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্রাইওনিয়া, আইরিস, পডফাইলাম, মার্কিউরিয়াস।

ক্যাম্ফর (Camphor).

ইহার বাঙ্গালা নাম কর্পূর। ক্যাম্ফরের পরিচয় তরল ভেদ এবং বমনে যত অধিক রকম প্রকাশ পাইয়াছে আর কোন ব্যাধিতে সেই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জীবনী ক্রিয়ার (Organism) উপর এই ঔষধটীর কার্য্য অর্থাৎ ইহা Hot-remedy or Cold-remedy এই সম্বন্ধে ডাক্তারগণের মধ্যে প্রাচীনকাল হইতে মত ভেদ রহিয়াছে। হ্যানিমানও বলেন, সুস্থ দেহের উপর ক্যাম্ফরের কার্য্য নিরূপণ করা বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন সমস্যা, যে

হেতু ইহার মুখ্য কার্য্য (Primary action) এত হঠাৎ পরিবর্ত্তন এবং এত শীঘ্র জীবনশক্তির প্রতিক্রিয়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় তদহেতু কিছুই পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদী সত্য এবং ডাক্তার (Troussea) এবং পিডক্সও (Pidoux) হ্যানিমানের কথাই সমর্থন করেন যে—শীত এবং অবসাদ (Chill & depresssion) মুখ্য ক্রিয়া আর সঞ্জীবনী শক্তির ক্ষণিক সঞ্চার (Symptoms of Stimulation) গৌণ প্রতিক্রিয়া (Secondary re-action)। তদানীন্তন চিকিৎসকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ক্যাম্ফরের কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া এই মতে উপনীত হইয়াছেন যে, ক্যাম্ফরের সর্ব্বপ্রধান. কার্য্যই হইতেছে শৈত্যকারক এবং অবসাদক (Refrigerant & Sedative) এবং ক্যাম্ফর দ্বারা সম্পূর্ণ বিষাক্ত হইলে শৈত্য সহ হিমাঙ্গই (Collapse) হইতেছে তাহার চরম পরিণাম। (After full survey of the evidence, they conclude that the essential action of Camphor is refrigerant and sedative and describe its full poisonous effects as those of collapse with chill)। তরল ভেদ এবং বমনে ক্যাম্ফরের প্রয়োগ অল্পাধিক পরিমাণে অনেকেই দেখিয়াছেন কিন্তু ইহার প্রয়োগ একটী সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

কলেরা—ক্যাম্ফর যে, কলেরার একটী মহৎ ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং মহাত্মা হ্যানিমানই ইহার প্রথম প্রচার কর্ত্তা। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন কলেরা ইউরোপে আরম্ভ হয়, হ্যানিমানের শিষ্যবর্গ এই প্রকার লক্ষণ অনুরূপ ঔষধ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে লিফজিকের ডাক্তার জে, এ, স্কুবার্ট (Dr. J. A. Schubart) কলেরার চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন যাহাতে তিনি ভিরেট্রাম, আর্সেনিক, ইপিকাক ইত্যাদি ঔষধ কলেরার প্রতিশেধক বলিয়া উল্লেখ করেন। তাহার কিছুদিন পর নিউরেনবর্গের ডাক্তার পেরু (Dr Peru of Nurenberg) প্রচার করেন—আর্সেনিক এবং ভিরেট্রামই কলেরার প্রকৃত ঔষধ। এইরূপ ডাক্তার পিটার্সন (Dr Piterson), ডাক্তার আরনল্ড (Dr Arnold) ইহারা কেহ আর্সেনিক কেহ ইপিকাক ইত্যাদি কলেরার প্রধান ঔষধ বলিয়া মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহই ক্যাম্ফর এবং কুপ্রামের বিষয় একবারও উল্লেখ করিলেন না এবং ক্যাম্ফর যে কলেরার একটী অব্যর্থ মহৌষধ তাহা

তাহাদের কাহারই বিদিত ছিল না। মহাত্মা হ্যানিমান কোথা হইতে ক্যাম্ফার যে অতিমাত্রায় অধিক ফলপ্রদ তাহা জানিতে পারিলেন তাহাও তাঁহার গ্রন্থের কোন স্থানেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ নাই কিন্তু এইমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর তিনি তাহার বাসস্থান কোথেন (Coethen) হইতে একজন সম্পাদককে Treatment and prevention of Asiatic cholera নামক যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার মুখবন্ধে তিনি বলিতেছেন —A receipt has been given to the world, which proved so efficacious in Duneberg in the Asiatic cholera, that out of I0 patients, but one died. The chief ingredient is Comphor which is ten times the proportion of the other ingredients. But not a tenth—nay, not one in a hundred of the patients would have died had the other ingredients, which were but injurious, and obstructing and the camphor been given alone and always at the very commencement of the disease, for it is only when given alone and at the first invasion of the disease thai it is so marvellously useful. [Cholera by Dr. Sircar Page 68].

ক্যাম্ফর সচরাচর মূল অরিষ্টই প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই মূল অরিষ্টই একমাত্র ইহার ফলপ্রদ। মূল অরিষ্ট ব্যবহার করিতে মহাত্মা হ্যানিমান কেন উপদেশ দিলেন সে বিষয়ে যদিও তিনি নিজে পরিষ্কার করিয়া কিছু উল্লেখ করেন নাই কিন্তু তাঁহার জীবনী লেখক ডাক্তার ব্র্যাড্ফোর্ড (Dr Bradford) এক স্থানে বলিতেছেন—"Hahnemann says that the reason he gave Camphor in large doses is that the effect to be produced is an Allopathic and not a Homœopathic one. A palliative action must be at once produced or the patient will die before the Homœopathic medicine has time to act." যদি বাস্তবিক ইহাই মহাত্মা হ্যানিমানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, মহাত্মা হ্যানিমান তাঁহার কথার সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার লিখিত পরবর্ত্তী প্রবন্ধ (appeal to

thinking Philanthropists respecting the mode of propagations of asiatic choleea.) পাঠে আমাদের মনে হয়—ক্যাম্ফরের বীজাণু নাশের ক্ষমতা আছে বলিয়াই মহাত্মা হ্যানিমান মূল অরিষ্ট প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলিতেছেন।—" If Physicians would but take warning and render uninfectable by taking a few drops of Camphorated spirit, approach the Cholera patient, in order to treat him at the commencement of his sickening with this medicine (Pure unadulterated Camphorated spirit) which alone is efficacious and which must certainly destroy the miasm about the patient, by giving him, as I have taught, every five minutes one drop of it...............if they would but do this, then every patient would not only be infallibly restored within a couple of hours but by the cure of the disease with pure Camphor they would at the same time iradicate and annihilate the miasm in and about the patient."

ক্যাম্ফরের এই প্রকার ক্ষমতা আছে বলিয়াই বোধ হয় কলেরার প্রকোপ কালে পানীয় জলে কিঞ্চিৎ কর্পূর দেওয়া প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

মহাত্মা হ্যানিমানের প্রণালী মতে ক্যাম্ফর দ্বারা কলেরা চিকিৎসা সেই সময়ে যদি কেহ প্রকৃতরূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি নেপেল্‌সের ডাক্তার রকো রুবিণীকে (Dr. Rocco Rubini of Naples) প্রধান স্থান দিতে ইচ্ছা করি; তিনি স্পিরিটে কর্পূর Saturate করিয়া অর্থাৎ Saturated Spirit Camphor (যাহা বাজারে আজ রুবিণী ক্যাম্ফর নামে পরিচিত) কলেরায় যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন বোধ হয় সেই সময় আর কেহই তদ্রূপ ভাবে পরীক্ষা করেন নাই। এই বিষয়ে তিনি মহাত্মা হ্যানিমানকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ক্যাম্ফর কলেরার যে একটী অব্যর্থ ঔষধ সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার উপকারিতা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন কিন্তু ইহা কলেরার প্রারম্ভে অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থার পূর্ব্বে অধিক কার্য্য করে এই জন্য সকলেই ইহাকে প্রথম অবস্থার ঔষধ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যতক্ষণ

পর্য্যন্ত ভেদে মল এবং রং থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই ইহার কার্য্য। প্রকৃত রোগে দাঁড়াইলে তখন আর ইহার উপর অধিক নির্ভর না করিয়া ভিরেট্রাম, কুপ্রাম ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। (After the first stage is passed Camphor is no longer serviceable and its administration must only be continued so long as decided benefit is observable (which with a remedy of such rapid action Camphor manifests itself within a quarter of an heur.) If in such cases decided benefit is not soon perceived, then no time must be lost in administering the remedy of the 2nd. stage)

ক্যাম্ফরে হঠাৎ রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, শরীর নিস্তেজ হইয়া যায়, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, চেহারার পরিবর্ত্তন হয়, চোখ বসিয়া যায়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ এবং বরফের ন্যায় শীতল হয়, সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আইসে, মুখে ফেনা উঠে কিন্তু পিপাসা থাকে না এবং ভেদ বমি হয় না এবং হইলেও অত্যন্ত অধিক হয় না কিম্বা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, দাঁড়াইতে পারে না টলিয়া পড়িয়া যায়, মুখমণ্ডলে সামান্য শীতল ঘর্ম্ম হয়, অত্যন্ত অস্থির, গোঁগাইতে থাকে, মস্তক অত্যন্ত ঘুরায় যেন ফেলিয়া দিতে চাহে। এইরূপ অবস্থায় ক্যাম্ফর একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়। যে স্থলে ভেদ বমন না হইয়া একেবারে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া যায় ও রোগী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে সে স্থলে ক্যাম্ফর মৃত-সঞ্জীবনী। দুই এক বিন্দু মাত্রায় মূল আরক বাতাসা অথবা চিনি অথবা সুগার অব মিল্কের সহিত প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ৩,৪ বার সেবনে প্রায় উপশম হয়, শিশুদিগকে সিকি মাত্রা দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্যাম্ফর প্রয়োগে সত্বর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। উপরোক্ত অবস্থার সহিত ভয়ঙ্কর বমনেচ্ছা বর্ত্তমান থাকিলে ২।১ মাত্রা ট্যাবেকাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ক্যাম্ফারে অধিক ভেদ, অধিক বমন এবং অধিক ঘর্ম্ম হয় না। হঠাৎ রোগী শীতল নীলবর্ণ অর্থাৎ হিমাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মনে হয় রোগী যেন পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইয়া পড়িয়া আছে। ক্রমশঃ চোখ বুজিয়া আইসে যেন তন্দ্রায় অভিভূত হইতেছে। হঠাৎ কেন এই প্রকার ভীষণ মৃৎবৎ অবস্থা হয় কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কেবল আশ্চর্য্য বোধ করিতে থাকে।

এই প্রকার ভেদ বমন শূন্য কোলাপ্স অবস্থা কলেরার প্রকোপ কালে হইলে ক্যাম্ফরের বিষয় মনে উদয় হইলেও হইতে পারে কিন্তু অন্য সময় ক্যাম্ফরের বিষয় মনে না হওয়াই সম্ভাবনা এবং এই প্রকার অবস্থা সচরাচর অধিক হয় না। ক্যাম্ফরের কোলাপ্স সম্বন্ধে একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে স্থলে রোগের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কোলাপ্স উপস্থিত হয় অর্থাৎ ২।১টী ভেদ বমন হইয়াই যদি রোগী কোলাপ্স হইয়া যায় তাহা হইলে ক্যাম্ফর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নতুবা রোগ আক্রমণের ১২ কিংবা ২৪ ঘণ্টা পর যদি হয় তাহা হইলে আর্সেনিক, ভিরেট্রাম ইত্যাদির চিন্তা করাই কর্ত্তব্য। ক্যাম্ফর যে প্রকার কোলাপ্সে প্রয়োগ হয় তাহাকে ইংরাজীতে Cholera Sicca (কলেরা সিক্কা) বলে, ইহাতে অধিক ভেদ বমন হয় না। এই স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে যদি রোগ ক্যাম্ফরের না হয় এবং অযথা পুনঃ পুনঃ যদি ক্যাম্ফর প্রয়োগ হয় এবং তদহেতু পাকস্থলী প্রদেশে জ্বালা ও যন্ত্রণা হইলে, ডাক্তার ক্যারোল ডানহাম বলেন এইরূপ অবস্থায় কয়েক ফোটা ফক্ষরাস দিলে জ্বালা যন্ত্রণার আশু উপকার হয়। ক্যাম্ফরের চাল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ (Rice water stool) একেবারেই যে হয় না ইহা বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু সচরাচর ভেদ বমন খুব কমই হয়, ভেদ বমন অধিক হইলে ভিরেট্রামের প্রতি দৃষ্টি করিবে। ক্যাম্ফরে একটী বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ হইতে দেখা যায়—অবসন্নতা, ওষ্ঠদ্বয় এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ নীলবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা হওয়া সত্বেও রোগী গাত্রে কাপড় রাখিতে (Cold as death but cannot bear to be covered) চায় না, কাপড় ফেলিয়া দেয়। শরীরে অধিক ঘর্ম্মও হয় না বরং শরীর শুষ্ক এবং শীতল থাকে। কুপ্রামে শীতলতা এবং অবসন্নতা অধিক থাকে না, খিলধরা এবং তড়কার ভাব প্রবল থাকে। ভিরেট্রামে প্রচুর ভেদ বমন এবং ঘর্ম্ম থাকে (In Camphor collapse is most prominent. In Veratrum-album—evacuation and vomiting. In Cuprum the cramps.)

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপে যখন কলেরার প্রকোপ হয়, মহাত্মা হ্যানিমান এই রোগ আগমনের বিবরণ দেখিয়া এই প্রকার কলেরার কোলাপ্সে ক্যাম্ফর প্রকৃত ঔষধ হইবে তাহা পূর্ব্বেই সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়া

ছিলেন। আর একবার মহাত্মা হ্যানিমান, ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন মহাবীর নেপোলিয়ান রুষ যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, যে প্রত্যাবর্ত্তনে নেপোলিয়ানকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল, সেই সময়ও রাসটক্স টাইফয়েড রোগের প্রকৃত ঔষধ হইবে বলিয়া পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। হ্যানিমানের এই মহামূল্য ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য অষ্ট্রিয়ান গভর্ণমেণ্ট পুরস্কাররূপে তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছিলেন। In 1819 on the approach of Asiatic cholera to western Europe, Hahnemann, from the description of the disease, published in advance of its approach that Camphor would be the remedy in the stage of Collapse and the clinical experience of each subsequent epidemic demonstration. 1812 during Napolean's terrible retreat from the Russian campaign he published in advance that Rhustox woud be the principal remedy and the recognition of Homœopathy by the Austrian Government was the reward of his successfull prediction.)

প্রথমাবস্থায় তরল ভেদ আরম্ভ হইবামাত্রই ক্যাম্ফর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না—এইরূপ অবস্থায় ক্যাম্ফরে ফল দর্শিবার কারণ হইতেছে—ক্যাম্ফর এই সময়ে উত্তেজক (Stimulent), ধারক (astringent), নিদ্রাকারক (hypnotic), হজমকারক (digestive), পচন নিবারক (antiseptic) ও বিষঘ্নরূপে কার্য্য করিয়া দাস্ত ও বমন বন্ধ, দূষিত বিষ বিনাশ, অজীর্ণ খাদ্য পরিপাক ও নিদ্রা আনয়ন করিয়া রোগীকে সুস্থ করে।

অনেককে দেখিয়াছি কলেরার প্রথমাবস্থায় ক্যাম্ফরের পরিবর্ত্তে একোনাইট ব্যবহার করেন,—তাহারা বলেন,—কলেরা ভয়ঙ্কর অন্ত্রপ্রাদাহিক জ্বর (acute dreadful fever), এতদ হেতুই তাহারা ক্যাম্ফরের পরিবর্ত্তে একোনাইটের ব্যবস্থা দেন—ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথা নয়। বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে অন্ত্রের প্রদাহ বশতঃই কলেরায় ভেদ বমন হয়।

ক্যাম্ফর রোগী—ক্যাম্ফর রোগী সাধারণতঃ অত্যন্ত শীত প্রদান

ধাতুগ্রস্থ, শরীরের যেন উত্তাপ কিছুই নাই অথচ গাত্রে কাপড় রাখিতে পারে না। আর্সেনিকের ন্যায় তরুণ রোগে পিপাসা থাকে কিন্তু পুরাতন রোগে থাকে না। ক্যাম্ফরের বিষয়ে একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তরুণ রোগের উষ্ণ অবস্থায় যখন যন্ত্রণা থাকে, তখন রোগী গাত্রে কাপড় রাখিতে চায়—অর্থাৎ গরমে রাখে এবং শীত অবস্থায় কাপড় ফেলিয়া দেয়। শীত অবস্থায় অধিক ঠাণ্ডায় উপশম বোধ করে। (In camphor an important thing to recall in the acute is that during the heat and when the pains are on, he wants to be covered up. The coldness is relieved by cold, he wants more cold—Dr. Kent)। শরীর বরফবৎ শীতল কিন্তু গাত্রে কাপড় রাখিতে পারে না। (The patient will not be covered, or object to it, no matter how objectively cold he is.) এই প্রকার লক্ষণ সিকেলিকরেও অনেকটা রহিয়াছে।

সর্দ্দি—সর্দ্দি এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ক্যাম্ফর একটী উত্তম ঔষধ। নাসিকা হইতে প্রচুর কাঁচা জলবৎ সর্দ্দি স্রাব হয়। নূতন সর্দ্দিতে অনেকে ইহা আভ্যন্তরিক সেবন করিতে এবং বাহ্যিক ঘ্রাণ লইতে ব্যবস্থা দেন এবং আশু উপকার পাওয়া যায়। শিশু এবং বৃদ্ধদিগের ব্রঙ্কাইটিসেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। শুষ্ক, অস্থিচর্ম্মসার বৃদ্ধ লোকদিগের ঠাণ্ডা লাগিয়া সহজেই সর্দ্দি হয়। গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে, শ্বাস উঠিলে যে প্রকার হয়, সেই প্রকার অবস্থা হইয়া আইসে, এরূপ অবস্থায় এণ্টিমটার্ট এবং এমন কার্ব্বের ন্যায় ক্যাম্ফর কার্য্য করে। ক্যাম্ফর রোগীতে শীতলতা লক্ষণটী অত্যন্ত প্রবল থাকে। উষ্ণভাব খুব কমই থাকে। সর্দ্দিতে স্পিরিট ক্যাম্ফর (Spirit Camphor) ব্যবহার হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্র—ক্যাম্ফরে ভীষণ মূত্রকৃচ্ছ্র (Strangury) লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রস্রাবকালীন অত্যন্ত জ্বালা করে। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয় এবং ফোঁটা ফোঁটা হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাব লাল রক্তের ন্যায় (ক্যান্থারিস)। মূত্রকৃচ্ছ্র স্বয়ম্ভূত (idiopathic) অথবা অত্যধিক ক্যান্থারিস অথবা যে কোন কারণ বশতঃই হউক ক্যাম্ফরে তাহা উপশম করিবার

ক্ষমতা আছে। ডাক্তার হিউজ এই প্রকার ছুইটি রোগীকে পুনঃ পুনঃ ক্যাম্ফর নিম্নক্রম প্রয়োগ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হইতে উপশম করিয়াছিলেন। ক্যাম্থারিসের ন্যায় ইহাতেও লিঙ্গোদ্রেক (Chordee) সময় সময় হয়।

ধ্বজভঙ্গ।—ক্যাম্ফর কোন কোন স্থলে মূল অরিষ্ট অথবা অত্যন্ত নিম্নক্রম প্রয়োগেই লিঙ্গোদ্রেক হয় আবার কোন কোন স্থলে ইহার বিপরীত ফল অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গ উৎপন্ন হয়। ক্যাম্ফরেব সিদ্ধান্ত করণে উক্ত উভয় অবস্থা উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। ডাক্তার কেণ্ট বলিতেছেন জনৈক ফরাসী স্ত্রীলোক তাহার পুত্রদিগকে অন্যান্য বালিকাদিগের নিকট হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্ত অর্থাৎ চরিত্র দোষ হয় এই ভয়ে সর্ব্বদা তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এবং রাত্রিতে বালিসের নিম্নে এক পোটলা কর্পূর রাখিয়া শয়ন করিতে দিতেন। কিছুদিন পর দেখা গেল পুত্রগণের ধ্বজভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে ইহাও দেখা গিয়াছে অত্যন্ত অধিক কামোত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়াছে—(I once know a French woman who had an insane desire to keep her boys always at home with her and she thought she could accomplish this if she could only keep them away from the girls and to destroy there sexual desire, she kept a bag of Camphor under their pillows. All of them were made impotent—Kent)

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন।—তরল ভেদ বমিতে স্পিরিট ক্যাম্ফর চিনি অথবা বাতাসার সহিত প্রত্যেক ১৫ মিনিট কিংবা অর্দ্ধঘণ্টা পর পর দেওয়া কর্ত্তব্য। শস্ত্র ক্রিয়ার (Operations) পর যদি শরীরে উত্তাপ অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয় (if temperature is subnormal, low blood pressure) ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর ক্যাম্ফর ১× সেবন করাইলে অতি শীঘ্র উত্তাপ স্বাভাবিক হইয়া আইসে। কলেরা অথবা অন্য কোন রোগ হইতে হিমাঙ্গ অবস্থায়ও এই প্রকার ডাইলিউসন এবং প্রয়োগই প্রচলিত।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphisagria)

এই ঔষধের সিদ্ধান্ত করণে (Proving) মস্তিষ্ক এবং কাসেরুকামজ্জা (Spinal cord) উভয়ই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয় এবং বিশেষভাবে স্নায়বীক মণ্ডলের উপর দুর্ব্বলতা অধিক প্রকাশ পায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। অত্যধিক হস্তমৈথুন এবং স্ত্রীসহবাস হেতু মানসিক রোগ।

২। অত্যন্ত খিটখিটে—সামান্যতেই বিরক্ত হয়। শিশু সকল সময় যেন রাগ হইয়াই রহিয়াছে—সকল সময় ঘ্যান ঘ্যান করে, কি যে চায় বুঝিতে পারা যায় না, কোন কিছু জিনিষ দিলেও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং বিরক্ত হয়।

৩। কাহারো সহিত তর্কে কিংবা বিবাদে অপমানিত হইয়া মানসিক অবসাদে, মনকষ্টে, শরীরিক দুর্ব্বলতা, নিদ্রা হীনতা ইত্যাদি রোগে ভোগে।

৪। অধিক স্ত্রীসহবাস, হস্তমৈথুন হেতু—বিষণ্ণ, উদাসীন, স্ফূর্ত্তীহীন, স্মরণশক্তি হীন।

৫। অক্ষিপুটে বিশেষতঃ উর্দ্ধ অক্ষিপুটে শক্ত গোটা গোটা অঞ্জনি প্রকাশ পায়, পর পর হয় (styes, chalazae on eyelids or upper eyelids, one after another, leaving hard nodosities—Con. Thuja).

৬। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা পরিষ্কার কাটা ক্ষত (sharp cutting, like the cutting of a knife).

৭। দন্তশূল—মাসিক ঋতুস্রাবকালীন, সুস্থ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত উভয় অর্থাৎ সমুদায় দাঁতই যন্ত্রণাযুক্ত হয়। খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় স্পর্শে যন্ত্রনা হয় অথচ কামড়াইতে কিংবা চিবাইতে যন্ত্রণা হয় না। শীতল বায়ু মুখে প্রবেশে, শীতল জলপানে এবং আহারে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

৮। দাঁতের ধারগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (decay on edges), (গোড়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—মেজিরিয়াম, থুজা) দাঁত কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়, কাল কাল রেখা পড়ে, পরিষ্কার রাখা যায় না।

৯। স্বপ্নদোষে—মুখ চোখ বসিয়া যায়, বীর্য্যস্খলনের পর কটিদেশে যন্ত্রণা এবং দুর্ব্বলতা, ইন্দ্রিয় শিথিলতা এবং অবসন্নতা।

১০। ইকজিমা—মামড়ির নিম্ন হইতে পীতবর্ণ, ক্ষতকারক রস নিস্থত হয়। রসস্পর্শে নূতন ক্ষত প্রকাশ পায়, চুলকাইলে সে স্থানের চুলকানি আরম্ভ হয়।

১১। বিবাহিত, অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোকে সহবাস অথবা কষ্ট প্রসবে প্রস্রাবের বেগ হয় কিন্তু প্রস্রাব শীঘ্র বহির্গত হয় না অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। মূখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহে (Prostratic troubles) বৃদ্ধলোক দিগেরও প্রস্রাবের পর কোথানি এবং জ্বালা হয়। মূত্রাশয় ভ্রংশ হয় (prolapse of bladder).

১২। তামাক সেবনের আকাঙ্ক্ষা হয় (craving for tobacco).

সাধারণ লক্ষণ

১। কাশি কেবল দিনে হয় অথবা কেবল মধ্যাহ্ন ভোজনের পর। মাংস ভক্ষণে, বিরক্তিতে, অপমানে এবং তামাকের ধুঁয়াতে বৃদ্ধি হয়।

২। কটি যন্ত্রণা (Backache) রাত্রিতে শয্যায় এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে হয়।

৩। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এমন কি কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

৪। পাকস্থলী এবং নিম্নোদর মনে হয় শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে—(ইপি, ট্যাবে, এগারি)

৫। পাকস্থলী পরিপূর্ণ অথচ অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করে।

৬। কপালে একটি গোলাকার পদার্থ যেন সাটিয়া লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ।

৭। সন্ধিস্থলে বিশেষতঃ অঙ্গুলির (কলফাই, কলচি, লাই) সন্ধিস্থলে বাতজনিত অস্থি গুল্ম প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলিতে প্রদাহ ও তৎসহ ঘর্ম্ম এবং পুঁজোৎপাদন হয়।

৮। দিনে সর্ব্বদা ঘুমন্ত ভাব লাগিয়া থাকে, রাত্রিতে জাগিয়া থাকে, কনকণানি যন্ত্রণা হয়।

৯। আঁচিল শুষ্ক, বৃন্তসদৃশ, ফুলকপির মতন পারদের দোষহেতু প্রকাশ পায়।

রোগীর মানসিক লক্ষণ এবং হস্তমৈথুন—মানসিক লক্ষণে ক্যামোমিলার সহিত ইহার অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায় এবং অনেক স্থলে ক্যামোমিলার পরিবর্ত্তে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে। শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে প্রকৃতির, সকল সময়ই যেন বিরক্ত হইয়া থাকে। আদর করিয়া কোন জিনিষ দিলে হাত দিয়া ঠেলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হয়। এই প্রকার মানসিক লক্ষণ ক্যামোমিলা এবং ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ব্যতীত সিনা, নাক্সভমিকা, কলোসিন্থ ইত্যাদিতে অল্প বিস্তর দেখা যায়। উপস্থিত মানসিক লক্ষণ ব্যতীত ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াতে আর এক প্রকার লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে বিষণ্নতা, উদাসীনতা এবং স্মরণশক্তি-হীনতা, কিন্তু এইরূপ অবস্থা পুরুষদিগের মধ্যে অধিক দেখা যায়। শিশুরা যেমন অত্যন্ত খিট্‌খিটে স্বভাবের হয়, প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক কিংবা স্ত্রীলোকও সেইরূপ অত্যন্ত বিষণ্নভাবাপন্ন হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক কিংবা স্ত্রীলোকদিগের

মনের এইরূপ অবস্থা নানান কারণ হইতে উত্থিত হইতে পারে কিন্তু এই স্থলে অত্যধিক হস্তমৈথুনই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান কারণ। ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়ায় মানসিক অবসাদ লক্ষণের সহিত হস্তমৈথুনের দোষ কিংবা সদাসর্ব্বদা কাম প্রবৃত্তির লালসা জড়িত থাকে—ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। (Hypochondriousis, apathy, weak memory, caused by unmerited insults, sexual excess or by persistently dwelling on sexual subjects) ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া রোগীর মুখমণ্ডল উক্ত কারণ বশতঃ ফ্যাকাসে বর্ণ এবং ম্রিয়মান যেন কতই ক্লান্ত এবং শ্রান্ত। লাবণ্যভাব কিছুই থাকে না, মুখ মণ্ডল শুষ্ক চোপসান। চক্ষু কটোরাগত এবং কৃষ্ণবর্ণ রেখা দ্বারা পরিবৃত। রোগী একাকী থাকিতে ভালবাসে, লোকসঙ্গ পছন্দ করে না। সর্ব্বদা উদাসীন এবং বিষন্ন ভাবাপন্ন। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ায় একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে প্রকার মানসিক লক্ষণ ইহাতে প্রকাশ পায় তাহার হস্তমৈথুনই সর্ব্ব প্রধান কারণ, অত্যধিক স্ত্রী সহবাস তাহার প্রধান কারণ নয়। (This state of affairs usually follows self abuse, it is seldom the result of excessive sexual intercourse—Farrington) হস্তমৈথুন বশতঃ বিষন্নতা উদাসীনতা ইত্যাদি লক্ষণে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া ব্যতীত ফস্ফরিকএসিড, নেট্রামমিউর এবং এনাকার্ডিয়াম ও সর্ব্বদা প্রয়োগ হয়।

এতদ্ব্যতীত কাহারো সহিত কলহ, বিবাদ, তর্কের দরুণ অপমানিত হইয়া মনকষ্ট হইলে এবং সেই মনকষ্ট চাপিয়া রাখিয়া নিদ্রাহীনতা, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, কার্য্যে উদাসীনতা, শিরঃপীড়া ইত্যাদি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইলে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াকে চিন্তা করিবে। (A gentleman comes in contact with one beneath his station and an altercation takes place, an argument which ends in insult. He goes home and suffers, he does not speak it out, but controls it and then suffers from it. He has sleepless night and many days of fatigue, brain bag, has irritlability of bladder, colic, etc.)

প্ল্যাটিনা—ডাক্তার গ্রাভোগল (Dr. Grauvogal) বলেন যৌবনত্ব পাইবার পূর্ব্বে (prepubic) জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার হেতু আক্ষেপ, তরকা,

শীর্ণতা (spasm, convulsions, emaciation) তৎসংক্রান্ত উপসর্গাদির ইহা একটি উত্তম ঔষধ।

ক্যালেডিয়ম—হস্তমৈথুন হেতু লিঙ্গমুণ্ড (glan penis) অত্যন্ত শিথিল তলতলে অবস্থা প্রপ্ত হয় এবং লিঙ্গত্বকের (prepuce) সঙ্কোচন গুণ তত অধিক থাকে না। লিঙ্গত্বক লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাতে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে পুনরায় তাহা সঙ্কোচন হয় না। স্বপ্নসহ কিংবা স্বপ্নব্যতীত রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হয়।

উল্লিখিত ঔষধ ব্যতীত ডায়োস্করিয়া, জেলসিমিয়াম, নক্স ভমিকা, সালফার লাইকোপোডিয়াম, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ইত্যাদিও লক্ষণানুযায়ী ব্যবহার হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হস্তমৈথুন দোষ অল্প বিস্তর যদিও দেখা যায় কিন্তু পুরুষলোকদিগের ন্যায় তত অধিক নয়। যে সমুদায় স্ত্রীলোকের এই অভ্যাস থাকে তাহাদিগের উক্তকারণ হইতেই ডিম্বাশয়ের রোগ প্রায়ই উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোকের হইলে তাহার ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া একটি উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতীত বহুদিন স্বামী সহবাস না হইয়া ডিম্বাশয়ের কোন প্রকার লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহাতেও ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া প্রয়োগ হইতে পারে। জোনিদেশের চুলকানিও উক্ত অবস্থার সহিত বর্ত্তমান থাকে। (ক্যালেডিয়াম)

শূলযন্ত্রণা—এই ঔষধটীর ক্যামোমিলার সহিত আরো সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে ক্রোধ জনিত উদরে খিলধরা যন্ত্রণা অর্থাৎ ক্রোধের পর পেটে শূল কিংবা খিলধরা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় (কলোসিন্থ) কিন্তু ক্যামোমিলার যন্ত্রণার সহিত গণ্ডযুগলের আরক্তিমতা এবং উক্ত ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। (উভয় গণ্ড লাল হওয়া অপেক্ষা এক গণ্ডস্থল লাল এবং অপর গণ্ডস্থল ফ্যাকাসেবর্ণ প্রকাশ হইয়া থাকে)। কলোসিন্থ রোগী শূল বেদনায় উপশম পাইবার নিমিত্ত পেটে চাপ দিয়া উপুর হইয়া থাকে। কলোসিন্থ প্রয়োগে শূল বেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কারণ ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া কলোসিন্থের পরিপূরক ঔষধ (complementary drug)। ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া সাধারণতঃ খিটখিটে, অপরিষ্কার, পেট উচু এবং বিশেষতঃ যে সমুদয় শিশুদিগের দাঁতের রোগ থাকে, দাঁত ফাক হইয়া যায় মারিগুলি শিথিল

এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় তাহাদিগের শূল বেদনায় ভাল কাজ করে। (In scrawny ugly pot-bellied children and if they suffer much with their teeth which turn black with tender spongy gums which are sensative and painful.)

অস্থিগুল্ম (Nodositis)—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়ার অস্থির উপরও যথেষ্ট কার্য্য আছে। সন্ধিস্থলের অস্থিতে বিশেষভাবে অঙ্গুলির অস্থিগুল্মতে (modositis) অঙ্গুলির অস্থির প্রদাহে উত্তম কার্য্য করে। অস্থি আবরক (periosteum) প্রদাহ হইয়া পাকিয়াও ওঠে।

আঁচিল (Warts)—থুজার ন্যায় এই ঔষধে চর্ম্মের উপর আঁচিল উৎপত্তি হয় এবং আঁচিলগুলি দেখিতে বৃন্ত সদৃশ (pediculated) এবং ফুলকপির ন্যায়, কাজে কাজেই সাইকোটিক (sycotic) জাতীয় ঔষধ মধ্যে এবং থুজার পাশাপাশি ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়াকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। থুজা অপেক্ষাও ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় যদি উক্ত প্রকার ইকজিমা সহ ভগ্ন-প্রবণ দন্ত, দন্তের ব্যাধি এবং বৃন্ত সদৃশ আঁচিল বর্ত্তমান থাকে। আঁচিল লিঙ্গে, জোনিদেশে, মলদ্বারে ইত্যাদি স্থলেও হয় এবং এত অধিক স্পর্শাধিক্য যে যদি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া চাপ দেওয়া যায় তাহা হইলে রোগীর বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের কনভালসন হইবার উপক্রম হয় এবং সর্ব্ব শরীরময় অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করে, নিদ্রা পর্য্যন্ত হয় না।

উপদংশ—পারদের অবব্যবহারের পর উপদংশ ক্ষতে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়ার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। ক্ষত হইতে তরল এবং ক্ষতকারক (acrid) স্রাব হয়। শলার দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ক্ষতের নিম্নস্থ অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়।

অস্থি প্রদাহ (Osteotitis)—উপদংশ কিংবা গণ্ডমালা (scrofulous) দোষ হইতে উদ্ভূত অস্থি রোগের ষ্টিলিঞ্জিয়াও (stillingia) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এবং ইহা অত্যন্ত অধিকরূপ ব্যবহার হয় কিন্তু ইহাতে লম্বা লম্বা অস্থি—Femur, tibia, humerus ইত্যাদি অধিক আক্রান্ত হয়। অস্থির যন্ত্রণা রাত্রিতে এবং স্যাৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয় এবং ইহার

সহিত ক্ষতকারক (excoriating) সর্দ্দি প্রায়ই লাগিয়া থাকে। মার্কিউরিয়াসও উক্ত অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যালিআইডও প্রয়োগ হয় কিন্তু ক্যালিআইওডে পারদ এবং উপদংশ উভয় দোষই মিশ্রিত থাকে।

ষ্ট্রন্‌সিয়ানা-কার্ব্ব—স্ক্রফিউলাস ধাতুবিশিষ্ট লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ইহা বিশেষভাবে femerএর ক্ষত সহ অস্থি বেদনায় অধিক প্রয়োগ হয়, ক্ষতের স্রাবের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্ন অস্থি নির্গত হয়। ইহাতে আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায় যে, অস্থিরোগের সহিত প্রচুর উদরাময় বর্ত্তমান থাকে।

গেঁটেবাত (gout)—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া গেঁটেবাতের যদিও একটি ঔষধ বটে কিন্তু তরুন বাতের বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ নয়। Sodium urate মূত্রপিণ্ড (kidney) দিয়া বহির্গত না হইয়া শরীরের নানা সন্ধিস্থলে এবং যন্ত্রে সমাবেশ হইয়া বাতিক গ্রন্থি (arthritic nodes) অর্থাৎ গুল্ম উৎপন্ন করে।

চর্ম্মরোগ এবং **ইকজিমা**—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া চর্ম্মরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেকে ইহাকে লোশন করিয়া বাহ্যিক রূপেও ব্যবহার করেন। চর্ম্মরোগ অনেকটা eczemaর ন্যায়। শরীরের যে কোন স্থানই হইতে পারে কিন্তু বিশেষভাবেই মস্তকে, কর্ণের পার্শ্বে এবং মুখমণ্ডলে অধিক হয়। পীড়কাগুলি (eruption) সাধারণতঃ শুষ্ক এবং অত্যন্ত পুরু পাপড়িযুক্ত এবং ভীষণ চুলকায়। চুলকানির ভীষণতা দেখিয়াই বাহ্যিক প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায়। কারণ বাহ্যিক প্রয়োগের ইহাই একটি বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া eczemaর একটি বিশেষত্ব যে এক স্থানের চুলকানি যেমনি স্থগিত হইল আবার আর একস্থান চুলকাইতে আরম্ভ হয়। সকল সময় যে পীড়কাগুলি শুষ্কই হইব তাহার কোন অর্থ নাই পীড়কাগুলি রসযুক্তও হয় এবং মামড়ির নিম্ন হইতে ক্ষতকারক (acrid) পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ রস নির্গত হয়, সেই রস অন্যত্র লাগিয়া নূতন পীড়কার (eruption) উৎপত্তি করে। এই হেতুই অনেকে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়াকে crusta lactea or eczema capities অর্থাৎ শিশুদিগের মস্তকের (eczema) ইকজিমাতে প্রয়োগ করেন। ইহার কার্য্য অক্ষিপুটে অত্যন্ত অধিকরূপে প্রকাশ পায়। (Blepharitis দেখ)।

দন্তরোগ—পিতামাতার উপদংশ কিংবা প্রমেহর দোষ হেতু দুর্ব্বল এবং ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুদিগেতে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া একটি ফলপ্রদ ঔষধ। এইরূপ রোগগ্রস্থ শিশুদিগের দাঁত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এমনকি শিশুর দুধের দাঁতই ভালমত প্রকাশ পাইতে না পাইতেই কৃষ্ণবর্ণ কিংবা কাল কাল রেখাযুক্ত দাগ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে এবং ধারগুলি ক্ষয় হইতে থাকে। ক্রিয়োজোটেও দাঁতের এইপ্রকার লক্ষণ যথেষ্ট রহিয়াছে এবং দুধের দাঁতের অসাময়িক ক্ষয়প্রাপ্তের (precmature decay) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—প্রথমতঃ দাঁতগুলিতে পীতবর্ণ রং ধরে, ক্রমশঃ কালো হইয়া অবশেষে ক্ষয় হইতে থাকে। (থুজা, মেজিরিয়ম—দাঁতের মাড়ির ধার অর্থাৎ গোড়া ক্ষয় হয়)। ইহা ব্যতীত—এন্টিমনিক্রুডাম, কফিয়া এবং ক্যামোমিলাও দাঁতের নানাপ্রকার রোগে ব্যবহার হয়। তাহাদিগের বিষয়ও চিন্তা করা উচিৎ। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া রোগীর দাঁতের মাড়ি শিথিল, অসুস্থ এবং রক্তস্রাবী এমন কি খাদ্যদ্রব্যের কিংবা অঙ্গুলির স্পর্শেই মাড়ি হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, মাড়ির এইরূপ অবস্থার সহিত submaxillary glands স্ফীত এবং প্রদাহ হয়। এবং পাড়ার অপব্যবহারের দোষ থাকিলে তাহাতে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ঋতুস্রাবকালীন দন্তশূল হয়। সুস্থ এবং অসুস্থ সমুদয় দাঁতেই যন্ত্রণা হয়। খাদ্যদ্রব্যে কিংবা জলের স্পর্শে যন্ত্রণা হয় কিন্তু শুধু চিবাইতে কিংবা দাঁতে দাঁতে কামড়াইতে যন্ত্রণা হয় না। শীতল জলে, শীতল বাতাসে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়।

অক্ষিপুটপ্রদাহ (Blepharitis)—শিশুদিগের চক্ষুর প্রদাহের বিশেষতঃ অক্ষিপুটের শক্ত অঞ্জনির (hardened styes) ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া একটি অতি প্রচলিত ঔষধ। এই প্রকার cystic tumors চক্ষুর পাতার প্রায় কিনারাতে অর্থাৎ বাহির এবং ভিতরের মাঝামাঝি স্থলে হয়—Dr Herring's card expresses it this "styes, nodosities, chalazae, on eyelids, one after another, sometimes ulcerating। ডাক্তার হেরিং বলেন—যাহাদের চক্ষুপাতায় অঞ্জনি, অস্থিগুল্ম ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ হয়—কিংবা অঞ্জনি পুনঃ পুনঃ হইয়া অবশেষে শক্ত আকার ধারণ করে

তাহাদিগের ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া অতি উত্তম কার্য্য করে এবং অব্যর্থ ঔষধ। আমরা এই প্রকার পুরাতন অক্ষিপুট প্রদাহের (chronic Blepharitis) মেটিরিয়া মেডিকায় অধিক ঔষধ দেখিতে পাই না—একমাত্র গ্র্যাফাইটিস ইহার অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য বলিয়া বোধ হয়—ইহা ব্যতীত বোরাক্সেও কিছু কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। শিশুদিগের চক্ষুর এবং দাঁতের উল্লিখিত রোগ ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া প্রয়োগে খুব সুন্দর আরোগ্য হয়—কিন্তু রোগীর মানসিক এবং শারীরিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যে কেবল স্থানীয় দাঁতের কিংবা চক্ষুর রোগ আরোগ্য হয় তাহা নয়, শিশুর সমুদায় শরীরস্থ রোগই নিরাময় হইয়া যায় এবং স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আইসে। অক্ষিপুটের গুল্মের (tarsal tumors) ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, গ্র্যাফাইটিস ব্যতীত ব্যারাইটা কার্ব্বও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

চক্ষুপ্রদাহ (**Ophthalmia**)—arthritic ophthalmiaতেও (বাতজনিত চক্ষুপ্রদাহে) ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া প্রয়োগ হয়। চক্ষু জ্বালা করে এবং এবং অত্যন্ত শুষ্ক শুষ্ক বোধ হয়, কিন্তু শুষ্কতা অনুভব করা সত্বেও চক্ষু হইতে প্রচুর জল নিঃসৃত হয় এবং কর কর যন্ত্রণা করে। সময় সময় যন্ত্রণা চক্ষু হইতে দাঁতে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

ক্ষত—নিম্নোদরে কোন প্রকার শস্ত্রোপচারের পর শূল বেদনা দেখা দিলে—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া তাহাতে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কোন প্রকার incised wound অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাই হউক কিংবা অন্য কারণ বশতঃই হউক এবং ক্ষত অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হইলে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ক্যালেণ্ডুলা যেমন lacerated ক্ষতের, আর্নিকা হেমামেলিস্, লেডাম, সালফিউরিক এসিড যেমন আঘাতের (bruises), রাসটক্স, ক্যালকেরিয়া যেমন মচকে যাওয়ায় (sprain), calc-phos, or symphytum যেমন অস্থি ভঙ্গের, তেমনি ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া cleam cut ক্ষতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঘর্ষন লাগিয়া কিংবা টান লাগিয়া ক্ষত হইলেও এবং প্রসবের পর চাড় লাগিয়া যোনি এবং মলদ্বার সংলগ্ন স্থান ফাটিয়া গেলেও এই ঔষধে তাহা জোড়া লাগিয়া যায়। এই ঔষধের অমিশ্র আরক এক ভাগ দশ ভাগ

জলে মিশাইয়া লাগাইলে ক্ষত সারিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ৩০ ক্রম সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

"**পাকস্থলীর শিথিলতা** (Relaxation of bowel) পাকস্থলী এবং নিম্নোদর ঝুলিয়া পরে এবং অত্যন্ত শিথিল বোধ হয়। এত অধিক শিথিল হয় যে, ধারণ করিবার কোন ক্ষমতাই থাকে না। মনে হয় যেন ঝুলিয়া পড়িয়া যাইবে, হাত দিয়া ধরিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। এইপ্রকার লক্ষণ অনেকটা ইপিকাক, ট্যাবেকাম এবং এব্রোটামে ও দেখিতে পাওয়া যায়।

উদরাময়—শিশুদিগের উদরাময়ে ট্যাকিসাইগ্রিয়ার প্রয়োগ কখন কখন দেখা যায়—কিন্তু উদরাময়ের সহিত মুখক্ষত (stomacace) বর্ত্তমান থাকে। জিহ্বা এবং দাঁতের মাড়ি সাদা এবং শিথিল (spongy) হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে পাকস্থলীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং মলত্যাগকালীন অত্যন্ত কোঁথানি থাকে (tenesmus) ও উষ্ণ দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়। কিন্তু বিশেষত্ব হইতেছে সামান্য আহার কিংবা জলস্পর্শেই উদরাময় বৃদ্ধি হয়। শিশুদিগের পুরাতন উদরাময় এবং আমাশয়ে ইহা অধিক ব্যবহার হয়। ইহার সহিত গাত্রে কিংবা মস্তকে কিংবা কর্ণের পার্শ্বে রসযুক্ত eczema প্রায়ই থাকে। উদরাময়ের গন্ধ পচা ডিম্বের ন্যায় (chamo)।

জরায়ুভ্রংশ (Prolupsus of uterus) জরাভ্রংশ লক্ষণও ট্যাকিসাগ্রিয়ায় দেখা যায়—কিন্তু জরায়ুভ্রংশের সহিত পাকস্থলীর শিথিলতা প্রায়ই বর্ত্তবান থাকে। নিম্নোদরের পেশীসমূহ এত অধিক দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়, মনে হয় যেন নিম্নোদর ঝুলিয়া পড়িয়া যাইবে। এতদ অবস্থার কারণ যদি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়—কাহারো প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কিংবা সদা সর্ব্বদা কামপ্রবৃত্তির বিষয় চিন্তা করায় নিম্নোদরের এবম্প্রকার শিথিলতা উপস্থিত হইয়াছে। জরায়ু-ভ্রংশের সহিত শ্বেতপ্রদরও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। প্রদর প্রায় পীতবর্ণ এবং ক্ষতকারক (excoriating)।

মুত্রনালীপ্রদাহ (Urethritis) **এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**—ট্যাফিসাগ্রিয়ায় একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা

হইতেছে প্রস্রাব ব্যতীরেক মুত্রপথে জ্বালা হয় (burning in urethra when not urinating), কিন্তু প্রস্রাবকালীন জ্বালা হয় না (while urinating the burning ceased)। আমরা প্রস্রাবের পূর্ব্বে, পরে এবং প্রস্রাবকালীন জ্বালা যন্ত্রণা হয় এই প্রকার বহু ঔষধ মেটিরিয়া মেডিকায় দেখিতে পাই কিন্তু "প্রস্রাবের সময় ব্যতীত সকল সময় জ্বালা আর প্রস্রাবকালীন জ্বালা যন্ত্রণা রহিত" কোন ঔষধেই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। (Staphisagria is the only one having this burning all the time between the acts of urinating—Nash)। এই প্রকার লক্ষণের সহিত প্রায়ই prostatic glands এর রোগ বর্ত্তমান থাকে। অল্প বয়স্ক বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে—প্রস্রাবের জন্যে বেগ দিতে হয় (urging to urinate)। প্রস্রাব শীঘ্র নির্গত হয় না, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। ইহা সহবাস ক্রিয়া এবং প্রসব যন্ত্রণার পর প্রায়ই প্রকাশ হয়। ইহাব্যতীত স্ত্রীজননেন্দ্রিয় বিশেষভাবে জোনি কপাট (vulva) এত অধিক স্পর্শাধিক্য যে সামান্য কাপড়ের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না—(প্ল্যাটিনা)।

মুখশায়ীগ্রন্থির প্রদাহ (Prostatitis) এবং কটিশূল (backache)—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া বৃদ্ধ লোকদিগের মুখশায়ী গ্রন্থির (prostatic glands) রোগেরও একটি উত্তম ঔষধ। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয় এবং তৎপর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হয়। আর একটি লক্ষণ, স্ত্রীলোক এবং পুরুষলোক উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ের রোগ বিষয়ে প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে "কটিদেশে যন্ত্রণা" (backache)। ইহার বিশেষত্ব যে যন্ত্রণা রাত্রিতে শয্যায় ও প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধি হয়। এই স্থলে ইহাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই প্রকার কটিদেশের যন্ত্রণার সহিত জননেন্দ্রিয়ের কোন না কোন প্রকার রোগ থাকা আবশ্যক, তাহা হইলেই ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক বমন (Sea sickness)—সামুদ্রিক বমনে অর্থাৎ শিরোঘূর্ণনের সহিত বমনে (nausea from vertigo as in sea-sickness) ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। ডাক্তার টেষ্টি একবার এই ঔষধের ৬ষ্ঠ

ক্রমের এক মাত্রা করিয়া ২০ জন লোককে সমুদ্র যাত্রার পূর্ব্বে প্রয়োগ করেন, তৎপর তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে জানিতে পারেন তন্মধ্যে ৫ জনের কোনই উপকার হইয়াছিল না, ৭ জনের বমনের কিছুমাত্র উদ্বেগ হয় নাই, সম্পূর্ণ ভাল ছিল এবং আর বাকী ৮ জনের অনেকটা উপকার হইয়াছিল। তিনি বলেন এই ঔষধ শিরোঘূর্ণন আরম্ভ হওয়া মাত্রই বমনের পূর্ব্বেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য (of twenty persons whom he supplied with a single dose of the sixth dilution when starting on a voyage and from whom he received a report of the result, five only derived no benefit. In seven the trouble was absolutely avoided, and the remaining eight expressed themselves as greatly relieved The medicine must be taken, he says, before vomiting has set in, at the moment when the dizziness and nausea commence—Teste).

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্ন এবং উচ্চক্রম উভয়ই প্রয়োগ হয় কিন্তু উচ্চক্রমের ব্যবহার অধিক হয়। আমি ২০০ শক্তি অধিক পছন্দ করি।

প্রতিবন্ধক (**Inimical**)—র‍্যানান কিউলাস ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার পূর্ব্বে কিংবা পরে ব্যবহার হয় না।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কষ্টিকাম, কলোসিন্থ, ইহারা ষ্টাফিসেগ্রিয়ার পর পর ব্যবহার হয় এবং উত্তম কার্য্য করে এবং ইহাদিগকে ষ্টেফিসেগ্রিয়ার পরিপূরক ঔষধও বলা যাইতে পারে।

রোগের বৃদ্ধি—ক্রোধে, অপমানে, শোকে, বীর্য্য পাতে, তামাকের ধুঁয়ায়, হস্তমৈথুনে, অত্যধিক স্ত্রীসহবাসে, আক্রান্ত স্থানের সামান্য স্পর্শে, সামান্য খাদ্যদ্রব্য আহারে অথবা তরলদ্রব্য পানে।

রোগের উপশম—উত্তাপে, রাত্রিতে বিশ্রামে।

এসেটিক এসিড (Acetic Acid)

মানসিক লক্ষণ—মনের অবস্থার কিছুই ঠিক থাকে না, নিজের শিশুদিগকে চিনিতে পারে না, এই মাত্র কি ঘটনা ঘটিল তাহা ভুলিয়া যায়, বিপদের কল্পনা করিয়া চিন্তিত হয়, খিটখিটে। এসেটিক এসিড—ফ্যাকাসে রক্তশূন্য পীড়িত লোকদিগের প্রতি যাহারা বহুদিন যাবৎ দুর্ব্বলতায় কিংবা বংশানুদোষগত থাইসিসে ভুগিতেছে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। শীর্ণতা, দুর্ব্বলতা, রক্তশূন্যতা, ক্ষুধামান্দ্য, অদম্য জল পিপাসা এবং প্রচুর প্রস্রাব এই সমুদায়ই হইতেছে এসিটিক এসিডের বিশেষ পরিচয় (Emaciation, weakness, anæmia, loss of appetite, burning thirst and copious pale urine, are a combination calling for Acetic acid.)

শোথ—এসেটিক এসিডে ভীষণ রক্তশূন্যতা সহ শোথ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এসেটিক এসিডের শোথের সহিত ভীষণ জলতৃষ্ণা থাকে এবং প্রচুর জলপান করে (এপিসে পিপাসা থাকে না। আর্সেনিক পরিমানে অল্প অথচ পুনঃ পুনঃ জল পান করে)। পদদ্বয়ের স্ফীতির সহিত উদরাময় থাকে।

উদরাময়—প্রচুর হয় এবং দুর্গন্ধ। অত্যন্ত জলতৃষ্ণা; উদরাময়ে রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, উদরী, থাইসিস, নৈশঘর্ম্ম ইত্যাদি সহ উদরাময় ও জলতৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকে।

রক্তস্রাব—শ্লেষ্মাস্রাবী স্থান নাসিকা, গলদেশ, ফুসফুস, পাকস্থলী, জরায়ু ইত্যাদি স্থান সমুহ হইতে রক্তস্রাব হয়।

বমন—অম্ল উদ্গার এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমন, মুখে জল উঠে এবং দিবা রাত্রি প্রচুর লালাস্রাব হয় (ল্যাকটিক এসিড। লালাস্রাব রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়—মার্কসল)।

আঘাত—চোট আঘাত, শস্ত্রক্রিয়া এবং ক্লোরফরম ইত্যাদি পর অত্যন্ত অবসন্নতা।

শয়ন—চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারে না (চিৎ হইয়া শয়নে আরাম—আর্স), নিম্নোদর যেন চুপ্‌সিয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, পেটের উপর চাপদিয়া শয়নে রোগী উপশম বোধ করে।

পাকস্থলী—পাকস্থলী এবং বক্ষঃস্থলে ভীষণ জ্বলন বোধ করে, সঙ্গে সঙ্গে গাত্রত্বক শীতল এবং কপালে ঘর্ম্ম প্রকাগ পায়।

কটিবাত—কটিদেশে যন্ত্রণা হয় পেটে চাপ দিয়া শয়নে উপশম বোধ করে।

হেকটিক জ্বর—রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। বাম গণ্ডস্থলে লাল দাগ প্রকাশ পায়। জ্বরে জল পিপাসা থাকে না।

বহুমূত্র—শর্করাযুক্ত কিংবা ব্যতীত বহুমূত্র রোগেও এসেটিক এসিড নির্ব্বাচিত হয় যখন এতদসহ অত্যন্ত জল পিপাসা, দুর্ব্বলতা, ফ্যাকাসে এবং শীর্ণতা বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—এসেটিক এসিড একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। ৩০ এবং ২০০ অধিক ব্যবহার হয়। ঘুংড়ি কাশি ছাড়া আর কোন রোগে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না।

এসেটিক এসিড—ইহা anæsthetic (স্পর্শ লোপ কারক) বাষ্পের কার্য্যের বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে। ওপিয়ম, ষ্ট্রেমোনিয়াম, কয়লা ইত্যাদির বাষ্প কিংবা গ্যাসেরও অপকারিতা নষ্ট করে।

ক্লোরফরমের (chloroform) অপকারিতা নষ্ট করিবার ভিনিগারই হইতেছে একটি পুরাতন ঔষধ (Venegar is an old remedy for bad effects from chloroform)

এব্রোটেনাম (Abrotanum)

এই ঔষধটি শীর্ণতা রোগে বিশেষতঃ কেবল নিম্নাঙ্গের শীর্ণতায় অধিক ব্যবহার হয়। এতদ্ব্যতীত উদরাময় বন্ধ হইয়া বাতরোগে নির্ব্বাচিত হয়। যদিও ইহা একটি অধিক প্রচলিত ঔষধ নয় কিন্তু ইহার কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে তাহা সকল সময় স্মরন রাখা কর্ত্তব্য।

বাত—উদরাময় অথবা উক্ত প্রকার কোন নিঃসরণ হঠাৎ স্থগিত হইয়া বাত দেখা দিলে—এব্রোটেনামকে চিন্তা করিবে। বাতের সহিত হৃদপিণ্ডের যন্ত্রণা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্ত প্রস্রাব, ইত্যাদি উপসর্গ সমুদায় থাকিলে কিংবা অর্শরোগ দেখা দিলে এবং উদরাময় হঠাৎ বন্ধ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে জানিতে পারিলে এব্রোটেনামকে প্রাধান্য দিবে। আমরা যেমন লেডাম, অরাম, ক্যালমিয়া ইত্যাদি ঔষধে দেখিতে পাই হঠাৎ বাত অবরুদ্ধ হইয়া হৃদপিণ্ডের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেই প্রকার এব্রোটেনামে উদরাময় হঠাৎ বন্ধ হইয়া বাত প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত এব্রোটেনামে স্থান বিকল্প (metastasis) অর্থাৎ রোগ স্থানান্তরিত হওয়া লক্ষণও অত্যন্ত প্রবল রহিয়াছে, বাত অবরুদ্ধজনিত হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হইলেও এব্রোটেনামকে চিন্তা করিবে। ইহাও লিডাম ইত্যাদির ন্যায় এতদ্বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সচরাচর দেখা যায় কর্ণমূলপ্রদাহ স্থানান্তরিত হইয়া অণ্ডকোষ কিংবা স্তন আক্রান্ত হইলে পালসেটিলা কার্ব্বভেজ ইত্যাদিতে উপকার হয় কিন্তু অনেক স্থলে ইহাদিগেতে উপকার না হইয়া এব্রোটেনামে আরোগ্য হইয়াছে। এব্রোটেনমের বাতে আক্রান্ত স্থান স্ফীত হওয়ার পূর্ব্বেই ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

গেঁটে বাতে—সন্ধি স্থল আড়ষ্ট, স্ফীত হয়। হস্তের মনিবন্ধ এবং পায়ের গোড়ালি সন্ধি স্থল যন্ত্রণাযুক্ত এবং প্রদাহিত হয়।

শীর্ণতা—শিশুদিগের শীর্ণতা রোগের ইহা একটি প্রচলিত ঔষধ। কিন্তু ইহার শীর্ণতার বিশেষত্ব যে প্রথমতঃ নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা আরম্ভ হইয়া

ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে থাকে—(emaciation begins in the lower limbs and gradually spreads upwards), মুখমণ্ডল সর্ব্বশেষে শুষ্ক হয় (লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম মিউর, এবং সোরিনামের বিপরীত)। এব্রোটেনামের পদদ্বয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শুষ্ক হয়, (আইওডিন, স্যানিকিউলা,) চর্ম্ম শুষ্ক শিথিল হইয়া থাকে থাকে ঝুলিয়া পড়ে, (গ্রীবাদেশের নেট্রাম)। শিশু শুষ্ক হইতে থাকে অথচ আহারের কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখা যায় না এবং ক্ষুধাও প্রবল থাকে।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—এব্রোটেনম রোগী কোষ্ঠ কাঠিন্য অপেক্ষা উদরাময় অবস্থায় ভাল থাকে (নেট্রাম সালফ, জিঙ্কাম)। কোষ্ঠ কাঠিন্যের সহিত বাতের যন্ত্রণা উপস্থিত হয় কিন্তু উদরাময় দেখা দিলে বাত উপশম হইতে থাকে আবার উদরাময় বন্ধ হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাত প্রকাশ হইতে থাকে।

মানসিক লক্ষণ—এব্রোটেনাম রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে, রাগী অল্পতেই বিরক্ত হয় এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও বিষাদগ্রস্থ।

প্রায়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা উচ্চ ক্রম ৩০, ২০০ সচরাচর ব্যবহার হয়। নিম্নোক্রমের প্রয়োগ কদাচিত দেখা যায়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্রাইওনিয়া, আইওডিন, নেট্রাম মিউর।

রোগের বৃদ্ধি—উদরাময় এবং স্রাব অবরুদ্ধ হেতু, ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে, উদরাময়ে।

রোগীর বিবরণ

একজন স্ত্রীলোক মুমূর্ষ অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে এবং হৃদপিণ্ডে যন্ত্রণা হইতেছে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব চারি পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে, সকলেই মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম বহুদিন পায়ের হাঁটুর বাতে কষ্ট পাইতেছিল লাঠির উপর ভর দিয়া এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইত, কিন্তু আজ কিছুদিন হইল একটি মালিস ব্যবহার করিয়া খুব শীঘ্রই তাহাতে আরোগ্য হইয়া উঠে, কিন্তু বেশীদিন যাইতে না যাইতেই বাতের উপশমের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হৃদপিণ্ডে যন্ত্রণা হইয়া এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এতদ লক্ষণে এব্রোটেনাম দেওয়ায় রোগী মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়া উঠে।

ডাঃ কেণ্ট।

মিজিরিয়াম (Mezereum)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ। ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে কচি গাছের ছাল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। মিজিরিয়ামের প্রধান কার্য্যই হইতেছে চর্ম্ম, অস্থি রোগে ও স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়, বিশেষতঃ দাঁত এবং মুখমণ্ডলে। উপদংশ, পারদ এবং চর্ম্মরোগ আবদ্ধ হেতু রোগে মিজিরিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। **দুগ্ধ পীড়কায় (custa lactea)**—মস্তকের কোন স্থান বাকী থাকে না—সর্ব্বত্র চর্ম্ম সদৃশ পুরু মামড়িতে ভরিয়া উঠে, মামাড়ির নিম্নে ঘন সাদা অথবা ঈষৎ পীত বর্ণ পুঁজের সমাবেশ

হয়, চুল সাটিয়া যায় এবং স্থানের স্থানের চুল উঠিয়াও যায়। হাত দিয়া টিপিলে চপ্ চপ্ করে। পুঁজ সময় সময় ক্ষতকারক এবং দুর্গন্ধ হয় এবং মাকড়সা ডিম পারে (The head is covered with thick leather like crust, under which thick and white pus collects, hair is glued and matted together, pus becomes affensive and breeds vermin).

২। অক্ষিপুট স্নায়ুশূল—চক্ষু অস্ত্র করার পর কিংবা চক্ষুগোলক কোটর হইতে অপসারিত করার পর কিংবা পারদ কিংবা উপদংশ-জনিত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্ব অপেক্ষা বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়।

৩। অস্থি বেদনা এবং বাত—যন্ত্রণা রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে, সামান্য স্পর্শে, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। লম্বা অস্থি সমূহ অধিক আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত অস্থি ফোলে এবং প্রদাহ হয়। পারদের অপব্যবহারজনিত কিংবা উপদংশ রোগ বশতঃ হইলে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। (Bone pain especially long bones, inflamed swollen, nightly pains going from above downwards, after abuse of Merc, after Venereal diseases.)

৪। ইকজিমা—ভীষণ চুলকায়। শয্যার উত্তাপে এবং রাত্রিতে চুলকানি বৃদ্ধি হয়। প্রচুর রসস্রাব হয়। খড়ি মাটির মত সাদা চর্ম্মের মামড়ি পড়ে, এবং ফাটিয়া ফাটিয়া রসস্রাব হইতে থাকে। টিকা দেওয়ার পর ইকজিমা এবং পীড়কা (eruptions) প্রকাশ পাইলে এবং তদসহ অত্যন্ত চুলকানি থাকিলে মিজিরিয়াম প্রায় নির্ব্বাচিত হয়।

৫। শিশু সকল সময় মুখমণ্ডল চুলকাইতে থাকে, চুলকাইতে চুলকাইতে; মুখমণ্ডল রক্তে ভরিয়া উঠে। রাত্রিতে আরও

চুলকায়। পীড়কা সমূহ রসযুক্ত। মুখমণ্ডলে লাল পীড়কা প্রকাশ পায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী উদাসীন, অবসাদ বায়ুগ্রস্থ (Hypochondrical)। কোন বিষয়ে মনোযোগ নাই বিশেষ কোন কারণ ব্যতীতও সামান্য বিষয়েই রাগান্বিত হইয়া উঠে আবার পরক্ষণেই কৃতকর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে।

২। দন্তশূল—পোকা খাওয়া দাঁতে যন্ত্রণা হয় (ক্রিয়োজোট)। দাঁত লম্বা বলিয়া বোধ হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। মুখ হাঁ করিয়া বায়ু গ্রহণ করিলে যন্ত্রণা উপশম বোধ করে। দাঁতের মাড়ী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (মার্কিউরিয়াসের বিপরীত)।

অক্ষিপুট স্নায়ুশূল (ciliary neuralgia)—অক্ষিপুট স্নায়ুশূলের মিজিরিয়াম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহার প্রয়োগ পারদের অপব্যবহার হেতু অস্থি সংক্রান্ত হইলেই অধিক উপযুক্ত হয়। ইহা ব্যতীত চক্ষুর অস্ত্র ক্রিয়ার পর কিংবা চক্ষুকোটর হইতে অপসারিত করাব পর স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়ও অধিক নির্ব্বাচিত হয়। অক্ষিপুট স্নায়ুশূলে স্পাইজিলিয়াকেই সর্ব্বদা প্রাধান্য দেওয়া হয়, স্পাইজিলিয়াতে সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হ্রাস বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, মিজিরিয়ামে যন্ত্রণা নিম্ন দিকে ঠেলা মারে (Shoot downward)। থুজারও অক্ষিপুট স্নায়ুশূলে উল্লেখ দেখা যায়—কিন্তু থুজার যন্ত্রণার গতি মিজিরিয়ামের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ উর্দ্ধ দিকে (Shoots upward)। মিজিরিয়ামের সমুদয় লক্ষণ শয্যার উত্তাপে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু স্নায়ুশূল যন্ত্রণা ঠাণ্ডাতে, শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়, উত্তাপে বরং উপশম বোধ করে। মিজিরিয়ামকে চক্ষু এবং মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে উপযুক্ত ঔষধ বলা হয়, এবং ইহাতে বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়।

ইকজিমা (Eczema)—স্ক্রুফিউলাস এবং পারদের দোষযুক্ত রোগীতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইকজিমায় শক্ত পুরু খড়িমাটির মত সাদা

মামড়ি পড়ে, চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায়, এবং প্রচুর পূঁজ নির্গত হয়। রাত্রিতে রোগী যখন শয্যায় অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় তখন অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে এতদ্ব্যতীত মিজিরিয়ামের চর্ম্মরোগ রাত্রিতেই অধিক চুলকায় এবং ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় আক্রান্ত স্থানের চারি পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুরি প্রকাশ পায়। টিকা দেওয়ার পর একজিমা এবং চুলকানি হইলে মিজিরিয়াম প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

দুগ্ধপীড়কা, মামড়ি (crusta lactea)— (দুগ্ধপীড়কা শিশুদিগের মস্তকোপরি একপ্রকার চর্ম্মরোগ। সাদা সাদা পুরু মামড়ি পড়ে এবং তাহার ভিতরে পীত আভাযুক্ত পূঁজের সমাবেশ হয়)। দুগ্ধপীড়কায় মিজিরিয়ামকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। মস্তক চামড়ার ন্যায় পুরু মামড়িতে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং মামড়িগুলির নিম্নে ঘন পূঁজ সমাবেশ হয়। চুল সাঁটিয়া যায় পূঁজ ক্ষতকারক এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়। (The hair mats together. Head covered with thick leather like crusts, under which thick white pus collects here and there and glues the hair together.

ইহা ব্যতীত মিজিরিয়ামে আর একপ্রকার চর্ম্মরোগ দেখা যায়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তর ফুস্কুরি প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়, রস নির্গত হইয়া শীঘ্রই পুরু মামড়িতে পরিণত হইয়া উঁচু হইয়া ওঠে, নিম্ন হইতে ক্ষতকারক পূঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে। মিজিরিয়ামে গুম্ফ প্রদেশেও অত্যন্ত চুলকায় এবং মৎস্যের আঁসের ন্যায় মামড়ি উঠে। মস্তকে সাদা খড়ি মাটির ন্যায় সাদা অথবা ঈষৎ পীত বর্ণ পূঁজের সমাবেশ হয়, হস্ত দিয়া টিপিলে চপ্ চপ্ করে, আক্রান্ত স্থানের চুল উঠিয়া যায় এবং ভীষণ চুলকায়, চুলকানি শয্যার উত্তাপে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

ভিনকা মাইনর—ইহারও চর্ম্মরোগ মস্তকের খুলিতে, মুখমণ্ডলে এবং কর্ণের পশ্চাতে অধিক হয়। পুরু মামড়ি পড়ে এবং মামড়ির নিম্নে পূঁজের সমাবেশ হয়, আক্রান্ত স্থানের চুল পড়িয়া গিয়া কটাবর্ণ চুলের উৎপত্তি

হয়। ভিনকা নাইনরের চর্ম্মরোগও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং চুল মস্তকে সাটিয়া যায়।

ভাইওলা ট্রাইকোলা—ইহাও দুগ্ধ পীড়কার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহাতে রসোৎপাদন অত্যন্ত প্রচুর হয়। ভিনকা এবং মিজিরিয়ামের ন্যায় ইহাতেও চুল মস্তকে সাটিয়া যায়। ভাইওলা এবং ভিনকায় দুগ্ধপীড়কায় অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ভাইওলার মূত্র অত্যন্ত তীব্রগন্ধযুক্ত।

আরকটিয়াম লাপ্পা—ইহার দুগ্ধপীড়কার সহিত আক্রান্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে। পীড়কার (eruption) স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত এবং ঈষৎ কটাবর্ণ, সাদা মামড়ি পড়ে। কণ্ঠের গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া পাকিয়াও ওঠে।

নাক্স জাগলেন্স—দুগ্ধপীড়কায় ইহারও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণের পশ্চাতে এবং কর্ণে অনেকটা গ্র্যাফাইটিসের ন্যায় চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, ভীষণ চুলকায় এবং মস্তকের খুলির চর্ম্ম লালবর্ণ হয়।

ষ্টাফিসাইগ্রিয়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশের দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত পীড়কায় ইহার উত্তম কার্য্য দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানের চুল পড়িয়া যায়। ইহা বিশেষতঃ খিট্ খিটে রুগ্ন, রক্তশূন্য এবং চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ক্ষত (Ulcer)—সিপিয়ার সহিত ক্ষতে মিজিরিয়ামের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাতেও সিপিয়ার ন্যায় সন্ধিস্থলের ভাঁজে ভাঁজে বিশেষতঃ হস্তের অঙ্গুলির সন্ধিস্থলে, হাটুতে এবং কনুইএ ক্ষত প্রকাশ পায়।

চুলকানি (Itching)—চুলকানির মিজিরিয়াম একটি অতি মহৎ ঔষধ। পীড়কা (eruptions) বিশেষ কিছুই নাই অথচ ভীষণ চুলকাইতে চুলকাইতে অস্থির হইয়া পড়ে রক্ত বাহির করিয়া ফেলে এবং তৎপর জ্বালা উপস্থিত হয়, স্থান শীতল হইলে উপশম হয়। উষ্ণ স্থানে গেলে, কিংবা শয্যায় উত্তাপে উষ্ণ হইলে—আবার চুলকানি আরম্ভ হয়। ইকজিমা অবরুদ্ধ কিংবা উপদংশ দোষ থাকিলে মিজিরিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়! এতদ্ব্যতীত শরীরের যে সমুদায় স্থানে রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া স্বল্প—যেমন কর্ণ, হস্তের

মণিবন্ধ, হস্তের পশ্চাদ্দেশ ইত্যাদি স্থান চুলকানি হইতে ঘন সাদা পুঁজযুক্ত ক্ষতে পরিণত হয়।

কর্ণরোগ—পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু কর্ণের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি পুরু হইয়া যাওয়ায় বধিরতা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাত এবং অস্থি বেদনা—প্রাদাহিক বাতে মিজিরিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায়—যখন যন্ত্রণা রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে, স্পর্শে বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণা লম্বা লম্বা অস্থিতে যেমন টিবিয়া ইত্যাদিতে অধিক হয়—এবং যন্ত্রণা উর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করে। পারদ কিংবা উপদংশ রোগ হেতু হইলে মিজিরিয়াম উত্তম কার্য্য করে। অস্থি বেদনা ব্যতীত অস্থি ক্ষতে অস্থি পচনে, অস্থি নালীতেও মিজিরিয়াম নির্ব্বাচিত হয়। রাত্রিকালীন অস্থি বেদনায় বিশেষতঃ লম্বা লম্বা অস্থির মিজিরিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দন্তশূল—পোকা খাওয়া দাঁতে যন্ত্রণা হয় (ক্রিয়োজোট) দাঁত লম্বা বলিয়া মনে হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। মুখ হাঁ করিয়া বায়ু ভিতরে লইলে উপশম বোধ করে। দন্তের গোড়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় (মার্কিউরিয়াসের বিপরীত)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। পুনঃ পুনঃ ঔষধ দেওয়া উচিৎ নয়, একমাত্রা দিয়া যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করিয়া তৎপর দ্বিতীয় মাত্রা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কষ্টিকাম, গুয়েকাম, ফাইটোলেকা, রাসটক্স।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, শয্যায় উত্তাপে, শীতল বায়ুতে, শীতল জলে প্রক্ষালনে, স্পর্শে, পারদের অপব্যবহারে।

রোগের উপশম—মুক্ত খোলা বাতাসে।

সিনা (Cina)

ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া লেখা অনাবশ্যক। ইহা একটি বৃহৎ কৃমি-নাশক মহৌষধ এবং প্রত্যেক গৃহস্থই, যাহাদের দুই একটি শিশুসন্তান আছে তাহারা ইহার ভৈষজ্যগুণ অল্পবিস্তর অবগত আছেন। এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ ইহার উপক্ষার স্যাণ্টোনাইন লইয়াই ব্যস্ত। সিনাই যে শিশুদিগের একমাত্র ক্রিমিনাশক ঔষধ তাহা বলিতেছি না কিন্তু ইহার প্রচলন অত্যন্ত অধিক্।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

২। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চক্ষুর নিম্ন কালিমাযুক্ত, চক্ষুতারা বিস্তারিত, নিদ্রিত অবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, নাসিকাগ্র চুলকানি। এক গণ্ডস্থল লাল, অপর গণ্ডস্থল ফ্যাকাসে।

২। অত্যন্ত খিট্‌খিটে, সকল বিষয়েই বিরক্তিভাব, কোলে কোলে থাকিতে চায় কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই (কোলে করিয়া বেড়াইলে স্থির থাকে—ক্যামো)। কেহ তাহার প্রতি তাকাইলে তাহাকে স্পর্শ করিলে বিরক্ত হয়।

৩; কুকুরে ক্ষুধা (canine hunger) সকল সময় খাই খাই করে। মিষ্টি খাইতে আকাঙ্ক্ষা, দুগ্ধ খাইতে চায় না।

৪। প্রস্রাব ঘোলা সাদা। মেঝের উপর প্রস্রাব করিলে, চুণের জলের ন্যায় সাদা দাগ হইয়া যায়।

৫। শয্যায় রাত্রিতে অসারে প্রস্রাব করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। কাশি শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত এবং কৃমিজনিত, সঞ্চালনে কাশি বৃদ্ধি হয়।

কৃমির উপদ্রবে শরীরে নানা প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং কৃমির উপদ্রব হেতু রোগ অনেক সময় অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে ও কিছুতেই আরোগ্যের পথে শীঘ্র আসে না। টাইফয়েড জ্বরেও ইহা লক্ষ্য করা হইয়াছে। ডাক্তার ন্যাস তাহার Leaders in Typhoid fever গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি রোগীর বর্ণনা দিয়াছেন এবং সিনার দ্বারা কিরূপ ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—

"I once had five cases of typhoid fever in one family, all in bed at the same time. Two took with most violent form of the cerebral vomiting and the three were of the abdominal type. The youngest, a little girl of about seven years of age, was very sick, having the stupor unconsciousness, tympany diarrhoea, dry dark tongue and such other symptoms as generally characterize or make up the diagnosis of the abdominal typhus. The ordinary remedies did not seem to do any good. The only thing that the child seemed to notice was a spoon put to her mouth with water which she would eagerly open her mouth for as often as it touched her lips. There were two other symptoms that were prominent.

Intense circumscribed redness of the check and frequent and violent rubbing of the nose.

I hesitated to give Cina because this was an undoubted case of typhoid and no text book ever said give Cina. But I finally gave in and in the next twenty four hours my patient became conscious and general and rapid improvement set in and continued to perfect recovery—

Once evening my telephone rang and a brother physician in a town sixteen miles away rehearsed a similiar case asking for advice. I answered "Cina". Why, damn it, this is typhoid fever it isn't worms ! said the doctor.

I answered again, "Cina, I don't care what it is." Two weeks latter he came into my office.

"How is that case of worms ?" said I.

"Well" said he, "that patient improved from tho hour she got the Cina. I guess the next time I will know enough to prescribe according to the symptoms and not for the name of the disease, as you have always taught me."

ডাক্তার ন্যাসের মত একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকও সিনা প্রয়োগ করিবেন কি না চিন্তিত হইয়াছিলেন এবং অনেক ইতঃস্ততের পর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই ,টাইফয়েড জ্বরে সিনার কথা শুনিলে অনেকে বিদ্রূপ করিবেন কিন্তু যখন লক্ষণ লইয়া আমাদিগের চিকিৎসা তখন লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া নিঃসন্দেহে সেইরূপ লক্ষণানুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন করা উচিৎ। অনেক সময় আমরাও জানিয়া শুনিয়াও এইরূপ বিপদে পড়িয়া থাকি। সিনার ব্যবহার শিশুদিগের মধ্যেই অধিক এবং এক কথায় ইহাকে শিশুদিগের ঔষধ বলিলেই হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে সিনা Round worms বহিষ্করণের একটি মহৌষধ। যে কোন রোগই হউক না কেন, কৃমিজনিত মনে হইলে প্রথমতঃ সিনাকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য এবং সিনা ২০০ শক্তিই সর্ব্বদা ব্যবহার হয় ও ফলও তাহাতে ভাল পাওয়া যায়।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—সিনা রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসেবর্ণ, চক্ষুর ধার কালিমাযুক্ত এবং চক্ষুর তারা বিস্তারিত। নিদ্রিত অবস্থায় শিশুর দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়। সদাসর্ব্বদা নাসিকাগ্র বালিসে কিংবা গাত্রে চুলকায়। অত্যন্ত খিটখিটে, জিনিষের বাহানা ধরে কিন্তু জিনিষ দিলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। সকল সময় কোলে কোলে থাকিতে চায়,

তাহাতেও স্থির থাকে না (স্থির থাকে—ক্যামোমিলা) কেহ তাকাইলে কিংবা ছুঁইলে বিরক্ত হয়। সর্ব্বদা ঘ্যাঁন ঘ্যাঁন করে। ঘুমন্ত অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া চম্‌কাইয়া ওঠে নিদ্রা ভাল হয় না। একটি গাল ফ্যাকাসে ও আর একটি লালবর্ণ হয় (ক্যামোমিলা)। সময় সময় খাই খাই করে। স্তন মুখে দিতেই চায় না। ফ্যাকাসেবর্ণ মুখমণ্ডল, কালিমাযুক্ত চক্ষুর ধার। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও কুকুরে ক্ষুধা এই কয়েকটি কৃমির বর্ত্তমানতার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—সিনার ক্রিমির উপর direct কোন কার্য্য নাই—কি করিয়া ক্রিমি নাশ করে তাহাই বলিতেছি—

সিনা নিম্নোদরের যন্ত্র সকলকে সবল করে এবং (alimentary tract) অন্নবহা নালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) হইতে স্বাভাবিক স্রাব ক্ষরণ করায়। সুতরাং কৃমি সকল ঐ স্বাভাবিক স্রাবে জীবন ধারণের উপযুক্ত কোন প্রকার খাদ্য (pabulum) না পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও তৎপর মলের সহিত বহির্গত হইয়া পড়ে। সিনা ক্রিমিকে এই প্রকারে নাশ করে—এই হেতুই ইহাকে একটি মহৎ কৃমি নাশক ঔষধ বলা হইয়াছে। তবেই দেখা যাইতেছে সিনার কৃমির উপর direct কোন action নাই।

কৃমি—কৃমিসকলের মধ্যে সূত্র কৃমি (thread worms) (মলদ্বারে ইহার বাসস্থান) আভ্যন্তরিক ঔষধে আরোগ্য করা অসম্ভব এবং সিনা দ্বারা কিছুই হয় না—Dr Bahaer সেই হেতুই বলিতেছেন—"Internal remedies are inadequate, first reason that the worms are lodged in the rectum and does net easily come in contact with the poison. A few drachms of fresh garlic are cut fine, boiling water is poured over it and the infusion is used as an injection, as soon as it is sufficiently cooled. The worms which this injection reaches are certainly killed by it. ইহা ব্যতীত আবার কেহ কেহ শুধু hot saline water injection দিয়া থাকেন, এই উভয় ব্যবস্থাতেই কৃমি নাশ হয়। (কতকগুলি রসুন কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া উহার উপর ফুটন্ত জল ঢালিতে হয়, এই রসুন-কুচি মিশ্রিত জল অর্থাৎ

রসুনের কাথ ঠাণ্ডা হইলে পিচকারী দ্বারা তাহা মলদ্বারে নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত কুসুম কুসুম গরম লবণ জলের পিচকারী দিলেও উপকার হয়।) এইরূপ কৃমিতে টিউক্রিয়াম ১× উত্তম কার্য্য করে। কৃমি বহির্গত করিতে হইলে Kousso (কুশো) পাউডার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু Kousso ব্যবহার করিবার ২।১ দিন পূর্ব্ব হইতেই শ্বেতসারময় খাদ্য যেমন ময়দা ইত্যাদি (farinacious food) খাওয়া উচিত নয়। ২।৩ ড্রাম কুশো পাউডার রাত্রিতে এক গ্লাস শীতল জলে দিয়া রাখিবে—যেন কিছুই ভাসিয়া না থাকে। প্রাতঃকালে ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইয়া দুই অংশে বিভক্ত করিবে, এক অংশ তখনই খাইতে দিবে ও অবশিষ্টাংশ অর্দ্ধ ঘণ্টা পর দিবে। বমির উদ্বেগ হইতে পারে, যদ্যপি হয় তাহা হইলে নেবু চুষিতে দিতে পারা যায়। ঔষধ খাওয়ার ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই কৃমি বহির্গত হওয়া উচিত। কেহ কেহ ফিলিক্সমাস মূল অরিষ্ট ব্যবহার করেন কিন্তু কৃমি বহিষ্করণের কুশোই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্যাণ্টোনাইন—অনেকে সিনা অপেক্ষা স্যাণ্টোনাইন অধিক পছন্দ করেন, ইহার লক্ষণ সমুদায় অনেকটা সিনার ন্যায়। স্যাণ্টোনাইন সচরাচর ১x চূর্ণ ব্যবহার হয়। ইহা আমাবস্যা এবং পূর্ণিমার সময় প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। Dr. Baher বলেন—The period between full and new moon is generally looked upon as the best time for the administration of the drug. The method proposed commends itself from the cicrumstances that this time the worms are most frequently and spontaneously discharged. cathartics are entirely unnecessary.

ক্যাল্কেডিয়াম—কৃমিগুলি বিটপপ্রদেশ (perinaeum) দিয়া যোনীতে যাইয়া সুড় সুড়ি উৎপাদন করিয়া হস্তমৈথুনের ইচ্ছার উদ্রেক করায়। ইরূপস্থলে এই ঔষধটি ছোট বালিকাদিগের প্রতি ভাল কাজ করে।

তরকা—কৃমিজনিত তরকা হইলে ইণ্ডিগো একটি অতি উত্তম ঔষধ। যদি ইণ্ডিগোতে বিশেষ উপকার না পাওয়া যায় তাহা হইলে কোয়াসিয়া

(Quassia) ব্যবহার করা কর্তব্য। কিন্তু আমরা সর্ব্বপ্রথম সিনাই ব্যবহার করিয়া থাকি।

পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি সিনা ২০০ শক্তি উত্তম কার্য্য করে সেই প্রকার কৃমি যদি অত্যন্ত অধিক হয় সিনা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিৎ। অনেককে দেখিয়াছি সিনা এক ফোঁটা ২০০ ক্রম দিয়া এক সপ্তাহ পর আর এক ফোঁটা দেন—কিন্তু সিনার এইপ্রকার ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না—বরং পুনঃ পুনঃ দিলেই উত্তম কার্য্য পাওয়া। Dr. Bahaer বলেন—Frequent doses should be administered if the worms are numerous.

চক্ষু—চক্ষুর দুর্ব্বলতার সিনার ব্যবহার দেখা যায়। পড়িতে গেলেই চক্ষু টনটন করে এবং অক্ষরগুলি অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত দেখায়, অঙ্গুলি দিয়া ঘসিয়া দিলে তখনকার মত কিঞ্চিৎ উপশম হয়—কিন্তু চক্ষুর এইপ্রকার লক্ষণ আমরা আর্টি মিসিয়া ভালগারিজে দেখিতে পাই। ইউফ্রেসিয়াতেও এই প্রকার লক্ষণ আছে—কিন্তু তাহাতে পিঁচুটি জমিয়া হয়।

স্যাণ্টোনাইনে চক্ষু সম্বন্ধে একটী অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমুদায় দ্রব্যই পীত বর্ণ দেখায়। সিনাতেও সমুদায় দ্রব্য নানান প্রকার রং দেখে কিন্তু পীতবর্ণ অধিক দেখে এবং কৃমির উপদ্রব অধিক হইলে তীর্য্যক দৃষ্টি হয় (strabismus) অর্থাৎ টেরা দৃষ্টি হয়।

হুপিং কাশি—শিশুদিগের হুপিং কাশির সিনা একটি প্রচলিত ঔষধ এবং প্রায়ই ইহা ব্যবহার হয়। কাশি আক্ষেপযুক্ত এবং কৃমিজনিত। রোগীর মানসিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা প্রয়োগ করা উচিৎ। শিশু কাশিবার সময় শরীর শক্ত করে, প্রাতে এবং সন্ধ্যায় কাশি বৃদ্ধি হয় রাত্রিতে কিঞ্চিৎ ভাল থাকে। কাশি শুষ্ক। কাশির পর ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়।

অসারে মুত্রত্যাগ—শয্যায় অসারে মুত্রত্যাগের সিনা একটি বৃহৎ ঔষধ—প্রায় প্রথম রাত্রিতেই প্রস্রাব হয়। প্রস্রাব ঘোলা সাদা এবং তীব্র গন্ধযুক্ত, মেজেতে প্রস্রাব করিলে শুষ্ক হইলে চূণের মত সাদা দাগ পড়ে।

ফস্ফরিক এসিড এবং সিপিয়াতেও প্রথম রাত্রিতে শয্যায় অসারে প্রস্রাব হয়

কিন্তু এই বিষয়ে সিপিয়াই অধিক প্রচলিত ঔষধ। যদিও Benzoic acid এবং ক্রিয়োজোটেও এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিপাকক্রিয়া এবং উদরাময়—রোগী সকল সময় খাই খাই করে, এইমাত্র খাইয়া উঠিল আবার খাইতে চায়। সিনা রোগী প্রায় অধিকাংশ সময় পেটের উপর চাপ দিয়া শুইয়া থাকিতে ভাল বাসে। মুখে জল উঠে, পেট মাঝে মাঝে কামড়ায় বমির ভাব লাগিয়া থাকে কিংবা কেবল জল বমন হয়। সিনায় উদরাময় প্রচুর হয় না, মল প্রায়ই সাদা।

জ্বর

সময়—সময়ের নির্দ্দিষ্টতা কিছুই নাই, দিবস ১টা, অথবা অপরাহ্ন অথবা সন্ধ্যা প্রত্যহ একই সময়ে।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। সমুদায় শরীর শীতে কাঁপিতে থাকে, গণ্ডযুগল উষ্ণ এবং তৃষ্ণা শূন্য। রোগী খাই খাই করে।

দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে। মুখমণ্ডল এবং মস্তক অধিক উত্তপ্ত। মুখ বিবরের এবং নাসিকার চারি পার্শ্ব ফ্যাকাসে। গণ্ডযুগল লাল, রোগী নাসিকা এবং মলদ্বার চুলকাইতে থাকে নিদ্রায় চমকাইয়া উঠে। সকল সময় খাই খাই করে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা থাকে না। ঘর্ম্ম সামান্যই হয়, কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়।

জিহ্বা—সকল অবস্থাতেই পরিষ্কার।

সিনা সাধারণতঃ শিশুদিগের মধ্যেই অধিক প্রচলিত Dr. A. Mc Nell বলিতেছেন—Cina is frequently the epidemic remedy for children when adult require other drug. Is always to be thought of in patients between two and ten years of age। সিনা রোগী অত্যন্ত খিট খিটে। ক্যামোমিলার ন্যায় মানসিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সিনা প্রয়োগ করা উচিৎ। ক্যামোমিলা রোগীকে কোলে করিয়া লইয়া ভ্রমণ

করিলে ভাল থাকে কিন্তু সিনা রোগী তাহাতেও ভাল থাকে না—ইহা ব্যতীত ক্যামোমিলার মল প্রায়ই সবুজবর্ণ, সিনায় মল প্রায়ই সাদা বর্ণ। এণ্টিমক্রুডাম রোগীও অনেকটা সিনার ন্যায় খিটখিটে কিন্তু ইহার জিহ্বা এত অধিক পরিজ্ঞাপক লক্ষণ যে জিহ্বা দেখিলে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। এণ্টিমক্রুডাম রোগীর জিহ্বা—সাদা লেপাবৃত। (thickly coated white)। সিনার জিহ্বা পরিষ্কার। আমরা জ্বরে দাহ অবস্থায় সিনায় একটি লক্ষণ দেখিতে পাই এবং তাহা অন্য কোন ঔষধে তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না—মুখ ও নাসিকার চারিধার এবং মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে বর্ণ।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—১x, ৩ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। আমি ২০০ শক্তি অধিক পছন্দ করি—এবং সময় সময় প্রত্যহ এক একবার করিয়া প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেই। সিনায় আশানুরূপ কার্য্য না হইলে স্যাণ্টোনাইন ১x প্রয়োগ করা উচিৎ।

রোগের বৃদ্ধি—এক দৃষ্টে তাকাইলে, ক্রিমিতে, রাত্রিতে, গ্রীষ্মকালে, সূর্য্যের উত্তাপে।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—এণ্টিমক্রুড, এণ্টিম টার্ট, ব্রাইওনিয়া, ক্যামো, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

রোগীর বিবরণ

একটি ৩ মাসের শিশুর প্রায় ২ মাস যাবৎ পেটের ফাঁপযুক্ত শূল বেদনায় ভুগিতেছিল। শিশুটি অত্যন্ত খিটখিটে এবং ক্রন্দনশীল ছিল—এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া থাকিত না, কেবল কোলে বেড়াইলে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইত, দিবা রাত্রির মধ্যে তাহার নিদ্রা ছিল না। উদর ফাঁপিয়া থাকিত এবং

গড় গড় শব্দ হইত। ডাক্তার হিউজ কয়েক বিন্দু ক্লোরিক ইথার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল• হয় নাই এবং এতদ্ব্যতীত আরো নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতেও কোনপ্রকার উপকার দর্শে নাই—অবশেষে ডাক্তার সিগার তাহাকে সিনা ৩০ দিয়া উক্ত পেট ফাঁপা যুক্ত শূল বেদনা আরোগ্য কারন।

২। এক স্কুল বালকের দৃষ্টির দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল, পাঠাভ্যাস কালে সে হঠাৎ ঝাপ্‌সা দেখিত এবং অক্ষরগুলিও অস্পষ্ট দেখিত। শীঘ্র শীঘ্র পড়িতে যাইলে ইহা আরো বৃদ্ধি হইত। চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে আবার ভাল দেখিতে পাইত। এতদ লক্ষণে ডাক্তার ম্যক্লরেণ তাহাকে স্যান্টোনাইন ২x চূর্ণ দিবসে ৩ বার সেবন করাইয়া দুই সপ্তাহে আরোগ্য করেন।

এলিয়াম সেপা (Allium Cepa)

ইহাকে সেপাও (cepa) বলা হয়। ইহার বাঙ্গালা নাম পলাণ্ডু (onion)। ডাঃ হেরিং ইহা ঔষধে পরিণত করিয়াছেন। ইহার প্রধান লক্ষণই হইতেছে তরল সর্দ্দি।

সর্দ্দি এবং কাশি—(Nasal Catarrh)—এলিয়াম সেপার পরিচয় আমরা সর্দ্দিতেই অধিক দেখিতে পাই। ইহার সর্দ্দি অত্যন্ত তরল জলবৎ, নাসিকা হইতে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে এবং ক্ষতকারক (acrid), ওষ্ঠ এবং নাসিকা হাঁজিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু হইতেও জল নিঃসরণ হয়. চক্ষু নাসিকা এবং মুখমণ্ডল সর্দ্দিতে ভরিয়া ওঠে এবং অত্যন্ত হাঁচি থাকে—পিঁয়াজ কাটিতে তাহার ঝাঁজ লাগিলে যেরূপ অবস্থা হয় এলিয়াম সেপার সর্দ্দি ও সেই প্রকার লক্ষণযুক্ত কিন্তু এলিয়াম সেপার বিশেষত্ব যে নাসিকার স্রাব ক্ষতকারক আর চক্ষুর স্রাব ক্ষতকারক নয়—(nasal secretion acrid,

ocular bland) ইহা ইউফ্রেসিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত (ইউফ্রেসিয়ার চক্ষুর স্রাব ক্ষতকারক, নাসিকায় স্রাব ক্ষতকারক নয়)। এতদ্ব্যতীত—এলিয়াম সেপার সর্দ্দি উত্তপ্ত ঘরে এবং সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয় ও মুক্ত খোলা বাতাসে উপশম হয়। It has constant and frequent sneezing, with profuse acrid discharge, which burns and corodes the nose and upper lip and it is worse in the evening and indoors and better in open air) এলিয়াম সেপার সর্দ্দির সহিত কাশিও সময় সময় বর্ত্তমান থাকে—গলদেশ কাঁচা বোধ হয় এবং সুড়সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং কাশিতে গলায় আঘাত বোধ করে যেন কণ্ঠনালী ফাটিয়া যাইবে—রোগী গলা হাত দিয়া চাপিয়া ধরে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—এলিয়াম সেপায় নাসিকার তরল সর্দ্দি বন্ধ হইয়া বক্ষঃস্থলে সমাবেশ হয়, সেইরূপ স্থলে ফসফরাসকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্ষত—পায়ের গোড়ালিতে জুতা অথবা মোজার ঘর্ষণ লাগিয়া ক্ষত হইলে এলিয়াম সেপার প্রয়োগে দেখা যায়।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—অঙ্গচ্ছেদের (amputation) পর কর্ত্তিত স্থানে ভীষণ জ্বালা হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা কিংবা স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হইলে এলিয়াম সেপা উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সর্দ্দিতে নিম্নক্রম ৬x, ৬ অধিক প্রয়োগহয়, স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ৩০ এবং ২০০ শক্তি ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—জেলসিমিয়াম, ইউফ্রেসিয়া, কেলিআইওড।

অনুপূরক—ফস্ফরাস, থুজা, পালসেটিলা।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, উষ্ণ ঘরে।

রোগের উপশম—খোলা বাতাসে, শীতল ঘরে।

এইলান্থাস্ গ্লেণ্ডুলোসা
(Ailanthas glandulosa)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ, পুষ্প হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। এই ঔষধটির পরিচয় অত্যন্ত আকস্মিক। নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠ করিলে এই বিষয়টি অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

একবার প্রসিদ্ধ আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার ওয়েলসের বাড়ীতে একটি ঘটনা ঘটে। তাহার এক শিশু সাংঘাতিক আরক্ত জ্বরে (malignant scarlet fever) আক্রান্ত হয়। শিরঃপীড়া, আলোকাতঙ্ক, শিরঃ ঘূর্ণন, রক্তাধিক্য, উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, অস্থিরতা, তন্দ্রাভাব, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী বসিয়া থাকিতে এবং লোকজনকে চিনিতে পারিতেছিল না, গাত্রময় কাল কাল চাপ চাপ দাগ প্রকাশ পায়, মুখমণ্ডলে এবং কপালে অধিক প্রকাশ পাইয়াছিল। ডাক্তার ওয়েলস্ শিশুর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন, শিশু যে বাঁচিতে পারে তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর রোগীতে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, শিশু এইলান্থাসের ডাঁটা চুষিয়া প্রচুর রস পান করিয়াছে। তদবধি ডাক্তার ওয়েলস্ এইলান্থাসকে উক্ত প্রকার রোগের একটি বিশিষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রচার করিলেন।

আরক্ত জ্বর (Scarlet fever)—এইলানথাসের প্রধান কার্য্য হইতেছে আরক্ত জ্বর এবং ডিফথিরিয়ায় যখন এতদ্ রোগবশতঃ রোগীর রক্ত বিষাক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। রক্ত বিষাক্ত হইয়া গাত্রময় নীল আভাযুক্ত (purple) দাগ কিংবা কাল কাল চাপ চাপ অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা (eruptions) প্রকাশ পায়। স্কার্লেট ফিবারের পীড়কা বহির্গত না হইয়া অথবা অবরুদ্ধ হইয়া এই প্রকার অবস্থা হয়। মুখমণ্ডল ঈষৎ বেগুনে আভাযুক্ত, চক্ষু তন্দ্রাযুক্ত যেন কোন মাদকদ্রব্য পান করিয়াছে—(অরামট্রাই অতন্ত

অস্থির) চক্ষু হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত ফুটিয়া বাহির হয়, রোগী তন্দ্রায় এমন অভিভূত হইয়া পড়ে যে, জাগাইতে পারা যায় না। নাসিকা এবং মুখগহ্বর হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়। সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় অঙ্গুলির অগ্রভাগে এবং শরীরের স্থানে স্থানে ফোস্কা প্রকাশ পায়। সাংঘাতিক প্রকারের আরক্ত জ্বরেই এইলানথাস সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হয়। মুখবিবরের ভিতর এবং বাহির উভয় স্থানই ফুলিয়া যায়। মুখ এবং নাসিকা হইতে ক্ষতকারক স্রাব নির্গত হইতে থাকে, ওষ্ঠদ্বয় হাঁজিয়া যায়।

চর্ম্মের উপরই রক্ত বিষাক্ত হওয়ায় এতদ লক্ষণ পাওয়া যায়। জায়গায় জায়গায় চর্ম্ম নীল আভাযুক্ত ঈষৎ বেগুনে হয়।

বিসর্প, ডিফথিরিয়া, টাইফয়েড—এতদসমুদায় রোগেও এইলানথাসের প্রয়োগ হয়। ইহা নির্ব্বাচনের প্রধান লক্ষণই হইতেছে কৈশিকা নাড়ীর স্থানে স্থানে রক্তাধিক্যতা এবং তৎবশতঃ চর্ম্মোপরি চাপ চাপ লাল নীলাভ দাগের প্রকাশ (those cases that are characterized by capillary congestion in spots, red mottled spots)। এরূপ্রকার লক্ষণ রোগবশতঃ রক্ত বিষাক্ত হইলেই অধিক প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, কোন সারা থাকে না। রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি উৎকট আকার ধারণ না করিলে ইহা সচরাচর প্রয়োগ হয় না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর নিম্নক্রমই অধিক প্রয়োগ হয়, ১x, ৩x, ৬ ইত্যাদি ক্রম আমি অধিক অনুমোদন করি।

মস্কাস (Moschus)

ইহাকে বাংলায় মৃগনাভী বলা হয়। এই ঔষধটির ব্যবহার হিষ্টিরিয়া এবং স্নায়ুর আক্ষেপে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। হিষ্টিরিয়া হইয়া রোগীর মূর্চ্ছা, কনভালসন হয় এবং রোগী মূর্চ্ছায় জ্ঞানশূন্য হয়। মস্কাসের বিশেষত্ব ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় এবং বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। পেট ফাঁপিয়া ওঠে।

হিষ্টিরিয়া—মস্কাসের প্রয়োগ দুইটি বিষয়ে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপে (hysterical paroxysm) এবং দ্বিতীয়তঃ স্নায়বীক হৃৎস্পন্দন (nervous palpitation)। ডাক্তার হিউজ সাহেব এই দুইটি রোগকে আশু উপশম করিবার জন্য তিনি তাঁহার পকেট কেসে মস্কাস ২x কিংবা ৩x সর্ব্বদা রাখিতেন—(I always carry it in my pocket case on account of its great value in two conditions demanding speedy relief. These are the hysterical paroxysm and nervous palpitation. I know nothing which so rapidly dissipates an hysterical attack, even when it has gone as far as unconsciousness, as Moschus. It is of no less potency in palpitation which has been set off, by some nervous excitement, when there is no organic disease of the heart).

বক্ষঃস্থলের হিষ্টিরিকেল আক্ষেপ (hysterical spasm) উপস্থিত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্কোচনের আশঙ্কা উৎপন্ন করে, এতদ লক্ষণসমূহ বিশেষতঃ রোগী ঠাণ্ডা হইলে কিংবা ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। হৃৎস্পন্দনে (হিষ্টিরিকেল), শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, মূর্চ্ছা হইয়া মারিয়া গেলাম, মারিয়া গেলাম বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে (palpitation (hysterical) with dyspnoea, prostration fainting exclaiming, I shall die ! I shall die ! etc, greatly excited। বক্ষঃস্থল যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে, রোগী খিল খিল করিয়া ভীষণ হাসিতে থাকে, হাসি থামান যায় না কিংবা চীৎকার বকাবকি করিতে থাকে, তৎপর ওষ্ঠদ্বয় ক্রমশঃ নীলবর্ণ হইয়া চক্ষু একদৃষ্টে চাহিয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায় (until her lips turn blue, her eyes stare and she falls on the floor in a swoon)। মস্কাসের

সর্ব্বপ্রধান হিষ্টিরিকেল লক্ষণ হইতেছে—আক্রমণে মূর্চ্ছা অথবা জ্ঞানশূন্যতা, শীতলতা, মুখমণ্ডলের রক্তশূন্যতা, শ্বাসরোধজনক আক্ষেপ—(The most important symptoms of musk are—attacks even to fainting or unconsciousness, coldness of the surface, pale face, suffocative paroxysms, scolding until she falls unconsciousness—Farrington.)

এসাফিটিডা—এই ঔষধটির সহিত মস্কাসের সাদৃশ্য দেখা যায়, উভয় ঔষধেই গুল্মবায়ু গোলক (globus hysterious) বক্ষঃস্থলের আক্ষেপ (spasm of the chest) এবং হৃৎস্পন্দন (palpitation) বর্ত্তমান রহিয়াছে। মস্কাস অত্যন্ত অধিকরূপ হিষ্টিরিকেল মূর্চ্ছায় যে স্থানে রোগী অজ্ঞান হইয়া যায় সেইরূপ স্থলে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (best adapted to a full fledged hysterical spasm with fainting and unconsciousness) আর এসাফিটিডা যে স্থলে গুল্মবায়ু উৰ্দ্ধদিকে ঠেলা মারে এবং দুর্গন্ধ স্রাব থাকে, পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া ওঠে সেইরূপ স্থলে ইহাকে প্রধান্য দেওয়া দেওয়া হয়। এসাফিটিডায় অচৈতন্যতা থাকে না, ইহা কদাচিৎ হইতে পারে এবং এসাফিটিডা কোন প্রকার স্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উত্তম কার্য্য করে। মস্কাস রোগী অতি সহজেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়। বুকের আক্ষেপে রোগীর মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা হয়, মুখে ফেনা ওঠে, ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় (she may be of a scolding disposition and even this cavses fainting.

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম :অধিক ব্যবহার, সচরাচর ২×, ৩×, ৬×, প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—নাক্স মস্চেটা, এসাফিটিডা, ভেলেরিয়ানা, ইগ্নেসিয়া, ক্যাষ্টোরিয়াম।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—খোলা বাতাসে, ঘর্ষণে।

পাইরোজেন (Pyrogen)

ইহা একটি হোমিওপ্যাথিকের বৃহৎ এন্টিসেপটিক্ (antiseptic) অর্থাৎ পচন নিবারক ঔষধ। বাজারে ডাক্তার সোয়ান এবং ডাক্তার হিথের প্রস্তুত পাইরোজেন দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার সোয়ান দূষিত এবং পচা পূঁজ হইতে এবং ডাক্তার হিথ দূষিত শুষ্ক গোমাংস হইতে ইহাকে ঔষধে পরিণত করিয়াছেন। উভয় প্রস্তুতিই বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের হইলেও অথচ ইহাদের আময়িক কার্য্য (therapeutic action) একই।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শয্যা শক্ত বোধ করে (আর্ণিকা)।

২। অত্যন্ত অস্থির। এপাশ ওপাশ করিতে থাকে সঞ্চালনে গাত্রবেদনা উপশম বোধ করে (রাসটক্স)।

৩। জিহ্বা বৃহৎ এবং থলথলে পরিষ্কার, অগ্নিবৎ লালবর্ণ:যেন বার্ণিশ করা হইয়াছে (tongue, large flabby, clear smooth as if varnished, fiery red)।

৪। সমুদায় স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

৫। ভ্রূণ অথবা ভ্রূণ জন্মবিশিষ্ট পেটে থাকিয়া গিয়া পচনহেতু দুর্গন্ধ স্রাব এবং দূষিত জ্বর। ক্লেদ স্রাব স্বল্প, পচা গন্ধযুক্ত, তরল।

৬। সূতিকাজ্বর—গাত্রতাপ ১০৩ হইতে১০৬ ডিগ্রি—হঠাৎ গাত্রতাপের বৃদ্ধি, নাড়ীর গতি ১৪০ হইতে ১৭০ প্রতি মিনিটে।

৭। নাড়ীর গতি গাত্রতাপের অনুপাতে অস্বাভাবিকরূপ দ্রুত

৮। মুখের স্বাদ—মিষ্ট এবং ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজের ন্যায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। বমন—কটাবর্ণ, কফি গুড়ার ন্যায়, দুর্গন্ধযুক্ত বিষ্ঠাতুল্য।

২। উদরাময় ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত, কাল অথবা কটাবর্ণ, যন্ত্রণাশূন্য, অসাড়ে।

৩। কোষ্ঠকাঠিন্য—মলদ্বারের পেশীর সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা (ওপি), মল বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

৪। হৃৎপিণ্ডের বর্ত্তমানতার অতিরিক্ত বোধ, মনে হয় হৃৎপিণ্ড বৃহৎ হইয়া গিয়াছে, দপ দপ শব্দ হয় শব্দেতে নিদ্রা হয় না। রক্তের দূষিত কারণ হেতু হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা।

৫। গাত্রত্বক—ফ্যাকাসে শীতল।

পাইরোজেন রক্ত দূষিত অবস্থার একটি প্রধান ঔষধ। টাইফয়েড, টোমেইন, ডিফ্থিরিয়া, শবব্যবচ্ছেদ ক্ষত, নর্দ্দমার পুতিগন্ধ বায়ু (sewer gas), পুরাতন ম্যালেরিয়া, গর্ভপাতের উপসর্গ, সুতিকা জ্বর ইত্যাদি রোগের সহিত রক্ত দূষিত লক্ষণ—সমুদায় স্রাবে দুর্গন্ধতা, অস্থিরতা, ভীষণ প্রবল জ্বর, গাত্র বেদনা ইত্যাদি থাকিলে পাইরোজেনকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূঁয়জ জ্বর (septicaemia), রক্তের বিকৃতাবস্থা (septæmia), বিষাক্ত রক্ত (pyaemia;) ইত্যাদিতে অর্থাৎ দূষিত পূঁজ হইতে শরীরের কিংবা যন্ত্রের (organ) কোন প্রকার রোগ জন্মিলে সেইরূপ স্থলেও পাইরোজেনকে চিন্তা করিবে। পাইরোজেনের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। দূষিত জ্বরে ভীষণ গাত্র বেদনা থাকে এবং রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির, গাত্র বেদনায় আর্ণিকা এবং ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় রোগী শয্যায় অনবরত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। সঞ্চালনে এবং উত্তাপে রোগী উপশম বোধ করে (রাসটক্স)। উপবেশন অবস্থায় এবং ঠাণ্ডায় কিংবা স্যাঁৎসেতে স্থানে গাত্র বেদনা বৃদ্ধি হয়। লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ে সুতিকাজ্বর হ্রাস হইয়া আইসে এবং আর বৃদ্ধি হয় না। টাইফয়েড রোগে যেস্থলে ব্যাপ্টিসিয়ার প্রয়োগ লইয়া ইতঃস্তত হয় এবং গাত্র তাপ যদি অত্যন্ত প্রবল হয় সেইরূপ স্থলে পাইরোজেন দেওয়াই কর্ত্তব্য। যখন গাত্রতাপ ১০৬ ডিগ্রি হয় এবং অত্যন্ত গাত্রবেদনা

থাকে পাইরোজেন প্রয়োগ করিতে পারিলে একদিনেই রোগের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয় এতদ্ব্যতীত নাড়ীর স্পন্দন জ্বরের অনুপাতে অত্যন্ত অধিক থাকিলে আথবা যখন জ্বরের সহিত নাড়ীর স্পন্দনের সমতা থাকে না, তখনও পাইরোজেনকে প্রাধান্য দিবে।

জিহ্বাও পাইরোজেনের একটি বিশেষ লক্ষণ জিহ্বা পরিষ্কার, অগ্নিবৎ উজ্জ্বল যেন বার্ণিস করিয়া দেওয়া হইয়াছে (clean smoth as if varnished, fiery red) ফাটা ফাটা শুষ্ক। জিহ্বার স্বাদ মিষ্ট মিষ্ট, অথবা ভীষণ পুতিগন্ধ-যুক্ত পূঁজের ন্যায়।

পাইরোজেনের সমুদায় স্রাবই অত্যন্ত দুর্গন্ধ—গাত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস, ঘর্ম্ম এবং মল মূত্র ইত্যাদি ভীষণ বদগন্ধযুক্ত।

সূতিকাসম্পর্কীয় অন্ত্রাবরণপ্রদাহে (puerperal peritonitis) পাইরোজেন উত্তম কার্য্য করে। স্রাব ভীষণ দুর্গন্ধ, স্বল্প এবং অবরুদ্ধ। গর্ভপাতের পর দূষিত জ্বরে (septic fever) ইহা বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয়।

যে কোন রোগই হউক—Bright's desease, Heart failure ইত্যাদিতেও যদি দূষিতের (septic) কোন কারণ পাওয়া যায় তাহাতেও পাইরোজেন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

গর্ভস্থ সন্তান কিংবা ভ্রূণ জন্মবিশিষ্ট পেটে পচিয়া গিয়া কাল এবং ভীষণ দুর্গন্ধ স্রাব হয় এবং দূষিক জ্বর হয়। ক্লেদস্রাব (lochia) পাতলা, ক্ষতকারক অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত, কটাবর্ণ।

ঋতু এবং জরায়ু রক্তস্রাব—স্রাব ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। প্রত্যেক মাসিক ঋতুস্রাব সময়ে বস্তিপ্রদেশের কোন প্রকার পুরাতন প্রদাহের কারণ বশতঃ জ্বর প্রকাশ পায়।

উদরাময়—ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত, কটাবর্ণ কিংবা কাল (লেপটেণ্ড্রা) যন্ত্রণাশূন্য, অসারে, বায়ু নিঃসরণ করিতে মলত্যাগ হইয়া যায় (এলো, ওলিএণ্ডার)

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের ভীষণ নিশ্চেষ্টতা এবং মলত্যাগ পেশীর দুর্ব্বলতা (ওপিয়ম)। ভীষণ মল আবদ্ধ, মল বৃহদাকার, কৃষ্ণবর্ণ এবং ভীষণ পচা গন্ধ, এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটলে গুটলে মলও হয় (ওপিয়ম, প্লাম্বাম)।

বমন—মল আবদ্ধসহ বমন কটাবর্ণ, অথবা কফি গুঁড়ার ন্যায় অত্যন্ত বদ গন্ধযুক্ত বিষ্ঠাতুল্য, (ওপিয়ম, প্লাম্বাম্)।

জ্বর—শীত পৃষ্ঠদেশের স্কন্ধাস্থির দুই পার্শ্বে আরম্ভ হয়। শীত ভীষণ হয়, জ্বর ১০৩ হইতে ১০৬ ডিগ্রি উঠে, হঠাৎ জ্বর বৃদ্ধি হয়। গাত্র-ত্বক শুষ্ক এবং জ্বালা করে, নাড়ী দ্রুত, সরু মিনিটে ১৪০ হইতে ১৬০ বার স্পন্দন হয়। চট্‌চটে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। দূষিত জ্বরে (septic fever) বিশেষতঃ সূতিকাজ্বরে পাইরোজেন হোমিওপ্যাথিকের একটি অব্যর্থ মহৌষধ (In septic fevers, especially puerperal, Pyrogen has demonstrated its great value as a Homœopathic dynamic antiseptic)।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ২০০ শক্তি ব্যবহার হয়, এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে।

নাক্স মশ্চেটা (Nux Moschata)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ। ইহার বাংলা নাম জায়ফল। ইহাতে হিষ্টিরিয়া কিংবা ফিটের অত্যন্ত প্রবণতা থাকে। শরীরের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল হয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অত্যন্ত শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। মুখবিবর এত অধিক শুষ্ক হয় যে জিহ্বা টাকড়ায় আটকাইয়া যায় অথচ পিপাসা থাকে না, এতদসহ আর একটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে ভীষণ তন্দ্রাভাব। নাক্স মশ্চেটার মুখবিবরের শুষ্কতা এবং তন্দ্রাভাব সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সমুদায় উপসর্গের সহিত ভীষণ সুপ্তি এবং তন্দ্রাভাব (এন্টিমটার্ট, ওপিয়ম) (All the ailments are accompanied by drowsiness and sleepiness)। যেন নেশা করিয়াছে, চক্ষু বুজিয়া আইসে, না নিদ্রা গিয়া থাকিতে পারে না।

২। সামান্য যন্ত্রণা কিংবা কারণেই মূর্চ্ছা হয় এবং মূর্চ্ছা প্রবণতা।

৩। মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক (এপিস, ল্যাকেসিস) (Great dryness of the mouth)। জিহ্বা এত শুষ্ক যে মুখ গহ্বরের টাকরায় লাগিয়া যায়, লালা সমুদায় ফেনা ফেনা হইয়া যায় (tongue so dry it adheres to the roof of mouth, saliva seemed like cotton) অথচ কোন পিপাসা থাকে না।

৪। মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং পরিবর্ত্তনশীল, এই হাসিতেছে আবার তৎপরেই কাঁদিতেছে (ইগ্নেসিয়া), হঠাৎ গম্ভীর ভাব হইতে আনন্দভাব, পড়িতে পড়িতে কিংবা কথা বলিতে বলিতে অন্যদিকে মন চলিয়া যায়। অত্যন্ত অমনোযোগী সমুদায় বিষয়ে উদাসীন।

৫। স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। পরিচিত রাস্তা পথ চিনিতে পারে না, ভুলিয়া যায়।

৬। প্রত্যেক আহারের পর পাকস্থলী বায়ুতে ফুলিয়া উঠে।

৭। আহারের অব্যবহিত পর কিংবা আহার করিতে করিতে পাকস্থলীতে অস্বস্থি এবং যন্ত্রণা বোধ করে (কেলিবাই)।

৮। হিষ্টিরিয়াপ্রবণ কিংবা স্নায়বীক রোগা স্ত্রী লোক কিংবা শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। চর্ম্ম শুষ্ক কদাচিত ঘর্ম্ম হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। বৃদ্ধাবস্থার দুর্ব্বলতায়, বৃদ্ধলোকদিগের অগ্নিমান্দ্য রোগে নির্ব্বাচিত হয়।

২। আলো, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি স্পর্শাধিক্য।

৩। চক্ষুশুষ্ক, এত শুষ্ক যে চক্ষুর পাতা ফেলিতে পারে না।

৪। রোগী যেখানেই শয়ন করে, গাত্রে বেদনা অনুভব করে। শয্যাক্ষত হইবার আশঙ্কা।

৫। উদরাময় প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত, পীতবর্ণ পেটে বায়ুর সমাবেশ বশতঃ পেট ভুট্ভাট্ করে, পেট ডাকে, শীতল পানীয়, উষ্ণ দুগ্ধ পানে, দন্তোদ্গমকালীন, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়।

৬। প্রত্যেক ঋতুস্রাবকালীন মুখ, গলা, জিহ্বা ভীষণ শুষ্ক হয় বিশেষতঃ শয়ন অবস্থায়।

৭। ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর। জিহ্বা শুষ্কতা হেতু রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

৮। বায়ুর বিপরীত দিকে ভ্রমণে হটাৎ স্বরভঙ্গ হয়।

৯। শয্যার উত্তাপে, অধিক উত্তপ্ত হইলে, অন্তঃসত্ত্বা বস্থায়, (কোনায়াম) স্নানে, জলে দাঁড়াইয়া, শীতল স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস করিয়া (নেট্রামসালফ) কাশি বৃদ্ধি হয়।

১০। বাত—পদদ্বয় জলে ভিজিয়া, উত্তপ্ত অবস্থায় বায়ুর ঝাপটা লাগিয়া (একোনাইট, ব্রাইও)। শীতল স্যাঁৎসেতে ঋতুতে কিংবা সিক্তবস্ত্র পরিধানে বাত বৃদ্ধি হয় (রাসটক্স)। বাম স্কন্ধে অধিক হয় (ফেরাম)।

১১। গাড়ীতে আরোহনে কটিদেশে যন্ত্রণা হয়।

১২। সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়ে

মানসিক লক্ষণ—মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। কোন বিষয় লিখিতে লিখিতে কিংবা বলিতে বলিতে কিংবা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ অন্য দিকে মন চলিয়া যায়, অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির, স্মরণ শক্তি দুর্ব্বল, অমনোযোগী। কখন বিমর্ষ, কখন আনন্দিত, কখন গম্ভীর, শীঘ্র কোন কথার উত্তর দিতে পারে না, সামান্য কোন বিষয়ে উত্তর করিতে হইলে চিন্তা করিতে হয়। সমুদায় বিষয়ে উদাসীন।

নাক্সমশ্চেটা রোগী সাধারণতঃ স্নায়বীক হিষ্টিরিকেল ধাতুবিশিষ্ট, রোগা, শরীরের মাংস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এইরূপ।

স্ত্রী লোক এবং শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নাক্স মশ্চেটা রোগীর গাত্রত্বক শুষ্ক, কদাচিৎ ঘর্ম্ম হয়। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

ডাক্তার কেণ্ট সাহেব বলেন—এক জন ৩৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী লোকের স্তন শুষ্ক হইয়া গায়ের সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছিল (পূর্ব্বে তাহার স্তন মাংসাল এবং উন্নত ছিল) এই ঔষধ ব্যবহারে তাহা পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল (I remember a case of a woman thirty five years old whose breasts which were once well rounded become perfectly flat. Nux. mos. restored the breasts—Kent).

কোন বিষয় লিখিতে লিখিতে কিংবা পড়িতে পড়িতে মন অন্যদিকে চলিয়া যাওয়া, ক্যাম্ফর, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা এবং ল্যাকেসিসেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্মরণশক্তির বিশেষ দুর্ব্বলতা এমন কি পথ ঘাট ভুলিয়া যাওয়া—এনাকার্ডিয়াম, লাইকোপোডিয়াম, ব্যারাইটা কার্ব্ব, সালফার এবং নেট্রাম মিউরেও রহিয়াছে। মনের এবং ভাবের হঠাৎ পরিবর্ত্তনে একোনাইট, ইগ্নেসিয়া ক্রোকাস এবং প্ল্যাটিনাতেও পাই। এতদ সমুদায় ঔষধের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু নাক্সমশ্চেটায় সহজেই মূর্চ্ছা, উল্লিখিত আর কোন ঔষধে নাই।

হিষ্টিরিয়া—হিষ্টিরিয়া রোগেই নাক্স মশ্চেটার প্রধান ব্যবহার দেখা যায়। মনের অবস্থার স্থিরতা কিছুই থাকে না, মন অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল

এবং চঞ্চল প্রকৃতির ও সামান্য আহারেই নিম্নোদর অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, রোগী ভীষণ তন্দ্রাভাব এবং মুখবিবরের শুষ্কতা বোধ করে। নিদ্রায় শরীরকে ভাঙ্গিয়া আনে, রোগী জাগিয়া থাকিতেই পারে না এবং মুখ গহ্বরের শুষ্কতা এত অধিক হয় যে, জিহ্বা টাকড়ায় লাগিয়া যায়। (Irresistibly drowsy and great dryness of the mouth (Apis, Lachesis). tongue so dry it adheres to roof of mouth, saliva seemed like cotton)। ইহাও দেখা যায় নাক্স মশ্চেটার মূর্চ্ছা অতি সহজেই উপস্থিত হয়। তন্দ্রা বিষয়ে আমরা নাক্স মশ্চেটার সমকক্ষ আরো কয়েকটি ঔষধ মেটিরিয়া মেডিকায় দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে :—

ওপিয়ম—তন্দ্রা বিষয়ে ইহা সমুদায় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে। ইহার তন্দ্রা অত্যন্ত ভীষণ এবং তন্দ্রার সহিত অধিকাংশ স্থলেই নাসিকাধ্বনি বর্ত্তমান থাকে। ওপিয়মে রক্তবহা নাড়ীর পূর্ণতা এবং চাপের দরুণ তন্দ্রা উপস্থিত হয় আর নাক্স মশ্চেটায় স্নায়ুর অবসন্নতা অসারতা হেতু উপস্থিত হয় (opium seemingly due to fulness of the blood vessels and pressure, while that of Nux moschata seems to be a benumbing of the very nerve substance itself.)

এণ্টিমটার্ট—ইহারও তন্দ্রাভাব কম নয় কিন্তু ইহার তন্দ্রা অধিকাংশ স্থলে শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের এবং টাইফয়েড রোগের সহিত বর্ত্তমান থাকে। হোমিওপ্যাথিকে এই তিনটি ঔষধকেই তন্দ্রার বৃহৎ ঔষধ বলা হয়।

পরিপাকক্রিয়া—নাক্সমশ্চেটায় উদরে প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয় এবং বিশেষতঃ আহারের পর পেট ভীষণ ফাঁপিয়া ওঠে, এতদ্ব্যতীত আহারের অব্যবহিত পর অথবা আহার করিতে করিতেই পাকস্থলীতে যন্ত্রণা এবং অস্বস্থি বোধ করে (কেলিবাইক্রমিকম)। নাক্সভমিকা এবং এনাকার্ডিয়ামে আহারের ২।১ ঘণ্টার পর উপস্থিত হয়। নাক্সমশ্চেটায় মনে হয় যাহাই আহার করা যায়, সমুদায়ই যেন বায়ুতে পরিণত হয় (কেলিকার্ব্ব, আইওডিন),

পাকস্থলী এবং নিম্নোদরে এত অধিক বায়ুর সমাবেশ হয় যে, বক্ষঃস্থলে রোগী চাপ বোধ করিতে থাকে।

উদরাময়—মল তরল পীতবর্ণ, ডিম গোলানি মত, অজীর্ণ, প্রচুর এবং দুর্গন্ধ। রাত্রিতে এবং শীতল স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। পেটের যন্ত্রণা ভিজা হাত বুলাইলে উপশম হয়। প্রত্যেক আহারের পর পেট ভীষণ ফাঁপিয়া উঠে, মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক হয়, মনে হয় খাদ্যদ্রব্যসমূহ পেটে গিয়া শক্ত জমাট বাঁধিয়া যায় এবং তদহেতু পেটে যন্ত্রণা হয়। দেখা যায় রোগী আহার করিতে করিতেই পেটে অজীর্ণ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদ লক্ষণসমূহের সহিত সর্ব্বদা তন্দ্রাভাব লাগিয়া থাকে।

হিক্কা (**Hiccough**)—ডাক্তার হিউজ স্নায়বীক, হিষ্টরিকেল এবং অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের হিক্কায় ইহাকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য—ইহার কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকটা এলিউমিনার ন্যায়। নরম কাদার মত মলত্যাগ করিতেও অত্যন্ত বেগ এবং কুন্থন দিতে হয়।

বাত—পদদ্বয় জলে ভিজিয়া, উত্তপ্ত অবস্থায় বায়ুর ঝাপটা লাগিয়া বাতে নাক্সমশ্চেটার প্রয়োগ দেখা যায়। বাত শীতল, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে কিংবা শীতল সিক্ত বস্ত্রে থাকিয়া (রাসটক্স) বৃদ্ধি হয়। বাম স্কন্ধে অধিক হয় (ফেরাম মেট)।

টাইফয়েড—নাক্সমশ্চেটায় যে প্রকার তন্দ্রা দেখা যায় তাহাতে ইহাকে ওপিয়মের নিকটবর্ত্তী ঔষধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ওপিয়মের সুপ্তি নাক্সমশ্চেটা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক (stupor complete), নিদ্রা হইতে জাগান অত্যন্ত কঠিন। মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ, থমথমে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকাধ্বনিযুক্ত, অসারে মলত্যাগ এবং মূত্র অবরোধ। নাক্সমশ্চেটায় যে কোন লক্ষণই থাকুক না, তন্দ্রাভাব এবং মুখবিবরের ভীষণ শুষ্কতা অথচ পিপাসাশূন্য এই লক্ষণ দুইটি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন এতদ্ব্যতীত নাক্স মশ্চেটার নির্ব্বাচন সন্দেহজনক।

—

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন— ইহা ৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল, ভিজা, স্যাঁৎসেতে বায়ুতে (রডডেন ড্রন), ঋতুর পরিবর্ত্তনে, শীতল খাদ্যদ্রবে, জলে এবং শীতল জলে স্নানে, গাড়ী আরোহণে, যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে, (যন্ত্রণাশূন্য পার্শ্বে শয়নে—পালস)।

রোগের উপশম—শুষ্ক, উষ্ণ ঋতুতে, উষ্ণ ঘরে, গরম কাপড়ে আবৃতে।

সোরিনাম্ (Psorinum)

ইহা নসোড জাতীয় ঔষধ। অর্থাৎ জন্তু এবং উদ্ভিদের রোগজ ঔষধ (Disease products of animals or of plants)। সোরিনাম খোস পাঁচড়া অর্থাৎ Psora হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। পুরাতন রোগে যখন সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হয় না কিংবা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে না—সোরিনাম সেইরূপ স্থলে প্রয়োগ করা উচিত।

২। তরুণ রোগের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

৩। শরীর অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত এমন কি ধৌত করা সত্ত্বে (Body has a filthy smell, even after bathing) দুর্গন্ধ কাটে না।

৪। শীতল বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এমন কি গ্রীষ্মকালেও গরম টুপি, ওভারকোট, শাল ব্যবহার করে।

৫। সমুদায় স্রাব—উদরাময়, শ্বেতপ্রদর, ঋতুস্রাব, ঘর্ম্ম—পচা গন্ধযুক্ত।

৬। শুষ্ক আঁইশ যুক্ত পীড়কা (dry scaly eruptions শীতকালে প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মকালে আপনা হইতেই হ্রাস পায়।

৭। চুলকানি শয্যার উত্তাপে এবং শরীর উত্তপ্ত হইলে বৃদ্ধি পায়।

৮। শিরঃ পীড়া কালীন ক্ষুধা বোধ করে, আহারে উপশম হয়।

৯। শিরঃ পীড়া—পীড়কা অথবা ঋতু স্রাব অবরুদ্ধ হেতু। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম। (মিলি ফোলি)

১০। মধ্য রাত্রিতে ক্ষুধা বোধ করে কিছু না কিছু আহার করিতেই হইবে।

১১। তালুমূল প্রদাহ—অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

১২। গাত্রত্বক অত্যন্ত অপরিষ্কার, দেখিতে তৈলাক্ত যেন গাত্রে তেল লাগান হইয়াছে।

১৩। উদরাময় তরল ঘোর পীতবর্ণ, ভীষণ পচা গন্ধ, শেষরাত্রি ২টা হইতে ৪টায় বৃদ্ধি।

১৪। তরুণ রোগের পর প্রচুর ঘর্ম্ম এবং তাহাতে সমুদায় উপসর্গের উপশম (ক্যালেডিয়াম, নেট্রাম্ মি)।

সাধারণ লক্ষণ

১। সোরিক ধাতুগ্রস্থ রোগীদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

২। উদাসীন, বিমর্ষ, আত্মহত্যার চিন্তা, হতাশ, রোগ আরোগ্য হইবে না।

৩। চক্ষুর পাতার প্রদাহ সহ অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক, চক্ষু খুলিতে পারে না, বালিসে চক্ষু গুজিয়া শুইয়া থাকে।

৪। পুরাতন কান পাকা—পাতলা, ক্ষতকারক অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নির্গত হয়। ঘামের পর অধিক প্রকাশ পায়।

৫। পুরাতন প্রমেহ রোগ, বহু দিন যাবৎ স্থায়ী, কোন প্রকারেই আরোগ্য কিংবা অবরুদ্ধ হয় না।

৬। হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, খোলা বাতাসে কষ্টবৃদ্ধি হয়, বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া শয়নে উপশম বোধ করে (আর্সেনিকের বিপরীত)। রোগী মনে করে সে আর বাঁচিবে না

৭। কাশি—চুলকানি কিংবা ইকজিমা অবরুদ্ধ হেতু, পুরাতন বহুদিন স্থায়ী। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে এবং সন্ধ্যায় শয়নে বৃদ্ধি হয় (ফক্ষ)। গয়ের সবুজ, পীত আভাযুক্ত অথবা লবণ আস্বাদযুক্ত। অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য গয়ের উঠে।

৮। অন্তঃসত্বাবস্থায়—ভীষণ বমন, গর্ভস্থ সন্তান অত্যন্ত অধিকরূপ নড়াচড়া করে, নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না দর্শিলে সোরিনাম প্রয়োগ হয়।

রোগী—সোরিনাম রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, মস্তক সকল সময় উষ্ণ রাখিতে ইচ্ছা করে, এমন কি গ্রীষ্মকালেও উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া রাখে। ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। কিন্তু চর্ম্মরোগ চুলকানি ইত্যাদি শয্যার উত্তাপে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, রোগী এতদ অবস্থায় গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয়।

তরুণ রোগের পর দুর্ব্বলতায় সোরিনাম অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে। নির্ব্বাচিত ঔষধে রোগের উপকার না হইলে ইহার ব্যবহারে শীঘ্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং যাবতীয় স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

চর্ম্মরোগ—সোরিনামের প্রয়োগ চর্ম্মরোগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার চর্ম্মরোগে নিম্নলক্ষণ কয়েকটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

১। শরীর উত্তপ্ত হইলে চুলকানি আরম্ভ হয়, (Itching when the body becomes warm.)।

২। শয্যার উত্তাপে অসম্ভব চুলকানি বৃদ্ধি হয় (Itching intolerable in warmth of bed.) (mer sol)।

৩। চুলকানি—রক্ত না বাহির হওয়া পর্য্যন্ত চুলকাইতে থাকে (Itching scratches until it bleeds)।

৪। অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে এবং সন্ধিস্থলের ভাঁজে ভাঁজে চুলকানি হয় (Itching between fingers and in bends of joints). (Sepia)।

৫। শুষ্ক আঁসযুক্ত পীড়কা গ্রীষ্মকালে আপনা হইতেই সারিয়া যায় এবং শীতকালে আবার ফিরিয়া আইসে (Dry, scaly eruptions which disappears in summers and return winters)।

৬। পুনঃ পুনঃ পীড়কার উদ্ভব হয় (repeated outbreaks of eruptions)।

৭। গাত্রত্বক অপরিষ্কার, মনে হয় রোগী কখনও স্নান করে নাই এবং স্নান করিলেও গাত্রের দুর্গন্ধতা কাটে না (Skin has dirty dingy look, as if the patient never washed, and the body has a filthy smell even after a bath)।

সোরিনামকে অনেকটা সালফারের সমকক্ষ্য ঔষধ বলা যাইতে পারে। সালফারের যে চর্ম্মরোগ কিংবা চুলকানি উপশম হয় না সেই স্থলেই সোরিনামকে চিন্তা করিয়া থাকি বিশেষভাবে পুরাতন অবস্থায় সোরিনামকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। সোরিনামের গাত্রত্বক অপরিষ্কার ব্যতীতও তৈলাক্তও হয়। দেখিলে মনে হয় যেন গাত্রত্বকে চর্ব্বিযুক্ত কোন প্রকার পদার্থ লাগান হইয়াছে।

শিশুদিগেতে পীড়কা বিশেষরূপে মস্তকেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদায় মস্তকও পীড়কায় ভরিয়া উঠে কিন্তু ইহা বিশেষরূপে মস্তক হইতে নিম্নে, মুখমণ্ডলের দুই পার্শ্বে, গণ্ডস্থলে, কর্ণের পশ্চাতে বিস্তারিত হয়। এতদপীড়কা সমুহ সময় সময় রসযুক্তও হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসরণ হয়। আবার সময় সময় শুষ্ক আঁসযুক্তও হয়, গ্রীষ্মকালে চলিয়া যায়, শীতকালে পুনরায় ফিরিয়া হয় এবং প্রায়ই এই প্রকার পীড়কার সহিত কানপাকা (otorrhœa) বর্ত্তমান থাকে—স্রাব তরল ক্ষতকারক এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ। পীড়কা অবরুদ্ধহেতু রোগেও সোরিনাম নির্ব্বাচিত হয়, সোরিনাম প্রয়োগে রোগ পুনঃ প্রকাশ হইয়া উপসর্গ সমুদায় দূরীভূত হয়।

দুর্ব্বলতা—কোন প্রকার তরুণ কিংবা বাড়াবাড়ি রোগের পর, রোগ আরোগ্য হইয়াও শরীরের দুর্ব্বলতা, গ্লানি, মানসিক অবসাদ, নৈরশ্যভাব নৈশ দুর্ব্বসকারক ঘর্ম্ম না কাটিলে অথচ কোন প্রকার যান্ত্রিক দোষ নাই—এইরূপ স্থলে সোরিনাম উত্তম কার্য্য করে এতদাবস্থায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চায়নাও প্রচুর রক্তস্রাব, উদরাময়, নৈশ ঘর্ম্ম দরুণ দুর্ব্বলতায় ব্যবহার হয় বটে কিন্তু নৈশঘর্ম্ম দরুণ দুর্ব্বলতায় যখন রোগী মনে করে এযাত্রা আমি আর আরোগ্য হইতে পারিব না, সেইরূপ স্থলে সোরিনামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। সোরিনামের গাত্রত্বক যদিও শুষ্ক, এবং কদাচিত ঘর্ম্ম হয় কিন্তু দুর্ব্বলতায় সামান্য কারণেই প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

উদরাময়—জলবৎ তরল ঘোর কটাবর্ণ এবং ভীষণ দুর্গন্ধ। এই প্রকার উদরাময় শৈশব কলেরায় কিংবা পুরাতন উদরাময়ে অধিক প্রকাশ পায়। সোরিনামে সমুদায় স্রাবই—শ্বেত প্রদর, মাসিক ঋতুস্রাব, ঘর্ম্ম, ভীষণ পচাগন্ধযুক্ত। রাত্রিতে ১টা হইতে ৪টায় বৃদ্ধি হয়।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্য, কটিদেশে যন্ত্রণা থাকে, মলদ্বারের নিশ্চেষ্টতা যখন সালফারে উপকার হয় না। মলে অত্যন্ত কুন্থন থাকে (এলিউমিনা)।

পরিপাক ক্রিয়া—অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ করে, সকল সময় খাইতে চায়, মধ্য রাত্রিতে উঠিয়া আহার করে।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চক্ষুর সম্মুখে কি যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে, এইরূপ বোধ হয়, দৃষ্টি অপরিষ্কার এবং ঘোলা হইয়া আইসে (কেলি বাই), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ এবং চক্রাকার দেখে। শিরঃপীড়ায় সকল সময় ক্ষুধা বোধ করে, আহারে শিরঃপীড়া উপশম হয় (এনাকার্ডি, কেলিফস)। পীড়কা অথবা ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হেতু শিরঃপীড়া, নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম (মেলিফোলিয়াম)।

চক্ষু প্রদাহ—ভীষণ আলোকাতঙ্ক, রৌদ্রের দিকে তাকাইতে পারে না, অক্ষিপুট প্রদাহ, চক্ষু খুলিতে পারে না, বালিসে মস্তক গুজিয়া শুইয়া থাকে।

তালুমূল প্রদাহ—তালুমূল অত্যন্ত স্ফীত হয়, খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট হয়, গলাধঃকরণকালীন কর্ণে পর্য্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করে (যন্ত্রণা বোধ করে না—ব্যারাইটা কার্ব্ব)। প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব হয়, গলদেশে চট্‌চটে শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে। সোরিনামে তরুণ তালুমূল প্রদাহ আরোগ্য করে এবং প্রবণতা (tendency) সমূলে নষ্ট করে।

হাঁপানি—শ্বাসকষ্ট খোলা বাতাসে, উপবেশনে বৃদ্ধি হয়, হস্তদ্বয় ছড়াইয়া দিয়া শয়নে উপশম হয় (আর্সেনিকের বিপরীত), রোগী হতাশ হইয়া মনে করে আর বাঁচিব না।

বমন—অন্তঃসত্বাবস্থায় ভীষণ বমন হয়। গর্ভস্থ সন্তান অত্যন্ত নড়াচড়া করে। যখন নির্ব্বাচিত ঔষধে কাজ পাওয়া যায় না, সোরিনাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কাশি—পুরাতন বহুদিনের কাশি, ইকজিমা কিংবা চুলকানি অবরুদ্ধ হেতু। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে এবং সন্ধ্যায় শয়নে বৃদ্ধি হয় (ফস্‌ফরাস)। গয়ের সবুজ কিংবা পীত বর্ণ, লবণস্বাদযুক্ত। অনেকক্ষণ কাশির পর শ্লেষ্মা বহির্গত হয়। প্রত্যেক শীতকালে কাশি ফিরিয়া আইসে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ২০০ এবং তদপেক্ষা উচ্চ শক্তি অধিক ব্যবহার হয় এবং পুনঃ পুনঃ ঔষধ দেওয়া হয় না। এক মাত্রা দিয়া বহুদিন অপেক্ষা করা উচিৎ।

অনুপূরক—সালফার। সালফারে সম্পূর্ণ কার্য্য না হইলে সোরিনাম সচরাচর দেওয়া হয়।

রোগের বৃদ্ধি—কফিপানে, শীতে, ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—উত্তাপে, উষ্ণ বস্ত্রে আবৃতে, গ্রীষ্মকালে।

স্যাবেডিলা (Sabadilla)

স্যাবেডিলার প্রয়োগ নাসিকার শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে এবং অশ্রুগ্রন্থিতে অধিক প্রকাশ পায় এবং তদহেতু শ্লেষ্মাস্রাব করায়। এতদ্ব্যতীত ক্রিমিতেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। **ডিফথিরিয়া এবং তালুমূল প্রদাহ**—প্রদাহ বাম পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয় এবং উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য আহারে উপশম বোধ করে অথচ শুধু গলাধঃকরণ কষ্ট জনক।

২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলদ্বারের ক্রিমি এবং ক্রিমিজনিত কামোন্মাদ।

৩। গলদেশ এবং টাকরা অত্যন্ত শুষ্ক।

সাধারণ লক্ষণ

১। গলদেশে যেন দড়ি লম্বা হইয়া ঝুলিতেছে এইরূপ বোধ এবং তদ হেতু পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিতে হয়।

২। রোগী মনে করে সে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে।

৩। তরল সর্দ্দিস্রাব হয় (সেপা)

মানসিক লক্ষণ এবং রোগী—স্যাবেডিলা রোগী শীত-কাতুরে। শীত, শীতল বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। সর্ব্বদা গাত্রে বস্ত্র জড়াইয়া রাখিতে এবং উষ্ণ পানীয় খাদ্যদ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করে। স্নায়বিক ভীতু, সামান্যতেই চমকাইয়া উঠে। কতকগুলি ভ্রম ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করে—মনে করে সে অত্যন্ত গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে।

সর্দ্দি—আক্ষেপযুক্ত হাঁচি হয় এবং নাসিকা হইতে তরল সর্দ্দিতে চক্ষু হইতেও জল নিঃসরণ হইতে থাকে।

তালুমূল প্রদাহ ডিফ্থিরিয়া—প্রদাহ এবং যন্ত্রণা বামপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয় (ল্যাকে)। উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে অথচ শুধু গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে। (ল্যাকেসিস শীতল খাদ্যদ্রব্যে উপশম বোধ করে।) মনে হয় গলদেশে একটি দড়ি লম্বা হইয়া ঝুলিতেছে এবং তদহেতু পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিতে হয়। গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ করে।

ক্রিমি—ক্রিমিতে স্যাবেডিলার প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমিতে এবং ক্রিমির দরুণ কামোন্মাদে অথবা ডিম্বাশয়ের প্রবল যন্ত্রণায় স্যাবেডিলাকে অনেক চিকিৎসক উচ্চস্থান প্রদান করেন। একবার ডাক্তার কেণ্ট একটি কুকুরের মলদ্বারের ক্রিমির চুলকানি সেবেডিলা দ্বারা আরোগ্য করেন। সিনাপিস্ নাইগ্রা ও (sinapis nigra) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমির উৎকৃষ্ট ঔষধ। মুখে জল উঠে, বমির উদ্বেগ হয়। সিনার ন্যায় ক্রিমির দরুণ তরকী কম্পন ইত্যাদিতেও স্যাবেডিলা নির্ব্বাচন হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তির প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাই।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়, শীতল খাদ্য আহারে, পূর্ণিমায়।

রোগের উপশম—উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য আহারে এবং উষ্ণ পানীয় পানে।

রিসিনাস (Ricinus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম রিসিনাস কম্মিউনিস (Ricinus Communis)। ইহা এরণ্ড বৃক্ষের পাকা বীচি হইতে মুল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। রিসিনাসের প্রধান কার্য্যই হইতেছে পাকাশয় এবং অন্ত্র প্রদেশে, রিসিনাসের ব্যবহার অধিকাংশস্থলে ভেদ বমনে দেখিতে পাওয়া যায়। রিসিনাসে হঠাৎ প্রচুর তরল ভেদ হইয়া কলেরায় পরিণত হয় না ইহার বিশেষত্ব হইতেছে ধীরে ধীরে রোগ আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করে এবং পেটে বেদনা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। প্রথমে পেটের অসুখ হইয়া, তাহা বন্ধ না হইয়া যখন তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া কলেরার অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং পেটে যন্ত্রণা নাই দেখিবে সেইরূপ স্থলে রিসিনাসকে স্মরণ করিবে। রিসিনাসের ভেদ সাদা তরল ঘোলা জলবৎ অনেকটা পান্তা ভাতের ন্যায়, কিংবা কুমড়া পচা ছিবড়ে যুক্ত কিংবা চাউল ধোয়া জলবৎ। পেটে কোনপ্রকার কুন্থন, কিংবা খোঁচানি থাকে না। বমনও জলবৎ প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়। আমরা রিসিনাসে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাই তাহা হইতেছে কোলাপ্স অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রচুর কলসী কলসী ভেদ হইতে থাকে, ভেদ দেখিলে রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। কোলাপ্সের এইরূপ অবস্থায় কোন কোন ডাক্তার কার্ব্বভেজ এবং রিসিনাস পর্য্যায় ক্রমে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন এবং উত্তম ফল পাওয়া যায়। রিসিনাসে নিম্ন লক্ষন কয়েকটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—পেটে একেবারেই বেদনা থাকে না, উদরাময় ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া কলেরায় পরিণত হয়, কোলাপ্স অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রচুর ভেদ, কলেরা সহ জ্বর হইয়া ন্যাবা (Jaundice) রোগের লক্ষণ, প্রস্রাব বন্ধ।

দুগ্ধলোপ—প্রসবান্তে দুগ্ধলোপে রিসিনাসকে অনেক উচ্চ স্থান প্রদান করেন। ইহা প্রয়োগে প্রসূতির দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। আর্টিকা ইউরেন্স ও একটি উত্তম ঔষধ। রিসিনাস এইরূপ স্থলে নিম্নক্রম প্রয়োগ হয় এবং ক্যাষ্টর ওয়েল বাহ্যিক মালিস করিলেও দুগ্ধ নিঃসরণে উপকার করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩য় শক্তির অধিক প্রয়োগ হয়। দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং স্তনে এরণ্ড পাতার পুলটিস দিবে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ভিরেট্রাম, জেট্রোকা।

রিউম (Rheum)

ইহার যাহা কিছু ব্যবহার অধিকাংশই শিশুদিগের প্রতি এবং বিশেষভাবে দন্তোদ্গমকালীন। রিউমের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে অম্লগন্ধ। শিশুর গাত্র প্রক্ষালন করা সত্ত্বেও অম্ল গন্ধ যায় না, সমুদায় গাত্র টকগন্ধ (sour smell of the whole body, child smells sour. even ofter washing or bathing (Hep, mag. c.)। দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়ের সহিত শিশুর পেটে যন্ত্রণা থাকিলে ক্যামোমিলা, রিয়ম এবং ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের বিষয় মনে উদয় হয়। ইহা জানিতে হইবে রিউমের মল পীতাভ শ্লেষ্মামিশ্রিত তরল কিংবা কাদা কাদা আর ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের মল সবুজ তরল অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত। উভয়েতেই অম্ল গন্ধ থাকিলেও কিন্তু রিউমের অম্লগন্ধই বিশেষত্ব আর ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের সবুজ বর্ণই হইতেছে বিশেষত্ব। অম্লগন্ধ যুক্ত মলে আমরা সচরাচর ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, ক্যালকেরিয়া, হেপার এবং রিউমকে চিন্তা করিয়া থাকি। ক্যামোমিলার মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত যেন পচা ডিম্বের ন্যায়। এতদ্ব্যতীত ক্যামোমিলা ভীষণ খিটখিটে প্রকৃতির।

রিউমে মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা হয় এবং মলত্যাগের পর কোঁথানি থাকে। মল এবং গাত্রত্বক সমুদায়ই অত্যন্ত অম্ল গন্ধযুক্ত (The sour

smelling stool has always been regarded as the most characteristic symptom of Rheum.)।

রিউমে আর একটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে—মস্তক ঘর্ম্ম, ইহা প্রচুর এবং সর্ব্বদা হয়। শিশু নিদ্রিত কিংবা জাগরিত, স্থির কিংবা সঞ্চালন যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না, মস্তকের চুল সকল সময়েই ভিজা, এই ঘর্ম্ম অম্লগন্ধযুক্ত হইতে পারে কিংবা নাও পারে (কেলকেরিয়া, স্যানিকিউলা)।

রিউম রোগী অস্থির প্রকৃতির, সমস্ত রাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে এবং অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট মলত্যাগ করে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০ সচরাচর ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যামো, কলোসিন্থ, হেপার, ইপিকাক, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, সালফার।

অনুপূরক—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে দুগ্ধ পরিপাক না হইলে এবং শিশু অম্ল গন্ধযুক্ত হইলে, রিয়ম প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—গাত্র অনাচ্ছাদনে, আহারের পর, সঞ্চালনে (moving about)।

স্পাইজেলিয়া (Spigelia)

স্পাইজেলিয়ার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে হৃৎপিণ্ড, চক্ষু এবং স্নায়ুর উপর। স্নায়ুশূলে বিশেষতঃ বাম অক্ষি পুটের ইহা একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ স্পাইজেলিয়া সাধারণতঃ রক্তশূন্য, দুর্ব্বল, বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। স্নায়বীক শিরঃপীড়া। পর্য্যায়শীল (periodical) মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি উঠিয়া বাম চক্ষুতে বিস্তারিত হয়। প্রাতঃকালে যন্ত্রণা সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া দ্বিপ্রহরে ভীষণ হইয়া সন্ধ্যার সময় হ্রাস হয়।

২। অক্ষিপুট স্নায়ুশূলের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রণা সূর্য্য উদয় এবং অস্তের সহিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়। মনে হয় অক্ষি গোলক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে—চক্ষু সঞ্চালনে স্পর্শে, ঠাণ্ডায়, স্যাঁৎসেঁতে এবং বৃষ্টি বাদল সময়ে বৃদ্ধি হয়।

৩। বক্ষঃস্থলে বিশেষতঃ বাম হৃৎপিণ্ডে সূচীভেদবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা বাম বাহু বাম গ্রীবাতে বিস্তারিত হয়। রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে কিংবা মস্তক উচু করিয়া শয়ন করিতে বাধ্য হয় (ক্যাক্টাস, স্পঞ্জিয়া)।

৪। হৃৎস্পন্দন ভীষণ হয়। বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং দূর হইতে শব্দ শুনা যায়। সামান্য সঞ্চালনে, শরীর সম্মুখদিকে নত করিলে বৃদ্ধি হয়।

৫। রক্তশূন্য, দুর্ব্বল, বাত ধাতু গ্রস্থ, গণ্ডমালা ধাতুযুক্ত কৃমির উপদ্রব বিশিষ্ট ব্যক্তিতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সাধারণ লক্ষণ

তীক্ষ্ণ খোঁচা মুখযুক্ত বস্তু যেমন পিন, আলপিন, ইত্যাদি দেখিলে ভীত হয়।

২। প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা গলদেশে সমাবেশ হয় তদহেতু রাত্রিতে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

৩। দন্তশূল—ধূমপানে বৃদ্ধি হয়, কেবল শয়নে এবং আহার কালীন উপশম হয়। শীতল বায়ু এবং শীতল জলে বৃদ্ধি হয়।

৪। তোতলামি—একটি অক্ষর ৩।৪ বার পুনরাবৃত্তি করে ক্রিমির উপদ্রব এবং নিম্নোদরের গোলমাল থাকে।

মানসিক লক্ষণ—রোগী, ভীত, স্নায়ুপ্রধান, কোন প্রকার তীক্ষ্ণ যেমন পিন আলপিন এই প্রকার বস্তু দেখিলে অত্যন্ত ভীত হয়।

অক্ষিপুট স্নায়ুশূল (Ciliary neuralgia)—অক্ষিপুট স্নায়ুশূলে স্পাইজেলিয়ার স্থান অতি উচ্চ (This remedy is our mainstay in ciliary neuralgia)। যন্ত্রণা প্রাতে সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, সন্ধ্যায় সূর্য্যের অস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার হ্রাস হয় এবং যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া বাম চক্ষুতে বিস্তারিত হয়। স্পাইজেলিয়ার অক্ষিপুট স্নায়ুশূলের ইহাই হইতেছে বিশেষত্ব। যন্ত্রণা যে কোন চক্ষুতে বিস্তারিত হইতে পারে কিন্তু স্পাইজিলায় বাম চক্ষুই অধিক আক্রান্ত হয়। চক্ষুতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশ স্পর্শ করা যায় না, অক্ষি গোলক আকারে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এতদসহ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় আক্রান্ত চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে এবং সর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে।

স্পাইজেলিয়ার শিরঃপীড়া, প্রায়ই এক পার্শ্বে বিশেষভাবে বামপার্শ্বে অধিক হয় (দক্ষিণ পার্শ্বে—সাইলিসিয়া, স্যাঙ্গুইনেরিয়া) এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হয়।

মিজিরিয়াম—ইহাও অক্ষিপুট শূল যন্ত্রণায় একটি উত্তম ঔষধ। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং নিম্নদিকে ঠেলা মারে। চক্ষু শীতল বলিয়া বোধ হয় মনে হয় যেন শীতল বায়ুর স্পর্শ লাগিতেছে। মিজিরিয়াম অস্থিতে যন্ত্রণা হইলে এবং পারদের দোষ বর্ত্তমান থাকিলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

থুজা—ইহাকে অনেকে অক্ষিপুট স্নায়ুশূলে প্রয়োগ করেন, ইহাতেও মিজিরিয়ামের ন্যায় চক্ষুতে শীতলতা বোধ থাকে কিন্তু ইহার যন্ত্রণার গতি ঊর্দ্ধদিকে (shoots upwards)

সিড্রন—স্নায়ুশূলের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যে যন্ত্রণা প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে হয়।

হৃৎশূল—হৃৎশূলে স্পাইজেলিয়াকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। বাম বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। বক্ষঃস্থল হইতে যন্ত্রণা বাহু এবং গ্রীবাতে বিস্তারিত হয়। বক্ষঃস্থলে হস্ত রাখিলে সূক্ষ্ম ঘড ঘড় শব্দের অনুভূতি হয়। হস্ত এবং বাহুর সামান্য সঞ্চালনেই রোগী অস্বস্থি বোধ করে। বাম পার্শ্বে শুইতেই পারে না, নাড়ীর স্পন্দন হৃৎপিণ্ডের গতির সহিত সমতা থাকে না। যন্ত্রণা ক্যাক্টাসের অপেক্ষা কম বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে (ফস্ফ, নেট্রাম মিউর) অথবা মস্তক অত্যন্ত উচু করিয়া শুইতে বাধ্য হয়। সামান্য সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় (স্পাজা)। হৃৎপিণ্ডের বাতে স্পাইজিলিয়াকে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। এতদ বিষয়ের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্রিমি—ক্রিমির দরুণ বক্রদৃষ্টি হইলে স্পাইজিলিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (সিনা)। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চক্ষুর ধার কালিমাযুক্ত হয়। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে রোগী বমনোদ্বেগ এবং নাভির চারিপার্শ্বে যন্ত্রণা বোধ করে। মলের সহিত শ্লেষ্মা এবং ক্রিমি মিশ্রিত থাকে।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল (Prosopalgia)—ইহাও অক্ষিপুটের স্নায়ুশূলের ন্যায় যন্ত্রণা প্রত্যহ হয় না বরং পর্য্যায়শীলরূপে (periodically) হয়

এবং যন্ত্রণা বামপার্শ্বেই অধিক হয়। সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া সন্ধ্যার সময় উপশম হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টি বাদলের দিনে এবং চা পানে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

দন্তশূল—ইহার দন্তশূলের যন্ত্রণা স্নায়বিক প্রকৃতির (neuralgic)। ধুম পানে বৃদ্ধি হয়। শয়নে এবং আহারকালীন উপশম বোধ করে।

হৃৎকম্পন (Palpitation)—স্পাইজেলিয়ার হৃৎকম্পন অত্যন্ত ভীষণ হয়, এমন কি ইহা বাহির হইতে দেখা যায় এবং শুনা যায় (violent, visible and audible)। সামান্য সঞ্চালনে, শরীর সম্মুখদিকে নত করিলে বৃদ্ধি হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অধিকাংশ চিকিৎসক নিম্নক্রম ৩x, ৬x, ব্যবহার করেন। আমি উচ্চক্রম ৩০, ২০০ শক্তি অধিক অনুমোদন করি এবং স্নায়ু প্রধান রোগীদিগেতে উচ্চ শক্তিই প্রয়োগ হওয়া উচিৎ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যাক্টাস, ডিজিটালিস, থুজা, ক্যালমিয়া—হৃৎপিণ্ডের রোগে।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, গোলমালে, স্পর্শে, চক্ষু নাড়াচাড়ায়, ঝাঁকুনি, বিকম্পন, মানসিক অস্থিরতায়।

রোগের উপশম—মস্তক উচু করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (আর্স, ক্যাক্টাস, স্পঞ্জিয়া)।

মিলিফোলিয়াম (Millefolium)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাত ঔষধ ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে—রক্তস্রাব। রক্ত লাল উজ্জ্বল বর্ণ, ইহার রক্ত স্রাবের বিশেষত্ব হইতেছে—যন্ত্রণাশূন্যতা অর্থাৎ রক্তস্রাবের সহিত যন্ত্রণা বিশেষ থাকে না। রক্তস্রাব জরায়ু, মূত্রপথ, মলদ্বার, ফুসফুস্, নাসিকা, উদর ইত্যাদি যে কোন স্থান হইতেই হউক রক্ত তরল উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং যন্ত্রণাশূন্য হইলে মিলিফোলিয়ামকে চিন্তা করিবে—

মিলিফোলিয়ামের রক্ত স্রাবের সহিত একোনাইটের ন্যায় উদ্বিগ্নতা কিংবা জ্বর থাকে না। (painless drainage, from nose, lungs, uterus, after labor or abortions, after great exertion, after miscarriage)—আঘাত, গর্ভপাত, প্রসব ইত্যাদি জনিত উক্তপ্রকার রক্তস্রাব হইলেও আমরা মিলিফোলিয়ামকে উচ্চস্থানে দিয়া থাকি, প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে (post-partem haemorrhage) ইহা প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করে।

যে সমুদয় ব্যক্তির অধিক রক্তস্রাব হয় কিংবা রক্তস্রাব প্রবণতা অধিক যেমন প্রসবান্তে, দন্তোৎপাটনে, শস্ত্রোপচারে (operation) অধিক রক্তস্রাব হয় কিংবা আশঙ্কা থাকে সেইরূপ স্থলে মিলিফোলিয়াম কিংবা ল্যাকেসিস পূর্ব্বে একমাত্রা উচ্চক্রম সেবন করাইয়া দিবে (A haemorrhage patient should have a dose of millefolium or lachesis before going into confinement, or before having teeth extracted or operation-Kent)। মিলিফোলিয়াম যেমন উক্তরূপ অবস্থায় পূর্ব্বে ব্যবহার হয় তেমনি পরেও, যখন রক্ত শীঘ্র বন্ধ হয় না সেইস্থলেও ব্যবহার হয়।

টাইফয়েডে, মলদ্বার, অন্ত্র, অর্শ, মলদ্বারের আঁচিল, আঘাত, ক্ষত ইত্যাদি যে স্থান হইতেই রক্তস্রাব হউক,—রক্তস্রাব, তরল যন্ত্রণাশূন্য এবং উজ্জ্বল হইলে মিলিফোলিমাকে প্রাধান্য দিবে। ধমনী শিথিল হইয়া যায়। ধমনীর রক্ত রোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া বশতঃ (Atony of the blood-vessels) এইপ্রকার রক্তস্রাব সহজেই হইয়া থাকে এবং রক্ত শীঘ্র বন্ধ হইতেও চাহে না।

মূত্রপিণ্ডে প্রদাহ কিংবা যন্ত্রণা বশতঃ রক্ত প্রস্রাবে ইহা অধিকাংশ স্থলে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। প্রস্রাব রক্তমাখা এবং রক্তের চাপ (clots) তলানিযুক্ত—রক্ত বহুদিন যাবৎ লাগিয়া থাকে, প্রস্রাব অসারেও হয়।

মিলিফোলিয়ামের রক্তস্রাব শীঘ্র শুষ্ক হয় না—অনেক দিন অল্প অল্প লাগিয়া থাকে—ইহা মিলিফোলিয়ামের একটি বিশেষত্ব জানিবে।

মিলিফোলিয়ামে রক্তস্রাবের পরও ভীষণ রক্তাধিক্যতা (congestion) থাকে—এতদহেতুই শস্ত্রক্রিয়ার পর ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না—উজ্জ্বল রক্তস্রাব অল্প বিস্তর লাগিয়া থাকে। মিলিফোলিয়ামের কাশি কিংবা রক্তস্রাবে—আর একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—ইহার সহিত জ্বর বর্ত্তমান থাকে না।

ইপিকাক—ইহাও রক্তস্রাবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহাতে বমন এবং বমনোদ্বেগ থাকে ও সময় সময় বেগের সহিত নির্গত হয়—কিন্তু মিলিফোলিয়ামের রক্তস্রাব—নিশ্চিষ্ট প্রকৃতির (passive), বমন কিংবা বমনোদ্বেগ ইত্যাদি কিছুই থাকে না।

হেমামেলিস—ইহার রক্তস্রাব মিলিফোলিয়াম অপেক্ষাও নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির কিন্তু ইহার স্রাব মিলিফোলিয়ামের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ নয় বরং শৈরিক বর্ণ (venous blood)।

থাইসিস (Phthisis) এবং রক্তকাশি—রক্তস্রাবী থাইসিসের প্রথমাবস্থায় মিলিফোলিয়াম প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়।

আঘাত প্রাপ্ত হেতু কিংবা কোন স্নায়ু ছিঁড়িয়া গিয়া রক্ত কাশেও মিলিফোলিয়াম নির্ব্বাচিত হয়। কাশির সহিত উজ্জ্বল রক্ত নির্গত হয়। এইপ্রকার রক্তকাশি মাসিক ঋতুস্রাব কিংবা অর্শ অবরুদ্ধ হেতুও হয়—সেইরূপ স্থলেও মিলিফোলিয়ামকে চিন্তা করা যাইতে পারে। আঘাতপ্রাপ্ত হেতু রক্তকাশে—আর্ণিকাও একটি উত্তম ঔষধ বটে—কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় রক্তস্রাব অধিক থাকিলে সেইরূপ স্থলে মিলিফোলিয়াম অধিক কার্য্য করে। মিলিফোলিয়ামে রক্তস্রাব প্রত্যহ ৪টার সময় প্রায় প্রকাশ পায় (লাইকো)। আঘাত প্রাপ্ত হেতু ফুসফুস, উদর ইত্যাদি স্থল হইতে

রক্তস্রাবে আর্ণিকা ব্যবহারে সম্পূর্ণ রোগ আরোগ্য না হইলে মিলিফোলিয়ামকে চিন্তা করিবে। Aman thrown from a carriage had continued to cough up blood for many weeks was cured by this remedy very high, কোন জিনিষ উত্তোলন করিতে কিংবা পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হেতু ভিতরে ভিতরে রক্তস্রাব হইলেও মিলিফোলিয়ামকে উচ্চস্থান দিবে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম অধিক প্রয়োগ হয় কিন্তু আমি সচরাচর ৩০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি। পুস্তকে মূল অরিষ্ট এবং ৩x, ৬x ইত্যাদি ক্রমেয় উল্লেখ দেখিতে পাই।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হেমামেলিস, ইরিকটাই, আর্ণিকা।

রোগীর বিবরণ

হাওড়া জেলার একটি রোগী দেখিতে যাই। সম্ভ্রান্ত ঘরের এক মহিলা বয়স প্রায় ৩০ হইবে। রক্তস্রাব হইতেছে, একজন আমারই পরিচিত এলো-প্যাথিক চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন। একই সঙ্গে উভয়ই সেই রোগীর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। তিনি তাহার ঔষধের কার্য্যের উপর গ্যারান্টী দিয়া বলিলেন অদ্যই সন্ধ্যার মধ্যে রক্তস্রাব অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে অথচ তৎপর দিন পর্য্যন্ত একশিশি ঔষধ খাইয়া ফেলিলেন কিন্তু কোনই উপকার দেখা দিল না। আবার তিনি পুনরায় আমার নিকট আসিলেন এবং উভয়কেই লইয়া গেলেন—আমার বন্ধু এলোপ্যাথিক চিকিৎসক এত নিশ্চিত করিয়া বলিয়া আসা সত্বেও কোনই উপকার না হওয়ায়—অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিতে লাগিলেন এবং গৃহস্থকে বলিলেন—আর একজন বিজ্ঞ স্ত্রী চিকিৎককে পরামর্শের জন্য লইয়া আসা হউক। তখন রোগীর স্বামী আমাকে বলিলেন—আপনি কোন ঔষধ দিবেন কি ?—আমার পকেটে তাহার পূর্ব্বদিন হইতেই মিলিকোলিয়াম ৩০ একশিশি ছিল—আমি তাহা হইতে কয়েক ফোঁটা সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসি এবং জানিতে পারিলাম—তাহাতেই রক্তস্রাব অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে, এইপ্রকারে কয়েক দিনের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

রিউমেক্‌স (Rumex)

ইহার সম্পূর্ণ নাম রিউমেক্‌স ক্রিস্‌পাস। শরীরের তিনটি স্থানে ইহার প্রধান প্রয়োগ দেখা যায়— (১) শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র, (২) উদর এবং (৩) গাত্রত্বক।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। **শীতল বায়ু ভীষণ স্পর্শাধিক্য।** স্বরভঙ্গ সন্ধ্যায় এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি।

২। গলদেশের নিম্নে খুস্‌ খুস্‌ করিয়া শুষ্ক কাশির উদ্রেক (Tickling in throat pit)

৩। শুষ্ক কাশি, ভীষণ কষ্টজনক। বায়ুর পরিবর্ত্তনে (ফস্ক, স্পঞ্জিয়া) সন্ধ্যায় শয়নে, গলদেশ স্পর্শে কিংবা চাপে, বামপার্শ্বে শয়নে (ফস্ক) সামান্য শীতল বায়ু সেবনে (from slightest inhalation of cool air) কাশি বৃদ্ধি হয়। রোগী ঠাণ্ডা বায়ুর ভয়ে মস্তক, মুখমণ্ডল বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখে। কাশিতে শ্লেষ্মা বিশেষ কিছুই উঠে না। গরমে কাশির উপশম বোধ করে।

৪। প্রাতঃকালীন উদরাময়—প্রত্যুষে রোগীকে মলত্যাগের বেগে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় (এলোজ, নেট্রাম সালফ, পড, সালফার)। মল যন্ত্রণাশূন্য, প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত।

৫। শরীরের নানাস্থানে চুলকায়। ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং গরমে উপশম হয়। গাত্রাবরণ খুলিলে, গাত্র খালি করিলে ঠাণ্ডা লাগাইলে ভীষণ চুলকায় (হেপার, নেট্রাম সালফ, ওলিএণ্ডার)।

সাধারণ লক্ষণ

১। কাশি, হাঁচিতে অসারে মূত্র নির্গত হয় (কষ্টি)

২। কণ্ঠনলী, বায়ুনলী কাশিকালীন কাঁচা কাঁচা বোধ হয়। চড় চড় করে (কষ্টিকাম)।

কাশি—রিউমেক্সের কাশি ভীষণ হয়। কাশি শুষ্ক, শ্লেষ্মা বিশেষ কিছুই থাকে না। কাশিতে কাশিতে রোগী অস্থির এবং বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং কাশি চাপে, কথাবার্ত্তায়, বিশেষরূপে শীতলবায়ু সেবনে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। রোগী শীতল বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। সামান্য শীতল বায়ু সেবনেই ভীষণ কাশির উদ্রেক হয়। এতদ ভয়ে রোগী মুখমণ্ডল, মস্তক সমুদায় কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখে। হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায় কণ্ঠনলী এবং বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শীতল বায়ুতে এত অধিক স্পর্শাধিক্য, বোধ হয় আর কোন ঔষধে দেখা যায় না (There is perhaps no remedy under which the sensibility of the mucous membranes of the larynx and trachea becomes more exalted than this one, the patient must cover up the head in bed inorder to protect these membranes from contact with the air, which immediately excites cough)। যদিও ফস্‌ফরাস, স্পঞ্জিয়ায় শীতল বায়ু সেবনে কাশি বৃদ্ধি হয় কিন্তু রিউমেক্সের ন্যায় তত অধিক নয়। সকল চিকিৎসকই রিউমেক্সকে খুস খুসে কাশির সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলেন। এই খুস খুস বুকাস্থির (sternum) উপরে কিংবা ঈষৎ নিম্ন হইতে আরম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত রিউমেক্সে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে কাশিকালীন সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা ঠিক বাম স্তনের বোঁটার নিম্নে বাম ফুসফুসের ভিতর দিক দিয়া প্রকাশ পায়।

কাশি রাত্রিতে প্রায় ১১ টার সময় শয়নকালীন বৃদ্ধি হয়, নিদ্রা হউক কিংবা নাই হউক কাশি বৃদ্ধি হয় (নিদ্রা আসিলেই কাশি বৃদ্ধি হয়, রোগী নিদ্রা যাইতে ভয় পায়—ল্যাকেসিস্) এতদ্ব্যতীত বামপার্শ্বে শয়নেও কাশি বৃদ্ধি হয় (ফসফরাস)

উদরাময়—প্রাতঃকালীন উদরাময়ে রিউমেক্সকে সালফার এবং এবং পডফাইলামের সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়। ইহার উদরাময় কটাবর্ণ এবং উদরাময়ের সহিত উক্ত প্রকার কাশি বর্ত্তমান থাকা উচিত। রিউমেক্সের কাশিই হইতেছে বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। পেটে যন্ত্রণা থাকে না, মল, প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত হঠাৎ মলত্যাগের বেগে টানিয়া লইয়া যায়।

চুলকানি—চুলকানি গাত্রের বস্ত্র খুলিলেই বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ গাত্রত্বক ঠাণ্ডা লাগিলেই ভীষণ চুলকাইতে থাকে। চুলকানি ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়, উত্তাপে উপশম হয়। (হেপার, নেট্রাম সাল্ফ, ওলিএণ্ডার)। চুলকানির পীড়কাগুলি (eruptions) দেখিতে অনেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমবাতের সদৃশ।

নেট্রাম সালফে যদিও এইরূপ চুলকানি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার সহিত হাবা কিংবা ম্যালেরিয়ার কারণ বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—বেলেডোনা, কষ্টিকাম, হাইওসিয়ামাস, ফস্ফরাস, সালফার।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুতে, শয়নে।

রোগের উপশম—উত্তাপে, গরমে, মুখগহ্বর আবৃত রাখায়।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া (Sanguinaria)

ইহার সম্পূর্ণ নাম স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস। ইহাতে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়, বিশেষরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর ইহার যথেষ্ট কার্য্য প্রকাশ পায়। এতদহেতু গণ্ডস্থলে গোলাকার আকৃতি লোহিতাভাযুক্ত দাগ, উত্তাপ, মস্তক এবং বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্যতা, কপালের পার্শ্বের ধমনীর স্ফীতি, হস্তের চেটো এবং পায়ের তলার জ্বলন ইত্যাদি সমুদায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শিরঃপীড়া—৭ দিন, ১০ দিন পর এইরূপ ফিরিয়া ফিরিয়া হয়। শিরঃপীড়ার সহিত বমনোদ্বেগ এবং বমন বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা সম্পূর্ণ বিশ্রামে, অন্ধকার গৃহে, উপশম হয়। প্রাতে সূর্য্যের উদয়ের সহিত শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হইয়া সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হয়। যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি উঠিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে শেষ হয় (বাম চক্ষু—স্পাইজেলিয়া)।

২। গণ্ডস্থলে লোহিতাভ গোলাকৃতি দাগ (circumscribed red cheeeks)।

৩। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির ত্রিকোণ পেশীতে বাত, রোগী হস্ত মস্তকোপরি উত্তোলন করিতে পারে না।

৪। কাশি শুষ্ক খুস্‌খুসে, রাত্রিতে কাশিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসে। উপবেশনে এবং বায়ুনিঃসরণে কাশি উপশম হয়।

৫। কাশি এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

৬। রজোনিবৃত্তিকালের উপসর্গ—সালফারে এবং ল্যাকেসিসে উপশম না হইলে স্যাঙ্গুইনেরিয়া বিবেচ্য।

সাধারণ লক্ষণ

১। নাসিকা অর্ব্বুদ।

২। স্বল্প চর্ম্মযুক্ত স্থানে যন্ত্রণা যেমন টিবিয়া।

৩। গলদেশে যন্ত্রণা।

৪। স্বল্প ঋতুস্রাব হেতু মুখ-ব্রণ।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় ইহার বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু ইহার শিরঃপীড়ায় বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি উঠিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে গিয়া স্থগিত হয় (সাইলিসিয়া। বাম চক্ষু—স্পাইজেলিয়া) এবং শিরঃপীড়ার সহিত বমন ও বমনোদ্বেগ থাকে। রোগী স্থিরভাবে, অন্ধকার গৃহে এবং নিদ্রায় উপশম বোধ করে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যন্ত্রণা প্রাতে আরম্ভ হইয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া সন্ধ্যায় উপশম হয়। যন্ত্রণায় মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে মনে হয়, নিদ্রায় হ্রাস হয়। যন্ত্রণা যখন বৃদ্ধি হয় রোগী গোলমাল, কোনও প্রকার শব্দ কিংবা ঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না এবং যন্ত্রণা যখন চরমে উঠে বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়, ভুক্তদ্রব্য এবং পিত্ত বমন করে। নিদ্রা এবং অন্ধকার গৃহ ব্যতীত মূত্র ত্যাগেও উপশম বোধ করে। সেঙ্গুইনেরিয়া পুরাতন মেয়াদী (periodical) শিরঃপীড়ায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

বেলেডোনা—ইহার সহিত কতক বিষয়ে স্যাঙ্গুইনেরিয়ার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, উভয় ঔষধেই গোলমাল, আলো সহ্য হয় না এবং যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু স্যাঙ্গুইনেরিয়ার যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হয় এবং শয়নে উপশম হয় আর বেলেডনার যন্ত্রণা কপালের দুই পার্শ্বে ধমনীতেই অধিক হয় এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় উপশম হয়।

আইরিস্—ইহার শিরঃপীড়ার সহিতও বমনোদ্বেগ হয় এবং যন্ত্রণা ফিরিয়া ফিরিয়া আসে ৫ দিন, ৭ দিন, ১০ দিন পর এইরূপ হয়। এই প্রকার শিরঃপীড়া স্কুল-শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্রদিগের মধ্যে অধিক হয়। যন্ত্রণা ভীষণ হয় এবং দপ্ দপ্ প্রকৃতির এবং চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশে অধিক প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা যখন অত্যন্ত অধিক হয় অম্ল অথবা তিক্ত বমন হইতে থাকে।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ায় স্যাঙ্গুইনেরিয়ার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 'কাশির সহিত ঈষৎ' কটাবর্ণ (rust colored) গয়ের উঠে, অত্যন্ত কষ্টজনক শ্বাসকষ্ট, হস্তপদ উত্তপ্ত অথবা বরফবৎ শীতল। হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল, রোগী মূর্চ্ছা যায়, প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং বমনোদ্বেগ থাকে। নিউমোনিয়ায় সেঙ্গুইনেরিয়ায় একটি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহা হইতেছে circumscribed red cheeks অর্থাৎ গণ্ডস্থলে লোহিতাভ গোলাকার দাগ।

ভিরেট্রাম ভিরেডি—ইহার সহিত কতক বিষয়ে স্যাঙ্গুইনেরিয়ার সাদৃশ্য রহিয়াছে উভয় ঔষধেই রক্তাধিক্যতা প্রবলতা অত্যন্ত অধিক, তথাপি ভিরেট্রাম ভিরেডির arterial excitement অধিক প্রবল থাকে। কিন্তু Hepatization আরম্ভ হইলে ভিরেট্রাম আর প্রয়োগ হয় না। ভিরেট্রাম ভিরেডির যাহা কিছু কার্য্য তদসমুদায়ই রক্তাধিক্যতা অবস্থায়।

এণ্টিমটার্ট—সেঙ্গুইনেরিয়ার সহিত সাদৃশ্য যখন রক্ত oxygen অভাবে কার্ব্বনের আধিক্যবশতঃ মুখমণ্ডল নীল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঘড় ঘড় কাশি ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

সালফার—সহজারোগ্য (resolutiom) অবস্থায় যখন ফুস্ ফুস্ শীঘ্র পরিষ্কার হইতেছে না এবং গয়ের পুঁজের ন্যায় হয় তখন সালফার অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য করে এবং যখন গয়ের অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় এমন কি রোগী নিজেই ইহা টের পায় তখন সেঙ্গুইনেরিয়াকেই উচ্চস্থান দিবে।

বাত—স্কন্ধাস্থির ত্রিকোণ পেশীর (deltoid muscle) বাতে সেঙ্গুইনেরিয়া উত্তম কার্য্য করে দক্ষিণ পার্শ্বের ত্রিকোণ পেশীতে ইহা অধিক

নির্ব্বাচিত হয়। রোগী দক্ষিণ হস্ত মস্তকে উত্তোলন করিতে পারে না (ফেরাম মেট—বাম পার্শ্বের ত্রিকোণ পেশীতে উত্তম কার্য্য করে)।

ব্রণ (Acne)—যে সমুদায় স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুস্রাব স্বল্প হয় এবং যাহাদিগের রক্তসঞ্চালনক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন হয় না তাহাদিগের মুখ-মণ্ডলের ব্রণে সেঙ্গুইনেরিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

বহু পাদ (Polypi)—সেঙ্গুইনেরিয়ার প্রয়োগ নাসিকার mucous polypi অর্থাৎ বহু পাদে (নাসা) অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সহজেই রক্তস্রাব হয় এবং এতদসহ মুখ হইতে প্রায়ই প্রচুর লালাস্রাব এবং নাসিকা হইতে জলবৎ তরল সর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে।

কাশি—কাশি শুষ্ক, কাশিতে কাশিতে রোগী রাত্রিতে জাগিয়া শয্যায় উঠিয়া না বসা পর্য্যন্ত উপশম হয় না এবং মলদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ হইলেও উপশম হয়। কাশি সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়, শয্যায় উঠিয়া বসিলে এবং বায়ু উদ্গারে উপশম (পালসেটিলা)। কাশি শুষ্ক অবস্থা হইতে ক্রমশঃ তরল হয় এবং তরল কাশির গয়ের অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসও অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত হয় (Loose cough with badly smelling sputa, the breath and sputa smelling badly to the patient himself)। এই প্রকার দুর্গন্ধতা ক্যাপ্সিকামেও রহিয়াছে, ইহার বিষয়েও চিন্তা করিবে। ব্রোঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়ার পর এই প্রকার কাশি অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইরূপ অবস্থা হইতে রোগী শীঘ্রই ক্ষয়কাশে পরিণত হয়।

রজোনিবৃত্তিকালের উপসর্গ (Climacteric ailments)—শ্বেতপ্রদর এবং উত্তাপ বোধ, হস্তপদের জ্বলন, স্তন বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ল্যাকেসিস কিংবা সালফার প্রয়োগে উপকার না হইলে সেঙ্গুইনেরিয়া চিন্তা করিবে।

রক্তস্রাব—রজোনিবৃত্তিকালে জরায়ু রক্তস্রাবে সেঙ্গুইনেরিয়া বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয়। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, চাপ চাপ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

রক্তস্রাবের সহিত বমনোদ্বেগসহ শিরঃপীড়া (sick headache) বর্ত্তমান থাকিলেই ইহা উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলউসন—আমরা ৩০, ২০০ অধিক ব্যবহার করি। ডাক্তার বোরিক তাঁহার গ্রন্থে শিরঃপীড়ায় মূল অরিষ্ট এবং বাতে নিম্নক্রম অধিক অনুমোদন করেন। আমার নিম্নক্রমের অধিক অভিজ্ঞতা নাই। নাসিকার অর্ব্বুদে নিম্নক্রম ৩x ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—বমনোদ্বেগযুক্ত শিরঃপীড়ায় আইরিস, মিলিফোলিয়াম। রজোনিবৃত্তি কালের উপসর্গে—সালফার, ল্যাকেসিস। পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিস কিংবা গুপ্ত নিউমোনিয়ায়—চেলিডোনিয়াম, ফক্ষ, সালফার।

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পার্শ্বে, সঞ্চালনে, স্পর্শে।

রোগের উপশম—নিদ্রায়, অন্ধকারে।

স্যাম্বুকাশ (Sambucus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম স্যাম্বুকাশ নাইগ্রা। ইহার অধিকাংশ কার্য্যই শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে এবং বিশেষতঃ শিশুদিগের শুষ্ক সর্দ্দি এবং নাক সেঁটে ধরায় প্রকাশ পায়।

নাক সেঁটে ধরা (Snuffles)—এই রোগ শিশুদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্যাম্বুকাশ তাহার একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্লেষ্মা নাসিকায় বিশেষ কিছুই থাকে না, শুষ্ক, নাসিকা সম্পূর্ণ সেঁটে যায় শিশু নাসিকা দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লইতে বাধ্য হয় (এমন কার্ব্ব)।

আক্ষেপিক হাঁপানি (**Asthma millari**—)হঠাৎ প্রায় মধ্য রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থা হইতে শিশু শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়া জাগিয়া শয্যায় উঠিয়া বসে। শিশুর মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য হাঁপাইতে থাকে। রোগী মৃতবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইভাব আপনা হইতে কাটিয়া গিয়া পুনরায় শিশু নিদ্রা যায় আবার আক্রান্ত হইয়া উঠিয়া বসে। শিশু নিশ্বাস সহজে গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু ফেলিতে পারে না (child inspires but cannot expire—Chlorine, Mephites) অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয়। শিশু আক্রমন অবস্থাতেই শুইয়া পড়ে (লেকেসিস)।

কাশি—শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। কাশি প্রায় মধ্য রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থলে আক্ষেপ (spasm) হয়। নিশ্বাস সহজে এবং নিয়মিতরূপে গ্রহণ করে কিন্তু ফেলিবার সময় দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে হয় কাশি ফাঁপা শব্দযুক্ত এবং সময় সময় হুপিং কাশির ন্যায়।

জ্বর

সময়—অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যায়।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। হস্ত পদ বরফবৎ শীতল, অথচ শরীরের আর সমুদায় অংশ স্বাভাবিক উষ্ণ। শীত প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকে।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। গাত্রাচ্ছাদন ফেলিতে চায় না (dread of uncovering)। মুখমণ্ডল গাত্রত্বক উত্তপ্ত এবং পদদ্বয় বরফবৎ শীতল। নিদ্রিত অবস্থায় গাত্রত্বক শুষ্ক এবং উত্তপ্ত থাকে (dry heat while sleeps)

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা থাকে না। নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই মুখমণ্ডলে এবং সমুদায় শরীরময় প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় অর্থাৎ জাগরিত অবস্থায় সমুদায় গাত্র ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া থাকে, নিদ্রিত হইয়া পড়িলে অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় পুনরায় সমুদায় শরীর শুষ্ক হয় (Profuse sweat breaks out on the face without thirst, while

awake, sweat stood in drops upon the face and extends over the entire body during waking hours. On going to sleep (again the dry heat returns,) (নিদ্রিত হইয়া পড়িলেই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় জানিলে—থুজা, আবৃত স্থানে ঘর্ম্ম—বেলেডনা। শরীরের এক পার্শ্বে ঘর্ম্ম—পালসেটিলা)।

নিদ্রিত অবস্থায় গাত্রত্বক শুষ্ক এবং উত্তপ্ত জাগরিত হইলেই প্রচুর ঘর্ম্ম ইহা একমাত্র স্যাম্বুকাশেই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় (চায়নায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয় বটে, কিন্তু পিপাসা থাকে)।

আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে শীত আসিবার পূর্ব্বে শুষ্ক কাশি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইতে থাকে।

শোথ—পদদ্বয়ে এবং পেটে জলপূর্ণবৎ স্ফীতি প্রকাশ পায় এবং পদদ্বয় বরফবৎ শীতল হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—মূল আরিষ্ট এবং নিম্নক্রম অনেককে ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই কিন্তু আমি ২০০ শক্তি অধিক অনুমোদন করি।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রায়, বিশ্রামে, ফল ভক্ষণের পর।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে, শয্যায়, উপবেশনে।

ট্যাবেকাম (Tabacum)

ইবার বাংলা নাম তাম্রকুট অর্থাৎ তামাক। ইহাতে নিকোটিন নামক পদার্থ থাকায় শরীরে অত্যন্ত অপকার সাধন করে। তামাকের ফিজিও-লজিকেল কার্য্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার মুখ্য ক্রিয়া ভীষণ বমনোদ্বেগ এবং বমন, রোগী মৃতবৎ ফ্যাকাসে রক্তশূন্য এবং শীতল ঘর্ম্ম। গৌনক্রিয়া অগ্নিমান্দ্য, দৃষ্টি দুর্ব্বলতা এবং হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (dilatation of heart)।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। গাত্রত্বক বরফবৎ শীতল। শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত।

২। শিরঃঘূর্ণন—মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফ্যাকাসে। উপরে তাকাইলে এবং চক্ষু খুলিলেই (on opening the eyes) বৃদ্ধি হয়। খোলা বাতাসে এবং বমনে উপশম হয়।

৩। বমন—ভীষণ শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় সামান্য নড়া চড়া করিলেই বৃদ্ধি হয়। বমনেচ্ছা সকল সময় যেন লাগিয়া থাকে। মুক্ত বায়ুতে উপশম হয়।

৪। শিশু নিম্নোদরের কাপড় খুলিয়া ফেলে কাপড় রাখিতে চায় না—ইহাতে বমন, বমনেচ্ছা উপশম হয়।

৫। হৃৎকম্পন বাম পার্শ্বে শয়নে ভীষণ হয়, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়।

৬। মূত্র পিণ্ডশূল (renal colic)—মূত্র প্রণালী দিয়া ভীষণ আক্ষেপিক (spasmodic) যন্ত্রণা হয়। বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় (কার্ব্ব)। ভীষণ বমনেচ্ছা এবং শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ থাকে।

৭। ভীষণ খালি খালি বোধ পাকস্থলী (ইপিকাক, সিপিয়া, হাইড্রাস)।

৮। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চোপসান, কোটরাগত, হিমাঙ্গবৎ শীতল, শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত।

৯। উদরাময় হঠাৎ, পীতাভ, ঈষৎ সবুজ, শ্লেষ্মাযুক্ত, জলবৎ তৎসহ ভীষণ বমন, বমনেচ্ছা, দুর্ব্বলতা এবং শীতল ঘর্ম্ম।

১০। হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয় হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বরফবৎ শীতল।

১১। নাড়ী অনিয়ম, সবিরাম, দুর্ব্বল, লুপ্তপ্রায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। গণ্ডস্থল এবং শরীরের পশ্চাদ্দেশ শুষ্ক হইয়া যায়।

২। পেশী মণ্ডলের সম্পূর্ণ অবসাদ।

৩। হাঁপানি, সামুদ্রিক বমন, শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি সমুদায় থাকিয় থাকিয়া হয়—

৪। হঠাৎ মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে যন্ত্রণা হয়—

৫। মস্তিষ্কের গোলযোগের দরুন দৃষ্টি অপরিষ্কার ঘোলা হয়।

মানসিক লক্ষণ—হতাশ, স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা। কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট নয়।

শিরঃঘূর্ণন—উপর দিকে তাকাইতে পারে না, উপর দিকে দেখিতে গেলেই এবং চক্ষু খোলা মাত্রই শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফ্যাকাসে। বমনে এবং খোলা বাতাসে শিরঃঘূর্ণন উপশম হয়।

শিরঃ পীড়া—প্রত্যুষে আরম্ভ হয়, দ্বিপ্রহরে ভীষণ যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। গোলমালে আলোতে সামান্য সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়া পর্য্যায়শীল (periodical) এক এক সময় যন্ত্রণা ২।৩ দিন একাদিক্রমে লাগিয়া থাকে। ভীষণ বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে। মুখমণ্ডল

ফ্যাকাসে শীতল। সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। জাহাজের মেজেতে, খোলা বাতাসে উপশম বোধ করে।

চক্ষুর দৃষ্টি—পরিষ্কার দেখিতে পায় না। ধোঁয়া ধোঁয়া দেখে, দৃষ্টিও তীর্য্যক হয়। চক্ষুর দৃষ্টির ব্যতিক্রম মস্তিষ্কের গোলমাল হইতেই উত্থিত হয়। রেটিনা (Retina) শুষ্ক অসাড় হইয়া আইসে।

বমন এবং পরিপাকক্রিয়া—বমন অত্যন্ত প্রবল, সামান্য নড়াচড়া আরম্ভ করিলেই এবং তামাকের ধুয়াতে বমন বৃদ্ধি হয় এবং শরীরে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। অন্তঃসত্ত্বা বস্থায় মুখে অত্যন্ত গয়ের উঠে এবং ভীষণ বমন হয়। পাকস্থলীতে ভীষণ শিথিল বোধ, যেন কিছুই নাই এবং তৎসহ বমনেচ্ছা (ইপিকাক, ষ্টাফিসাইগ্রিয়া)। শিশু নিম্নোদর অনাচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে এবং ঠাণ্ডা চায়; বমন এবং বমনেচ্ছা উপশম হয়।

উদরাময়—হঠাৎ, পীতাভ, অথবা ঈষৎ সবুজ, হড়হড়ে, তরল জলবৎ ভেদ হয়। উদরাময়ের সহিত বমনেচ্ছা, বমন, অবসন্নতা এবং শীতল ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে (ভিরেট্রাম)

মূত্রপিণ্ডশূল (Renal colic)—বাম মূত্র প্রণালীতে ভীষণ অক্ষেপযুক্ত যন্ত্রণা (বার্ব্বেরিস)। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বমনেচ্ছা এবং শীতল ঘর্ম্ম।

হৃৎকম্পন (Palpitation)—রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, বাম পার্শ্বে শয়নে ভীষণ হৃৎকম্পন হয় কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলেই উপশম বোধ করে।

কলেরা—ট্যাবেকামের প্রয়োগ কলেরায় অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। হিমাঙ্গ অবস্থায় ইহার সুনাম আছে। ট্যাবেকামের প্রবল বমনেচ্ছা, এবং সমুদয় শরীর বরফবৎ শীতল অথচ উদর বক্ষঃস্থল উষ্ণ বিশেষরূপ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে। এই দুইটি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ট্যাবেকাম নির্ব্বাচিত হয়।

এত ভীষণ বমনেচ্ছা এবং বমন হয় যে রোগীর প্রাণ বাহির হইয়া যায়। ভেদ বন্ধ হইয়াছে কিন্তু বিবমিষা, বমন যথেষ্ট রহিয়াছে। শরীরে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে—সমুদয় শরীর বরফবৎ শীতল কেবলমাত্র উদর প্রদেশ উষ্ণ এইরূপ স্থলে ট্যাবকামকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ট্যাবেকামের বমন এবং বমনেচ্ছা সামান্য নড়াচড়াতেই বৃদ্ধি :হয়। কিন্তু পেট অনচ্ছাদিত রাখিলে বমন এবং বমনেচ্ছা হ্রাস হয় এতদহেতু রোগী সর্ব্বদা পেটের কাপড় খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। ট্যাবেকামের শীতলতা—হাঁটু হইতে পদদ্বয়ের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত এবং হস্তদ্বয় বরফবৎ শীতল হয় অথচ সমুদয় শরীর উষ্ণ। এতদসহ শ্বাসকষ্টও বর্ত্তমান থাকে। নাড়ী ক্ষীণ দুর্ব্বল, অনিয়ম এবং লুপ্ত প্রায়। রাত্রিতে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে। (grinding of teeth at night)। ট্যাবেকাম শিশু কলেরায় অধিক প্রয়োগ হয়। ভেদ পীতাভ ঈষৎ সবুজ, শ্লেষ্মাযুক্ত।

এণ্টিমটার্ট—বমনেচ্ছায় ট্যাবেকামের সহিত এণ্টিমটার্টের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এণ্টিমটার্টে ভীষণ বমমোদ্বেগ থাকে, রোগী কেবল ওয়াক পাড়িতে থাকে অথচ বমন অধিক হয় না—রোগী হিমসিম খাইয়া যায়, সহজে বমন হয় না। রোগী শ্রান্ত হইয়া পড়ে—এতদসহ কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়—এবং বমনান্তে রোগী তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। বাম পার্শ্বে শয়নে বমন বমনেচ্ছা বৃদ্ধি হয়, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়। ট্যাবেকামে সামান্য নড়াচড়াতেই বমন বৃদ্ধি হয় এবং হয়ত কেবল মাত্র জল বমন করিয়া ফেলে। পেটের কাপড় খুলিয়া ফেলিলে এবং পেটে ঠাণ্ডা লাগাইলে বমন বমনেচ্ছা উপশম হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, ক্যাম্ফর, ভিরেট্রাম, এলবাম।

রোগের বৃদ্ধি—চক্ষু খুলিলে, সন্ধ্যায়, অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং গরমে, বাম পার্শ্বে শয়নে।

রোগের উপশম—খোলা মুক্ত বাতাসে, অনাচ্ছাদনে (uncovering)।

বিষঘ্ন ঔষধ সমূহ

তাম্রকুটের অপব্যবহার হেতু ঃ—

ইপকাক—অত্যধিক বমনেচ্ছা এবং বমনে।

আর্সেনিক—তামাক চর্ব্বণে।

নাক্সভমিকা—ধুমপানের পরবর্ত্তী প্রাতঃকালে পাকাশয় গোলযোগে।

ফস্ফরাস—হৃৎস্পন্দন, লিঙ্গের দুর্ব্বলতা।

ইগ্নেসিয়া—তামাক চর্ব্বনে হিক্কায়।

ক্লিমেটিস এবং প্ল্যাণ্টাগো—তামাক সেবন হেতু দন্তশূল।

সিপিয়া—মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূলে, অগ্নিমান্দ্য।

লাইকোপোডিয়াম—অত্যধিক তামাক সেবন হেতু ধ্বজভঙ্গে।

জেলসিমিয়াম—মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়া এবং শিরঃঘূর্ণন।

এসারাম ইওরোপিয়াম
(Asarum Europaeum)

রোগী অত্যন্ত স্নায়ু প্রধান। স্নায়ুসমুদায় এত অধিক স্পর্শাধিক্য, যে সামান্য কাপড় কিংবা কাগজ ছেঁড়ার শব্দ সহ্য করিতে পারে না। এসারামের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব, ইহার উপরই সমুদায় ঔষধের নির্ব্বাচন নির্ভর করে।

চক্ষু—পড়াশুনার সময় চক্ষুতে এরূপ বোধ হয় যে, চক্ষু ফাটিয়া দুইখানা হইয়া যাইবে কিংবা বাহির হইয়া পড়িবে—শীতলজলে ধৌত করিলে উপশম

বোধ করে। শীতল জল কিংবা শীতল বায়ু চক্ষুর অত্যন্ত আরাম দায়ক। আলো, সূর্য্যকিরণ অসহ্য।

বমনেচ্ছা এবং পরিপাকক্রিয়া—থাকিয়া থাকিয়া কিংবা সর্ব্বদা (ইপিকাক) বমনেচ্ছা। আহারের পর বৃদ্ধি হয়, জিহ্বা, পরিষ্কার। অন্তঃসত্ত্বাকালীন বমনেচ্ছায়ও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

মদ্যপানের অদম্য আকাঙ্খা—প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে পাকস্থলীতে ভীষণ চাপ এবং খোঁচানি বোধ করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩ এবং ৬ প্রয়োগ হয় কিন্তু আমি সচরাচর স্নায়ু প্রধান রোগীতে কেবল ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

রোগের বৃদ্ধি—কাপড় কাগজ ইত্যাদি ছেঁড়ার শব্দে।

রোগের উপশম—সাঁৎসেতে ঋতুতে, আক্রান্ত স্থান ধৌত করিলে।

এমিল নাইট্রেট (Amyl Nitrate)

এমিল নাইট্রেটের ফিজিওলজিকেল কার্য্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার মুখ্য ক্রিয়া ধমনী সমূহকে প্রসারণ করা। কাজে কাজেই যে সমুদায় রোগে ধমনী সমূহ আক্ষেপিক সঙ্কুচিত (spasmodically contracted) হয় যেমন মৃগী, হৃৎশূল, হাঁপানি তাহাতে এমিল নাইট্রেটের ব্যবহারে ত্বরিত ধমনী সমূহ প্রসারণ (dilatation) হইয়া সাময়িকভাবে যন্ত্রণার উপশম করিয়া দেয়। উক্ত রোগ সমূহের আক্রমণের আক্ষেপে (paroxysm) এমিল নাইট্রেটের আঘ্রান দিলে আশু উপকার হয় (রুমালে এমিল নাইট্রেটের মূল অরিষ্ট কয়েক ফোঁটা ছড়াইয়া দিয়া আঘ্রাণ দিতে হয়)। ইহাতে যে

প্রকার ধমনীসমূহ ত্বরিত প্রসারণ হয় সেই প্রকার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলের অস্থায়ী আরক্তিমতা (flushings), উষ্ণতা এবং মস্তকে দপদপানি যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। যে সমুদায় রোগে ধমনী সঙ্কুচিত হয় তাহাকে প্রসারণ করিবার জন্য মূল অরিষ্ট আবশ্যক এবং যেস্থলে ধমনী প্রসারণহেতু মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা, উষ্ণতা ইত্যাদি প্রকাশ হয় সেইস্থলে শক্তিকৃত ঔষধ অর্থাৎ ৩০, ২০০ এই প্রকার শক্তি প্রয়োজন হয়।

আরক্তিমতা) Blushing)—স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধকালীন কিংবা যাহাদিগের মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা (Blushing) সামান্য কারণেই প্রকাশ পায় এবং যাহাদিগেতে ইহা একটি রোগ হইয়া দাঁড়ায়, তরুণ এবং পুরাতন হউক এমিল নাইট্রেট উত্তম কার্য্য করে। মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা পাকস্থলী এবং শরীরের নানানস্থান হইতে উৎপন্ন হয়। আরক্তিমতার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই প্রচুর উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় এবং শরীরের নিম্নাঙ্গ বরফবৎ শীতল থাকে।

হৃৎশূল—হৃৎপিণ্ড শূলে (angina pectoris) এমিলনাইট্রেট ., উত্তম কার্য্য করে। হৃৎপিণ্ড এবং কপালের দুই পার্শ্বের ধমনীদ্বয় দপদপ করিতে থাকে (গ্লোনয়ন)। রোগী ঠাণ্ডা বাতাস চায়। গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলে, দরজা জানালা খুলিয়া দেয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করে। আশু উপশম দিতে মূল অরিষ্টের আঘ্রান অতি উপকার।

রোগের বৃদ্ধি—মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে।

টেরিবিন্থ (Teribinth)

ইহার বাংলা নাম তারপিনতৈল। ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এবং মূত্রপিণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছে। তদহেতু রক্তস্রাবে, মূত্রকৃচ্ছ্রে ইহা অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। দেখিতে পাওয়া যায় সূক্ষ্ম মাত্রায় টেরিবিন্থ মূত্রকারক (diuretic)রূপে কার্য্য করে অধিক মাত্রায় মূত্র-পিণ্ডের প্রদাহ উৎপন্নকরতঃ রক্তপ্রস্রাব, এলবিউমিনিউরিয়া এবং সম্পূর্ণ মূত্র অবরোধ প্রকাশ করে। এতদ্ব্যতীত মূত্রাশয় এবং মূত্রপথে প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রতাও প্রকাশ করে—অর্থাৎ টেরিবিন্থ মূত্রযন্ত্রের রক্তাধিক্যতার একটি প্রধান ঔষধ।

রক্তপ্রস্রাব (Haematuria)—রক্তপ্রস্রাবে টেরিবিন্থকে সকল চিকিৎসকই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। রক্ত, প্রস্রাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়। কফিগুঁড়ার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তলানি পড়ে, মূত্র ঘোলা ধূঁয়ার ন্যায় এলবিউমেন যুক্ত প্রচুর অথচ যন্ত্রনাশূন্য। মূত্রপিণ্ড, মূত্রাশয়, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, জরায়ু ইত্যাদি স্থান সমূহ অত্যন্ত রক্তাধিক্য হইয়া রক্তস্রাব হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র—প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রনার ইহা অনেকটা ক্যান্থারিসের সমকক্ষ কিন্তু টেরিবিন্থিনায় মূত্রের সহিত রক্তমিশ্রিত থাকা উচিত। ইহাতে প্রস্রাব স্বল্প কিংবা অবরোধ হয়,.মূত্রের কোঁথানিও যথেষ্ট থাকে। ক্যান্থারিসকে রক্ত প্রস্রাবের কিংবা রক্তস্রাবের ঔষধ বলিতে পারি না—এবং ক্যান্থারিস অপেক্ষা টেরিবিন্থিনায় মূত্রপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয়। টেরিবিন্থিনা নির্ব্বাচন করিতে হইলে মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ আছে কিনা এবং প্রস্রাবে রক্ত আছে কিনা—এই দুইটি লক্ষণ ও সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। পেটফাঁপাও ইহার একটি প্রধান লক্ষণ—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে যেন ভুল না হয়। মূত্রনালীতে ভীষণ জ্বালা এবং কাটিয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়।

রক্তস্রাব—টেরিবিন্থিনার যদিও রক্তপ্রস্রাবে অধিক সুনাম রহিয়াছে কিন্তু ইহা সকল প্রকার রক্তস্রাবেই ব্যবহার হইতে পারে। ইহাকে একটি

প্রধান styptic অর্থাৎ রক্তরোধক বলা হয়। বিশেষরূপে টাইফয়েডের রক্তস্রাবে টেরিবিন্থিনার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। (Teribinth is one of our best anti-hæmorrhagic remedies. Hæmaturia, hæmoptysis and hæmorrhage from the bowels, especially in typhoid it may do splendid work) এবং ইহার নির্ব্বাচন—জিহ্বা (চকচকে পরিষ্কার লাল যেন বার্ণিস করা হইয়াছে) এবং অত্যধিক পেটফাঁপা এই দুইটি লক্ষণের উপর অধিক নির্ভর করে।

এলবিউমিনুরিয়া—টেরিবিন্থ এলবিউমিনুরিয়ার প্রথম অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগ বৃদ্ধি পাইলে মার্কিউরিয়াস করকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। মূত্রে cast এবং epithelium অপেক্ষা যখন রক্ত এবং এলবিউমেন অধিক বর্ত্তমান থাকে তখন টেরিবিন্থিনাকে প্রাধান্য দিবে। cast অতি সামান্যই পাওয়া যায় এবং এলবিউমেন ও রক্তের অংশই অধিক থাকে। স্যাঁৎসেঁতে স্থানে বাসহেতু বৃদ্ধি হয়।

জিহ্বা—টেরিবিন্থিনার জিহ্বা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ইহার উপর সর্ব্বরোগেই টেরিবিন্থিনার নির্ব্বাচন নির্ভর করিতে পারে। জিহ্বা পরিষ্কার চকচকে লাল যেন বার্ণিস করা হইয়াছে (smooth, glossy, red, as if glazed)

উদরী—মূত্রপিণ্ডের যান্ত্রিক দোষহেতু শোথ এবং উদরীতে টেরিবিন্থিনার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। (এপিস, হেলিবোর, ল্যাকেসিস)।

ক্রিমি—শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধ হয়, শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি হয়। মলদ্বার সুড়সুড় করে।

উদরাময়—মল জলবৎ তরল সবুজাভ, শ্লেষ্মাযুক্ত প্রচুর এবং পুনঃপুনঃ দুর্গন্ধযুক্ত, রক্তমিশ্রিত, মলদ্বার জ্বালা করে। মলত্যাগের পর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। পেট ভীষণ ফাঁপিয়া থাকে, স্পর্শাধিক্য।

টাইফয়েড—টাইফয়েডের রক্তস্রাবে টেরিবিন্থের প্রয়োগ দেখা যায়। ভীষণ পেটফাঁপা এবং তদসহিত জিহ্বার উল্লিখিত লক্ষণ থাকা উচিত।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—টেরিবিন্থিনা নিম্নক্রম ৬×,৬,৩০ অধিক প্রচলিত। এবং আমিও এইপ্রকার শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যান্থারিস, আর্সেনিক, ল্যাকেসিস ম্যালেরিয়া জ্বরে টেরিবিন্থিনাকে অনেকে বিষয় ঔষধ বলেন (Terebinth is recommended as a prophylactic in malarial fevers).

স্যানিকিউলা (Sanicula)

ইহা স্যানিকিলা নামক স্থানের ঝড়নার জল। ইহাকে Sanicula Aquaও বলা হয়। এই ঝড়নার জলকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পরিণত করা হইয়াছে। স্যানিকিউলার ব্যবহার অসাড়ে মূত্র ত্যাগে, সামুদ্রিক বমনে, কোষ্ঠকাঠিন্যে এবং বালাস্থি বিকৃতিতে (rickets) দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য রোগেও ব্যবহার হয় কিন্তু উক্ত রোগ সমূহে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—রোগী নিম্নাভিমুখীন গতিতে ভীত হয় (বোরাক্স)। শিশু খিটখিটে, রাগী, একগুঁয়ে, চীৎকার করে, লাথি মারে, কাহারও স্পর্শ পছন্দ করে না। এই প্রকার অবস্থার সহিত রোগী পর্য্যায়ক্রমে (alternately) আবার হাসিতেও থাকে। অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির পুনঃ পুনঃ আপনার কার্য্য পরিবর্ত্তন করে। পদদ্বয়ের তলা এবং হস্তের চেটো জ্বালা করে, কাপড় কিছুতেই রাখে না, পদদ্বয় শীতল জায়গায় রাখিতে চায় (সালফার, ল্যাকে) শিশু এমন কি শীতকালেও কাপড় পায়ে রাখে

না (হেপার সালফার)। শিশুদিগের মস্তক এবং গ্রীবায় নিদ্রাকালীন প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্মে বালিস ভিজিয়া যায় (ক্যালকে, সাইলি)।

অসারে মূত্রত্যাগ—মল মূত্র অসারে হয়, সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা (এলো) হেতু বায়ু নিঃসরণ করিতে মল ত্যাগের আশঙ্কা হয়, রোগী অত্যন্ত সন্তর্পণে মলদ্বার চাপিয়া বায়ুনিঃসরণ করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—প্রচুর মলের সমাবেশ না হইলে মল ত্যাগের ইচ্ছা হয় না। অনেক চেষ্টা এবং কোঁথানির পর মল বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় (সাইলিসিয়া, থুজা)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক গুটলে মলত্যাগ হয়, মর্ম নখ দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিতে হয়। মল এত শক্ত যে আপনা হইতে মলত্যাগ অত্যন্ত কঠিন। মল পোড়া চুণের ন্যায় সাদা গুটলে গুটলে, মলদ্বার হইতে বহির্গত হইতে হইতেই ভাঙ্গিয়া যায় (ম্যাগ মিউর)।

উদরাময়—মল পরিবর্ত্তনশীল। মল ফেনা ফেনা, ডিম গোলানি অথবা ঘাসের ন্যায় সবুজ অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত সবুজ অথবা কিছুক্ষণ থাকিলে সবুজ হইয়া যায়। আহারের পর বৃদ্ধি হয় এবং আহার করিতে করিতেই মলত্যাগের জন্য ছুটিয়া যাইতে হয়। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিলেও গন্ধ দূর হয় না। মলদ্বারের চর্ম্ম বিটপ প্রদেশ এবং লিঙ্গদেশ পর্য্যন্ত হাজিয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের পেশীসমূহ দুর্ব্বল, মনে হয় বস্তি প্রদেশস্থ যন্ত্রসমূহ বহির্গত হইয়া পড়িবে। হাঁটাহাঁটিতে ঝাঁকুনিতে, উঁচু হইতে নীচুতে পড়িয়া গেলে বৃদ্ধি হয়। বিশ্রামে, শয়নে উপশম থাকে। জোনিদেশ হস্ত দ্বারা চাপিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে (লিলি, মিউরেক্স)। জরায়ু দেশে টাটানি এবং অল্পবিস্তর যন্ত্রণাও থাকে।

ঘর্ম্ম—পদদ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহের মধ্যস্থলে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ এবং ঘর্ম্মে স্থান ক্ষতযুক্ত হয় (গ্র্যাফা, সোরি, সাইলি)। পায়ের তলায় এত অধিক ঘর্ম্ম হয় মনে হয় যেন পায়ের তলা শীতল জলে ভিজান ছিল।

শুষ্কতা (emaciation)—শিশু ক্রমশঃই শুষ্ক হইতে থাকে, শিশুকে বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়, অপরিষ্কার ময়লা, গাত্র তৈলাক্ত। গ্রীবা প্রদেশের চর্ম্ম কোঁচকান, থাকে থাকে ঝুলিতে থাকে (এব্রো, আইওডিন, নেট্রাম মিউর, সার্সা)।

ইকজিমা—কর্ণের পার্শ্বে ইকজিমা সদৃশ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়। সাদা কটাবর্ণ চটচটে স্রাব নির্গত হয় (গ্র্যাফা, সোরি)। মস্তকে, চক্ষুর ভ্রূতে, দাড়িতে মরামাস প্রকাশ পায়।

পরিপাক ক্রিয়া—গাড়ী আরোহণে বমন এবং বমনেচ্ছা প্রকাশ প্রকাশ পায়। জলপিপাসা থাকে, পুনঃ পুনঃ জল খায় অথচ পরিমাণে অল্প খায়, জল পাকস্থলীতে পৌঁছিবামাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায় (আর্স, ফস্ফরাস)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি সচরাচর ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এব্রো, এলিউমিনা, বোরাক্স, কেলকেরিয়া সাইলিসিয়া, নেট্রাম মিউর।

এম্ব্রাগ্রাইসিয়া (Ambragrisea)

ইহা একটি নোসোড জাতীয় ঔষধ। ইহা তিমি মৎস্যের অন্ত্রস্থিত সুগন্ধি দ্রব্য। স্নায়ুপ্রধান রোগা শিশু বিশেষতঃ বালিকা এবং রোগীদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়—অতি সহজেই স্নায়ুসমূহ চঞ্চল হইয়া উঠে, স্নায়বীক, স্পর্শাধিক্যতা অত্যন্ত অধিক। হিষ্টিরিকেল কিংবা যাহারা কশেরুকামজ্জাগত উত্তেজনায় (spinal irritation) ভোগে এবং তদহেতু কাশি, উদগার প্রকাশ পায় তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত যে সমুদয় রোগী বয়স কিংবা অত্যধিক কার্য্য হেতু দুর্ব্বলতা, রক্তশূন্যতা এবং নিদ্রাহীনতার কষ্ট

পায় তাহাদিগেতেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এম্ব্রাগ্রাইসিয়া রোগী গীত বাদ্য সহ্য করিতে পারে না।

মানসিক লক্ষণ—লোক সঙ্গ ভালবাসে না—একলা থাকিতে চায়। কোন লোকের সম্মুখে কিংবা কাহারো উপস্থিতে কোন কাজ করিতে পারে না। গীত বাদ্যে ক্রন্দন আসে। জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মায়।

শিরঃঘূর্ণন—বৃদ্ধ লোকদিগের শিরঃঘূর্ণনে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মস্তক এত অধিক ঘুরাইতে থাকে যে রাস্তায় পথে যাইতে পারে না এবং প্রাতঃকালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা না করিলে শয্যা হইতে উঠিতে পারে না।

কাশি—ভীষণ কাশি হয় এবং কাশি কোন অপরিচিত লোক নিকটে থাকিলে অধিক বৃদ্ধি হয় এবং কাশির সহিত উদ্গার এবং স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে। স্নায়ুর উত্তেজনা হইলেই কাশিও প্রকাশ পায়। সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় কাশির সঙ্গে সঙ্গে উদ্গার হইতে থাকে। আহারে পর বিশেষতঃ উষ্ণ দ্রব্য পানে এবং কথাবার্ত্তায় কাশি বৃদ্ধি হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় এবং ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয়। মলত্যাগকালীন কোঁথ দিতে, অত্যধিক পরিশ্রমিক কার্য্য হেতু এবং চলাফেরার জননেন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হয়। ঋতুস্রাবকালীন বামপদ শৈরিক স্নায়ুর স্ফীতি বশতঃ নীলবর্ণ হয় এবং যন্ত্রণা হইতে থাকে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। ইহা ব্যতীত মাসিক ঋতু সময়ে ৭দিন পূর্ব্বে ও প্রকাশ পায় এবং তৎপর যোনিদ্বারের ভীষণ চুলকানি আরম্ভ হয়। যোনিকপাট প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে। ঋতুস্রাব প্রচুর হয় এবং ঠিক সময়েও হয়।

শ্বেতপ্রদর—ঘন নীলাভ সাদা স্রাব হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠককাঠিন্য ভীষণ হয়। কোন লোক নিকটে

থাকিলে মলত্যাগ হয় না, (The presence of others, even the nurse unbearable during stool) মলত্যাগ কালীন লোকজন সমুদায় সরিয়া যাইতে বলে। (লোকজন থাকিলে প্রস্রাব হয় না—নেট্রামমিউর)

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ২য়, ৩য় ক্রমের ব্যবহার অধিক দেখিতে পাই। কিন্তু আমি ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এসাফিটিডা, ইগ্নেসিয়া, মস্কাস, ভেলেরিয়ান।

রোগের বৃদ্ধি—উষ্ণ পানীয় পানে, উষ্ণ ঘরে, গীত বাদ্যে, শয়নে, জোরে কথা বলায় এবং পড়ায়, লোকজনের উপস্থিতে, চলাফেরায়।

রোগের উপশম—শীতল দ্রব্য পানে, শীতল বায়ুতে।

এসেটিক এসিড (Acetic Acid)

ইহার পরিচয়—"শুষ্কতা, দুর্ব্বলতা, রক্তশূন্যতা, ক্ষুধাহীনতা, জলপিপাসা এবং প্রচুর মূত্র স্রাব" লইয়াই গঠিত। শুষ্কতা এবং দুর্ব্বলতা (wasting and debility) এসেটিক এসিডের বিশেষ একটি লক্ষণ। ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, এবং রক্তস্রাব প্রবণতা শরীরের যে কোন রন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হয়।

রোগী খিটখিটে, রাগী, সর্ব্বদা বিরক্তিভাব। রোগা, শিথিল পেশী।

শোথ—এসেটিক এসিডের শোথের সহিত অদম্য পিপাসা থাকে (পিপাসা থাকে না—এপিস) এবং প্রচুর জল পান করে, অথচ জ্বরে পিপাসা

থাকে না। এসেটিক এসিডের পিপাসাই হইতেছে বিশেষত্ব। এসেটিক এসিডের শোথ রোগের সহিত পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগ—অম্ল উদ্গার, উদরাময়, মুখে জল উঠা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। এসেটিক এসিডের জল পিপাসা এবং উদরাময় বিশেষ পরিচাবক লক্ষণ। নিম্নাঙ্গ—পদদ্বয়, নিম্নোদর অধিক স্ফীত হয়। কাজেকাজেই উদরীতে ইহার অধিক প্রয়োগ দেখা যায়।

পরিপাকক্রিয়া—মুখে প্রচুর জল উঠে এবং দিবারাত্র লালাস্রাব হইতে থাকে। অত্যন্ত পিপাসা, অম্লউদ্গার এবং বমন। পাকস্থলী এবং বক্ষঃস্থলে ভীষণ জ্বালা হয়—তৎপর গাত্রত্বক শীতল এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়। শীতল পানীয় পানে পাকস্থলীতে কষ্ট বোধ হয়।

উদরাময়—প্রচুর ভেদ হয় এবং অত্যন্ত জলতৃষ্ণা, রোগী তরল দ্রব্য (fluids) ব্যতীত আর কিছুই খাইতে চায় না, এতদসহ হস্তপদের স্ফীতি এবং শোথ রোগ বর্ত্তমান থাকে।

নিম্নোদর চুপসিয়া যাইতেছে রোগী এইরূপ বোধ করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। রোগী চিং হইয়া শয়ন করিতে পারেনা পেট চাপিয়া শুইয়া থাকিতে চায় (এমন কার্ব্ব)।

বহুমূত্র—প্রচুর জলবৎ প্রস্রাব হয় এবং অদম্য জলপিপাসা ও দুর্ব্বলতা।

কটিবাত—রোগী কেবলমাত্র পেট চাপদিয়া শয়ন করিলে উপশম বোধ করে। আর কোন অবস্থায় উপশম হয় না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয় এবং একবার দিয়া পুনঃ দেওয়া উচিত নয়।

এসেটিক এসিড—রক্তস্রাবে চায়নার পর, শোথ রোগে ডিজিট্যালিসের পর উত্তম কার্য্য করে।

এন্থ্রাসাইনাম (Anthracinum)

ইহা নোসড (nosode) জাতীয় ঔষধ। দূষিত প্রদাহ, পৃষ্ঠ ব্রণ (carbuncles), স্ফোটক, দূষিত ক্ষত ইত্যাদিতে এন্থ্রাসাইনামের কার্য্য অদ্বীতিয়। ইহাতে ভীষণ জলন থাকে, টিসু সমুদয়কে ধ্বংস করিয়া ফেলে। জলনই হইতেছে ইহার বিশেষ পরিচয়।

ভীষণ জলন এবং যন্ত্রণাযুক্ত পৃষ্ঠব্রণ, ক্ষত, গলিত ক্ষত, বিসর্প, আঙ্গুলহাড়া যাবতীয় দূষিত উৎকট রোগে, আর্সেনিক ইত্যাদি নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হইলে এন্থ্রাসাইনামের বিষয় চিন্তা করিবে। ইহার জ্বালা যন্ত্রণা অগ্নিবৎ ভীষণ, রোগী অস্থির হইয়া পড়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে। পূঁজ শোষণ হইয়া দূষিত প্রদাহে ভীষণ জলন এবং দূর্ব্বলতা। শবব্যবচ্ছেদ হেতু ক্ষত, জর। দূষিত পীড়কা—কাল কিংবা নীল ফোস্কা, ২৪।৪৮ ঘণ্টায় জীবন সঙ্কটাপন্ন হয় (ল্যাকেসিস, পাইরোজেন)।

রক্তস্রাব—রক্ত কাল আলকাতরার ন্যায়। মুখ, নাসিকা, মলদ্বার, জোনিদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে রক্ত বহির্গত হইতে থাকে—রক্ত অতি অল্প সময়ে বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্সেনিক, ট্যারেন্টুলা, ক্রোটেলাস ল্যাকেসিস, সিকেলি, কার্ব্বভেজ, ইউফোরবিয়াম।

সার্সাপ্যারিলা (Sarsaparilla)

সার্সাপ্যারিলাকে অনেকে পারার দোষের বিষঘ্ন ঔষধ বলিয়া জানে এবং বাজারে ব্রিষ্টল, উইলকিনসন প্রভৃতির প্রস্তুত সার্সাপ্যারিলা—অধিকাংশ স্থলে পারদ কিংবা উপদংশ হেতু রক্ত দুষ্টিতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আমরাও হোমিওপ্যাথিক মতে সার্সাপ্র্যারিলাকে এতদ কারণ জনিত জটিল রোগে উচ্চস্থান দিয়া থাকি।

সার্সাপ্যারিলা mixed miasm বিশেষরূপ যেস্থানে syphilis and sycosis অর্থাৎ উপদংশ এবং প্রমেহ রোগ পারদের (mercury) দোষ হেতু জটিল হইয়াছে সেইরূপ স্থলেই নির্ব্বাচিত হয়। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, টিস্থ সমুদায় শিথিল হইয়া আইসে। কোনস্থলে ক্ষত হইলে শীঘ্র আরোগ্য হইতে চায় না। শিরাগুলি দুর্ব্বল এবং প্রসারণ (dilatation) হয়। সার্সাপ্যারিলার যাবতীয় কার্য্য মূত্রযন্ত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ইহা পুরাতন প্রমেহ, উপদংশ এবং তদ অবরুদ্ধ জনিত উপসর্গে এবং মুলশিলায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। প্রস্রাবে বালুকাকণার ন্যায় সাদা তলানি পড়ে।

২। প্রস্রাবের শেষে মূত্রপথে ভীষণ যন্ত্রণা হয় (severe unbearable pain at the conclusion of urine)

৩। শিশু প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে এবং সময়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

৪। শিরঃপীড়া, অস্থিবেদনা, বাত—পারদের অপব্যবহার অথবা প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু।

৫। বসিয়া প্রস্রাব সরল হয় না। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়, দাড়াইয়া প্রস্রাব করিলে সরল এবং সহজ হয়।

৬। প্রমেহস্রাব ঠাণ্ডা, স্যাঁৎ সেঁতে ঋতুতে অথবা পারদের অপব্যবহার হেতু অবরুদ্ধ জনিত বাত (rheumatism)।

৭। দক্ষিণ মূত্র পিণ্ডশূল যন্ত্রণা ভীষণ হয় এবং যন্ত্রণা দক্ষিণ পার্শ্বের নিম্নে বিস্তারিত হয়।

৮। স্তনের বোঁটা ক্ষুদ্র এবং শুষ্ক, স্পর্শেও ফুলিয়া উঠেনা (সাইলি)।

৯। হস্তের চেটো পদের তলা এবং বিশেষভাবে হস্তের এবং পদের অঙ্গুলির পার্শ্বের চর্ম্মের বিদারণ এবং কঠিনতা।

১০। অত্যন্ত শুষ্কতা বিশেষভাবে গ্রীবাদেশের—চর্ম্ম শুষ্ক কোঁচকান এবং থাকে থাকে ঝুলিয়া পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ

১। শরীরে সর্ব্বত্র হার্পিসের (Herpis) ন্যায় পীড়কা। পারদের অপব্যবহার কিংবা উপদংশের পর ক্ষত।

২। জননেন্দ্রিয়ের ভীষণ দুর্গন্ধতা, রক্তযুক্ত রেতঃস্খলন।

৩। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় কপালে চুলকানিযুক্ত পীড়কা।

মানসিক লক্ষণ—হতাশ, নিরাশ, সহজেই বিরক্ত হয়—বদ মেজাজ এবং একগুঁয়ে।

মূত্রপিণ্ডশূল এবং মূত্রশিলা (gravel)—সার্সাপ্যারিলাকে মূত্রশিলা রোগের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। মূত্রপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। রোগীর জীবন বাহির হইয়া যায় কিন্তু সার্সাপ্যারিলার যন্ত্রণা মূত্র ত্যাগের অব্যবহিত পর অত্যন্ত অধিক হয় (at the conclusion of urine) মূত্রত্যাগ কালীন যন্ত্রণা বিশেষ কিছুই থাকে না, সার্সাপ্যারিলার প্রস্রাবে যাহা কিছু কষ্ট যন্ত্রণা তৎসমুদায়ই মূত্র ত্যাগের শেষ সময়ে অর্থাৎ শেষ হওয়া মাত্র। আর একটি লক্ষণ সার্সাপ্যারিলার বিশেষ পরিজ্ঞাপক তাহা হইতেছে—প্রস্রাবে সাদা বালুকাকণা সদৃশ মূত্ররেণু প্রকাশ পায় এবং

তলানি পড়ে (লোইকোপোডিয়মে—লাল বালুকাকণা) এবং মূত্র পরিষ্কার স্বল্প অথবা প্রচুর অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত। এই উভয় প্রকার উপসর্গের সহিত পুরাতন বাত প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং মূত্রাশয়ের কোঁথানিও থাকে। কোঁথানি বিষয়ে পালসেটিলার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পালসেটিলায় কোঁথানির সহিত prostate গ্রন্থির বৃদ্ধি লক্ষণ থাকা উচিৎ। মূত্র ত্যাগের অব্যবহিত পর প্রস্রাবে যন্ত্রণা হওয়া সত্বেও প্রস্রাবকালীন এবং প্রস্রাবের পূর্ব্বে শিশু চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে ইহাও সার্সাপ্যারিলার একটি বিশেষ লক্ষণ।

মূত্র ত্যাগের পর মূত্র পথে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা নেট্রামমিউরেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে নেট্রামমিউরের সহিত সার্সাপ্যারিলার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

সার্সাপ্যারিলায় আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাই তাহা হইতেছে রোগী বিশেষতঃ স্ত্রীলোক বসিয়া সরল ভাবে প্রস্রাব করিতে পারে না। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়। দাঁড়াইয়া করিলে সহজে প্রস্রাব হয় এবং মূত্র পথ দিয়া বায়ু নির্গত হয় তদহেতু প্রস্রাবকালীন বুজ বুজ শব্দ হয়।

সার্সাপ্যারিলায় দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয় এবং মূত্রপিণ্ডশূলে যন্ত্রণা ভীষণ হয়। যন্ত্রণা দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়া সেই পার্শ্বের নিম্নে বিস্তারিত হয় (লাইকো) তথাপি ইহাই জানিতে হইবে সার্সাপ্যারিলার মূত্র ত্যাগের শেষ মূহুর্ত্তে মূত্র পথে ভীষণ যন্ত্রণা হওয়াই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। ইহার উপরেই ঔষধের নির্ব্বাচন অধিকরূপ নির্ভর করে।

বাত—সার্সাপ্যারিলার বাত অস্থি বেদনা পারদ কিংবা পারদ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহারের দরুণ কিংবা প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু প্রকাশ পাইলে উত্তম কার্য্য করে। যন্ত্রণা রাত্রিতে, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, কিংবা জলে ঠাণ্ডা লাগিয়া বৃদ্ধি হয়।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের পুরাতন অবস্থায় সার্সাপ্যারিলার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। স্রাব হউক কিংবা নাই হউক প্রস্রাব শেষ হইবামাত্র

যদি মূত্রপথে ভীষণ যন্ত্রণা হয় তাহা হইলে সার্সাপ্যারিলাকেই তাহার অব্যর্থ ঔষধ জানিবে। এতদ্ব্যতীত ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা পারদের অপব্যবহারের দরুণ প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া বাত প্রকাশ পাইলেও তাহাতেও সার্সাপ্যারিলাকে চিন্তা করিবে।

শুষ্কতা—শুষ্কতায় সার্সাপ্যারিলাকে নেট্রামমিউর, লাইকোপোডিয়াম, এব্রোটেনাম ইত্যাদি ঔষধের পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু সার্সা-প্যারিলায় গ্রীবাদেশ অধিক শুষ্ক হয় এবং অন্যান্য স্থানের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া থাক পড়িয়া যায় (স্যানিকিউলা, নেট্রামমিউর এবং লাইকোপোডিয়াম—শরীরের উর্দ্ধদেশ হইতে শুষ্কতা আরম্ভ হয়। এব্রোটেনামে নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে শুষ্কতা বিস্তারিত হয়, হস্তপদ অত্যন্ত শুষ্ক হয়, মুখমণ্ডল স্বাভাবিক থাকে। আইওডিনে সর্ব্ব অস্থায় শুষ্ক হয় এবং রোগী সকল সময় খাই খাই করে। নেট্রামমিউর আহারের কোন ব্যতিক্রম হয় না, অর্থাৎ খায়দায় গায়ে লাগে না, গ্রীবাদেশ বিশেষতঃ অধিক শুষ্ক হয়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে শিশু শুষ্ক হইয়া বৃদ্ধবৎ এবং ক্ষুদ্র দেখায়)। বংশগত উপদংশ রোগের পীড়কার সহিত শুষ্কতা থাকিলে সার্সাপ্যারিলাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

শিরঃপীড়া এবং অস্থিবেদনা—প্রমেহস্রাব অবরুদ্ধ হেতু শিরঃপীড়া এবং অস্থি বেদনায় সার্সাপ্যারিলা প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া চক্ষুতে বিস্তারিত হয়।

বিদারণ (cracks)—হস্তের চেটো এবং পায়ের তলা বিশেষভাবে হস্তপদের অঙ্গুলির পার্শ্ব চিড়িয়া ফাটিয়া যায়। চর্ম্ম শক্ত এবং কঠিন হয়। যন্ত্রণা এবং জ্বালা ও হয়। উপদংশ দোষের দরুণ হইলে সার্সাপ্যারিলা উত্তম কার্য্য করে।

স্তন—স্ত্রীলোকের স্তনের বোঁটা ভিতরে ঢুকিয়া যায়, ভিতরে টানিয়া থাকে এতদ্ব্যতীত বোঁটা ক্ষুদ্র এবং শুষ্ক হইয়া যায়, স্পর্শেও উত্তেজিত হয় না (সাইলি)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ অধিক প্রচলিত এবং অধিক ব্যবহার হয়।

অনুপূরক (complementary)—মার্কসল, সিপিয়া।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—বার্কেরিস, লাইকো, নেট্রামমিউর, বোরাক্স।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, স্যাংসেতে ঋতুতে, মুত্রত্যাগের শেষ মুহর্ত্তে।

এষ্টেরিয়াস রুবেন্স (Asterius rubens)

ইহা একপ্রকার মৎস্য বিশেষ, মৎস্যকে টুকরা টুকরা করিয়া মূল অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হয়।

এষ্টেরিয়াস রুবেন্স সাইকোটিক ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, রোগী মোটা থলথলে শ্লেষ্মাপ্রধান, মুখমণ্ডল লালবর্ণ। ইহার স্তনের এবং অন্যান্য স্থানের কর্কট রোগে সুনাম রহিয়াছে।

এষ্টেরিয়াস রুবেন্স রোগী খিটখিটে, সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে। মস্তক গরম বোধ করে যেন উষ্ণ বায়ুদ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে।

কর্কট রোগ (cancer)—স্তন স্ফীত এবং শক্ত হয়। বুকাস্থির (sternum) নিম্ন এবং বক্ষঃস্থলের পেশী সমূহ যন্ত্রণাযুক্ত হয়। বাম স্তন মনে হয় ভিতরে ভিতরে টানিতেছে (left breast feels as if pulled inward) এবং যন্ত্রণা হস্তে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। বাম পার্শ্বের হস্ত এবং অঙ্গুলি অসাড় বোধ হয়। স্তনের কর্কট রোগে ভীষণ কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হয়। ঈষৎ নীল আভাযুক্ত দাগ প্রকাশ পাইয়া তাহা ফাটিয়া গিয়া রস

নির্গত হইয়া সমুদায় স্তন ক্রমশঃ আক্রান্ত হয়। স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ক্ষতের ধার সমূহ উচু, ফ্যাকাসেবর্ণ, শক্ত, ক্ষতের নিম্নদেশ লাল দানাতে আবৃত থাকে। কক্ষদেশের গ্রন্থি সঙ্গে সঙ্গে স্ফীত, শক্ত এবং গিট গিট হয়।

উদরাময়—তরল জলবৎ, কটাবর্ণ, ভীষণ বেগের সহিত নির্গত হয় (ক্রোটন, গ্র্যাটিওলা, জেট্রোফা, থুজা)

মৃগীরোগ—মৃগীর আক্ষেপ আরম্ভ হইবার ৪।৫ দিন পূর্ব্ব হইতে সমুদায় শরীরে আনর্ত্তন (twitching) হইতে থাকে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের ইচ্ছা হয় অথচ পরিস্কার হয় না। মল শক্ত গুটলে গুটলে।

প্রায়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬ষ্ঠ ক্রম প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোনিয়াম, কার্ব্ব এনা, আর্স, কণ্ডুরাঙ্গো

রোগের বৃদ্ধি—বাম পার্শ্বে।

র‍্যানানকিউলাস বালবোসাস
(Ranunculus Bulbosus)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে বক্ষঃস্থলে এবং পেশীতে। যাহাদিগের শরীর অধিক মদ্যপান হেতু নষ্ট এবং ভগ্ন হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের র‍্যানানকিউলাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লুরিসি (Pleurisy)—র‍্যানানকিউলাসের কার্য্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (serous membrane)এ অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। কাজে কাজেই

শ্লৈহিক ঝিল্লির প্রদাহে বিশেষভাবে ফুসফুস বেষ্টনীতে (pleura) এবং অন্ত্রাবরকে (peritoneum) যখন ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং serous sacএ রষোৎপাদন হয় তখন র‍্যানান কিউলাসের প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। রসোৎপাদন হেতু শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, যন্ত্রণা, অস্থিরতা প্রকাশ পায়। বক্ষঃস্থলের এই প্রকার যন্ত্রণা এবং রসোৎপাদনে এপিস, ব্রাইওনিয়া এবং সালফারকে ভুলিবে না। প্লুরিসির পরও adhesion অর্থাৎ সংযোজন হইলে এবং তদহেতু ফুসফুসের যন্ত্রনায়ও র‍্যানানকিউলাস নির্ব্বাচিত হয়। র‍্যানানকিউলাসে বক্ষঃস্থলের প্রাচীরে সূচীভেদবৎ তীব্র তীরবিদ্ধবৎ, স্নায়ূশূল এবং নানাপ্রকার ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা ঋতু পরিবর্ত্তনে এবং থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধি হয়।

বাত—পেশীর বাতে বিশেষতঃ স্কন্ধ এবং পাঁজরার মধ্যস্থিত পেশীর বাতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। পাঁজরার বাতে র‍্যানানকিউলাস একটি অব্যর্থ মহৌষধ এবং ইহা প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। স্থান অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় না এবং আশু যন্ত্রণা হয়, মনে হয় স্থান যেন পিশিয়া ফেলিতেছে। বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণাও হয়। র‍্যানানকিউলাসের বাতের যন্ত্রণা স্যাঁৎসেতে এবং বিশেষরূপে ঋতুর পরিবর্ত্তনে নড়াচড়ায়, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে (ব্রাই) এবং বৃষ্টি বাদলার দিন (রাসটক্স) বৃদ্ধি হয়॥

বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর প্রদাহ (diaphragmitis)—এতদ রোগের র‍্যানানকিউলাসের প্রয়োগ দেখা যায়। ভীষণ তীব্র তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা কুক্ষিপ্রদেশ হইতে পশ্চাতে ছুটিয়া যায়। ক্যাক্‌টাসও ইহার একটি উত্তম ঔষধ বটে যখন কটিদেশ বন্ধনি দ্বারা আবেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে এইরূপ বোধ হেতু রোগী deaphragm সঞ্চালনে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে।

চর্ম্মরোগ—র্যানানকিউলাসকে herpes অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকার একটি উত্তম ঔষধ বলা হয়। পীড়কা সমূহ চর্ম্মোপরি প্রকাশ পায় এবং তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে, কখন কখন এই পীড়কা সমূহ দেখিতে ঈষৎ কালবর্ণ হয়। ভীষণ জ্বালা থাকে।

পোড়া নারাঙ্গা (Pemphigus)—পোড়া নাড়াঙ্গাতেও র্যানানকিউলাস ব্যবহার হয়—পীড়কাগুলি বৃহৎ ফোস্কা সদৃশ হয় এবং ফাটিয়া গিয়া স্থান কাঁচা লাল হইয়া থাকে।

ইকজিমা (Eczema)—ইকজিমাতেও র্যানানকিউলাসের ব্যবহার দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম পুরু হয় এবং শক্ত শৃঙ্গবৎ মামড়ি পড়ে। (এণ্টিমনিক্রুডামে পায়ের তলায় শক্ত শৃঙ্গবৎ কড়া পড়ে)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি প্রয়োগ হয়। মাদকতা দরুণ প্রলাপে (delirium tremens) ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ব্রাইওনিয়া, আর্ণিকা, ইওফোরবিয়াম, মিজিরিয়াম।

রোগের বৃদ্ধি—স্পর্শে, সঞ্চালনে, ঋতুর পরিবর্ত্তনে বিশেষরূপ ভিজা স্যাঁৎসেতে দিনে (রাসটক্স)।

ন্যাজা (Naja)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ন্যাজা ট্রিপুডিয়ানস্ (Naja Tripudians) এবং প্রচলিত নাম কোব্রা। ইহা এক ভয়ানক বিষাক্ত সর্প। ল্যাকেসিসের সহিত যদিও ইহার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু ন্যাজা ল্যাকেসিস কিংবা ক্রোটেলাসের ন্যায় রক্তস্রাবী ঔষধ নয়। ন্যাজার রক্তস্রাব কিছুই

নাই এবং ইহা ব্যতীত ল্যাকেসিসে যাবতীয় লক্ষণ অথবা উপসর্গ রক্ত বিষাক্তের উপর নির্ভর করে, আর ন্যাজায় রক্ত বিষাক্ত লক্ষণ নাই (Naja has more nervous, Lachesis more septic symptoms. Naja marked agitation without sepsis. Lahesis, all the nervousness with a tendency to haemorrhage and sepsis—black blood, like charred straw, dark clotted blood)।

ন্যাজার যাহা কিছু কার্য্য তৎসমুদায়ই হৃৎপিণ্ডে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডের কপাটের (valvular troubles) রোগেই ন্যাজার কার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। ন্যাজা অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের হৃৎপিণ্ডের কপাটের রোগে (cardiac valvular disease) অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহা জানিতে হইবে, যদিও ন্যাজার হৃৎপিণ্ডের রোগে যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে কিন্তু জন্মগত দোষে সম্পূর্ণ অক্ষম। ল্যাকেসিসের ন্যায় ন্যাজাতেও রক্ত উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয় এবং ভীষণ শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট হয়। ন্যাজা রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না বাম হস্ত অসাড় বোধ করে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় যদি শয়ন করে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়। শরীরের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল এবং নীলবর্ণ হয় অথচ মস্তক উষ্ণ এবং উষ্ণ ঘরে মস্তকের কষ্ট বৃদ্ধি হয়। হস্তপদে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় কিন্তু ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ হয় না। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অত্যন্ত তীব্র সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। পুরাতন স্নায়বীক হৃৎকম্পনে ন্যাজা উত্তম কার্য্য করে এবং একটি উপযুক্ত ঔষধ। সামান্য পরিশ্রমে এমন কি কথা বলিতে হৃৎকম্পন বৃদ্ধি হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। হৃৎকম্পন বাম পার্শ্বে শয়নে এবং হাঁটাহাটিতে বৃদ্ধি হয়।

হৃৎপিণ্ড কোনপ্রকার তরুণ প্রদাহ বশতঃ রোগগ্রস্থ হইলে কিংবা পুরাতন বিবৃদ্ধি বশতঃ উপসর্গে এবং হৃৎপিণ্ডের কপাটের দোষ কিংবা কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি আরোগ্য কিংবা কষ্ট যন্ত্রণা উপশম করিতে ন্যাজা একটি অতি মূল্যবান ঔষধ (For restoring heart damaged by acute inflammation

or from relief of sufferings of chronic hypertrophy and valvular lesions or simple hypertropy—Allen)।

. নাড়ীর গতি অনিয়ম এবং দুর্ব্বল। সবিরাম প্রকৃতির নয় (Pulse irregular in force, but regular in rhythm)

হাঁপানি—Cardiac asthma অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দোষবশতঃ হাঁপানির ন্যায় একটি উত্তম ঔষধ। শ্বাসপ্রশ্বাসে এত অধিক কষ্ট হয় যে, রোগী শয়ন করিতেই পারে না।

নিদ্রা—সর্পজাতীয় সমুদায় ঔষধেই নিদ্রা অত্যন্ত অধিক হয়। অচৈতন্য পদার্থের মত পড়িয়া নিদ্রা যাইতে থাকে, নিদ্রায় নাসিকাধ্বনি হয়।

মানসিক লক্ষণ—সকল সময় আত্মহত্যার চিন্তা করে, বিমর্ষ, কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, একলা থাকিতে ভয় পায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬x, ৬ এবং ৩০ অধিক ব্যবহার হয়।
সমগুণ ঔষধসমূহ—ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস, স্পাইজেলিয়া।
রোগের বৃদ্ধি—উত্তেজক দ্রব্য পানে, বামপার্শ্বে শয়নে।

র‍্যাটেনিয়া (Ratanhia)

ইহার যাবতীয় কার্য্য মলদ্বারেই অধিক প্রকাশ হইয়াছে। মলদ্বারের যন্ত্রণা, বিদারণ ইত্যাদিতে উত্তম কার্য্য করে

মলদ্বার এবং বিদারণ (Fissure)—মলদ্বারে এমন যন্ত্রণা হয় মনে হয় যেন কাঁচের কুঁচি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ ধরিয়া মলদ্বার জ্বালা এবং বেদনা করিতে থাকে, নরম

মল হইলেও জ্বালা করে (নাইট্রিক এসিড)। মনে হয় মলদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। মলত্যাগ সহজে হয় না, মলত্যাগে অনেক চেষ্টা করিতে হয়, হারিস বাহির হইয়া পড়ে। মলদ্বার চিরিয়া যায় এবং সঙ্কুচিত হয়, আগুনের ন্যায় জ্বালা করে। শীতল জলে সাময়িক উপশম হয়, স্তনের বোঁটাও চিরিয়া গিয়া যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

দন্তশূল—অন্তঃসত্বা-বস্থার প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রথম দিকে ভীষণ দন্তশূল হয়। দন্ত মনে হয় লম্বা হইয়া গিয়াছে। শয়নে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় রোগী বাধ্য হইয়া শয়ন অবস্থা হইতে উঠিয়া পায়-চারি করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত অত্যন্ত কোঁথাইতে হয়। কোঁথ দিতে হারিশ বাহির হইয়া পড়ে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর নিমক্রম ৬×,৬ অধিক প্রয়োগ হয় এবং মলদ্বারের যন্ত্রণায় কিংবা বিদারণে র‍্যাটেনিয়ার মূল অরিষ্ট ২০ ফোঁটা অর্দ্ধ আউন্স ভেসেলিনের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে আশু উপকার হয়।

ফাইসসটিগমা (Physostigma)

ফাইসসটিগমার উপক্ষারকে (alkaloid) ইসিরিন (Eserine) বলা হয়। এই উভয় ঔষধই দর্শন ইন্দ্রিয়ের উপর অধিক কার্য্য করে। ফাইসসটিগমার কার্য্য চক্ষুর দৃষ্টির উপর অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

দৃষ্টি ঘোলা অপরিষ্কার হয়, মনে হয় চক্ষুর সম্মুখে যেন একটি পর্দ্দা রহিয়াছে এবং দ্রব্য সমুদায় পরস্পর মিশিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল কাল দাগ আলোক রশ্মি, যেন চক্ষুর নিকট ভাসিতেছে এবং উড়িতেছে। চক্ষুর পাতার

এবং পেশীর আকুঞ্চন হয় (এগারিকাস)। রাত্রিতে দেখিতে পায় না, রাতকানা (দিনে দেখিতে পায় না অথচ রাত্রিতে দেখিতে পায়—বোথ্রোপস) এতদ্ব্যতীত গ্লোকমা (Glaucoma), চক্ষুর পেশীর দুর্ব্বলতা, বক্র দৃষ্টিমার্গ (astigmatism), চক্ষু ব্যবহারের পর চক্ষুতে যন্ত্রণা, ইত্যাদি এবং দিন দিন বর্দ্ধিত অদূর দৃষ্টিতে (increasing myopia) ফাইসসটিগমা অধিকাংশ স্থলে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩, ৬ অধিক প্রয়োগ হয়।

ক্যালেডিয়াম (Caladium)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ক্যালেডিয়াম সেগুইনাম। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে জননেন্দ্রিয়ের উপর। ক্যালেডিয়াম যোনিদেশের চুলকানির একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত। ইহাতে আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোগী নড়াচড়া করিতে ভয় পায়, নড়াচড়া করিতে চায় না (ব্রাই)। রোগী অতি স্নায়বীক। গোলমাল অত্যন্ত স্পর্শাধিকা সামান্য গোলমালে নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে, (এসারাম নাক্স. টেরেণ্টুলা)।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী মনে হয় শুষ্ক খাদ্য দ্রব্যে পূর্ণ। পুনঃ পুনঃ উদ্গার হয় কিন্তু সামান্য বায়ু উঠে।

ধ্বজভঙ্গ (Impotence)—লিঙ্গ শিথিল উদ্রেক হয় না অথচ সহবাস ইচ্ছা এবং উত্তেজনা থাকে। স্ত্রীলোক জড়াইয়া ধরিলেও লিঙ্গের উদ্রেক হয় না, এবং রেতঃপাতও হয় না।

যোনিকণ্ডুয়ন (**Prurites Vaginae**)—ক্যালিডিয়ামকে যোনি-দেশের চুলকানির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। যোনিদেশ ভীষণ চুলকায় এবং এই হেতু হস্তমৈথুনের উত্তেজনা হয়। অন্তঃসত্বাবস্থায়ও এইরূপ চুলকানি প্রকাশ পায় এবং যোনিদেশ হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

ঘর্ম্ম—ঘর্ম্ম মিষ্ট স্বাদযুক্ত। মিষ্ট ঘর্ম্ম (sweet sweat) হেতু গাত্রে মাছি বসিতে থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০ এই প্রকার শক্তিই প্রয়োগ হয়। ইহার ডাইলিউসনের কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। যোনি প্রদেশের চুলকানিতে আমি সচরাচর ৩০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে।

রোগের উপশম—ঘর্ম্মের পর, দিবসে, নিদ্রার পর।

ক্যালেডিয়ামে তামাক সেবনের আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করে।

কার্ডুয়াস ম্যারিএনাস

Carduas Marianus

কার্ডুয়াস ম্যারিয়ানাসের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে যকৃতের উপর, যকৃতে টাটানি যন্ত্রণা এবং ন্যাবা রোগের লক্ষণ প্রকাশ হয়। বিয়ার মদ্য-পান হেতু যকৃতের প্রদাহ হইলে সেই স্থলে কার্ডুয়াস আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যকৃতের রোগ হেতু উদরীতে কার্ডুয়াস ব্যবহার হয়।

যকৃত—যকৃতের যন্ত্রণায় ইহাকে সকল চিকিৎসকগণ উচ্চস্থান দিয়াছেন। রোগীর কোন খাদ্যদ্রব্যের প্রতি স্পৃহা থাকে না, মুখের স্বাদ তিক্ত অথবা খারাপ হইয়া থাকে। পিত্ত বমন হয় এবং বমি বমি ভাব লাগিয়া থাকে।

ভীষণ বমির উদ্বেগ হয়, অম্লস্বাদযুক্ত সবুজ পিত্ত বমন হয়। যকৃত প্রদেশে টাটানি যন্ত্রণা হয়, পাকস্থলী জ্বালা করে। রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশে যন্ত্রণা বোধ করে। যকৃতের বাম অংশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। মলত্যাগ ভাল হয় না কোষ্ঠকাঠিণ্য, মল শক্ত গুট্‌লে গুট্‌লে কাল পিত্ত শূন্য আবার কখন কখন উদরাময় দেখা দেয়—উদরাময় উজ্জ্বল পীতবর্ণ।

পিত্তশূল যন্ত্রণা—পিত্তশূল (gallstone colic) যন্ত্রণার কার্ব্বোয়াস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যাহাদিগের পুনঃ পুনঃ পিত্তশূল যন্ত্রণা হয় তাহাদিগকে এই ঔষধ কিছুদিন ব্যবহার করাইলে পিত্ত নিঃসরণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করতঃ পিত্তশূল যন্ত্রণার আশঙ্কা নষ্ট করে। পিত্তকোষ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হইয়া থাকে। হস্তদ্বারা স্পর্শ করা যায় না।

পরিপাক ক্রিয়া—স্বাদতিক্ত, ক্ষুধা ভাল হয় না, সবুজ বমন হয়, পেট ফুলিয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট কিংবা নিম্নক্রম ৩×, ৬×, সাধারণতঃ প্রয়োগ হয়। অধিকাংশ চিকিৎসককে দেখিয়াছি মূল আরিষ্ট প্রয়োগ করিতে। আমি ৩× ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চেলিডোনিয়াম, মার্কিউরিয়াস সল, পডফাইলাম, ব্রাইওনিয়া।

———

ইকুইসেটাম হাইমেলি

Equisetum Hyemale

ইকুইসেটামের প্রধান কার্য্য হইতেছে মূত্রাশয় এবং মূত্র পিণ্ডে। অসারে মূত্র ত্যাগ এবং মূত্র কৃচ্ছ্রে ইহা অধিক ব্যবহার হয়।

মূত্রাশয়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয় অথচ মূত্র ত্যাগে উপশম হয় না। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবের শেষে মুখে (at the conclusion of urine) অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় (সার্সা, থুজা, বার্বেরিস)। সকল সময় প্রস্রাবের বেগ লাগিয়া থাকে। প্রস্রাব প্রচুর হইলেও যন্ত্রণার উপশম হয় না (প্রস্রাব স্বল্প হয় এবং যন্ত্রণাযুক্ত—ক্যান্থারিস্)। মূত্র ত্যাগ কালীন মূত্রমার্গে ভীষণ জ্বালা এবং যন্ত্রণা হয়।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হয়।

শিশুদিগের রাত্রিতে শয্যায় অসারে মূত্রত্যাগ হয়।

দক্ষিন মূত্রপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা নিম্নোদর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, ৬, নিম্নক্রম অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এপিস, ক্যান্থারিস।

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পার্শ্বে, সঞ্চালনে, চাপে, স্পর্শে, উপবেশনে।

রোগের উপশম—অপরাহ্নে, শয়নে।

কার্ব্বলিক এসিড (Carbolic Acid)

কার্ব্বলিক এসিডের বিশেষ ব্যবহার হোমিওপ্যাথিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা একটি বীজাণুনাশকরূপে বহুল প্রয়োগ করেন। ইহার বাহ্য প্রয়োগে ত্বক অবশ হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের সম্মুখভাগে অধিক হয়, মনে হয় যেন কপালের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত রবারের বন্ধনী শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষত—কোনপ্রকার ভোঁতা যন্ত্র দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হেতু ছিন্ন থেঁতলান ক্ষত, দুষিত গলিত অবস্থায় পরিণত হয়।

বমন—বমন কৃষ্ণবর্ণ—মাতাল, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়, নৌকা জাহাজ আরোহণে, কর্কট রোগে, প্রকাশ পায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিণ্য অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসে ভীষণ দুর্গন্ধ হয়।

শ্বেতপ্রদর—স্রাব সকল সময় দুর্গন্ধ ক্ষতকারক। প্রচুর এবং দেখিতে ঈষৎ সবুজ বর্ণ।

আমাশয়—তরল শ্লেষ্মা, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির গাত্রের চাঁচনি সদৃশ, যেন গাত্র হইতে ছিঁড়িয়া আসিতেছে, দুর্গন্ধযুক্ত। অত্যন্ত কোঁথানি থাকে।

ডিফথিরিয়া—শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। কোন খাদ্যদ্রব্য গিলিতেই পারে না। দুর্গন্ধ স্রাব হয়। তরল দ্রব্য পান করিলে ছিটকাইয়া নির্গত হইয়া যায়। যন্ত্রণা অধিক থাকে না। রোগী ভীষণ দুর্ব্বল, অবসন্ন, হিমাঙ্গ অবস্থাবৎ হইয়া পড়ে। মুখগহ্বর হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত জ্বালা।

অগ্নিদগ্ধ—কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গিয়া তথায় ক্ষত এবং ক্ষতকারক স্রাব হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে—আর্স, ক্রিয়োজোট, ক্ষত দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত।

বিষঘ্ন—ভিনিগার।

ডিফ্‌থেরিনাম (Diphtherinum)

ইহা নোসোড জাতীয় ঔষধ। শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুযুক্ত রোগীতে যাহাদিগের গলদেশে কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রোগ লাগিয়া থাকে তাহাদিগতে ডিফথেরিনাম অধিক উপযুক্ত। ডিফথেরিনামের একমাত্র ব্যবহার ডিফথেরিয়ার উপর, যখন নির্ব্বাচিত সমুদায় ঔষধে কোন উপকার পাওয়া যায় না এবং রোগ যখন সাংঘাতিক অবস্থা ধারণ করে তখন ডিফথেরিনামের বিষয় চিন্তা করিবে।

ডিফথেরিনামের ডিফথেরিয়ায় যন্ত্রণা অধিক না থাকিতেও পারে। রোগী ভীষণ দুর্ব্বল এবং অবসন্ন, তন্দ্রাযুক্ত। তালু মূল ঘোর লালবর্ণ এবং স্ফীত, কর্ণ এবং গলদেশের গ্রন্থি অধিকরূপ ফুলিয়া উঠে, গলদেশ, নাসিকা, মুখ হইতে স্রাব সমূহ অত্যন্ত দুর্গন্ধ। জিহ্বা স্ফীত অত্যন্ত লালবর্ণ। ডিফথেরিয়ায় ঝিল্লি—পুরু ঘোর কটাবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ। শরীর উত্তাপ শূন্য, নাড়ী দুর্ব্বল অথচ দ্রুত, হস্ত পদ শীতল, রোগী অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে না অথচ তরল দ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায় কিংবা নাসিকা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। শ্বাসপ্রশ্বাস ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নোসোড জাতীয় ঔষধসমূহ কখনই নিম্নক্রম ব্যবহার করা উচিৎ নয়। ২০০ শক্তির নিম্নে ইহার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। ২০০, ৫০০, ১০০০ এবং তদূর্দ্ধ ব্যবহার হয় এবং ইহা শীঘ্র পুনরাবৃত্তি করা হয় না।

ফ্লুরিক এসিড (Flouric Acid)

ফ্লুরিক এসিড ভীষণ ক্ষতকারক, ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতকারক আর কোন এসিড আছে বলিয়া মনে হয় না, যদিও আমরা নাইট্রিক এসিডকেই এই বিষয়ে প্রাধান্য দিয়া থাকি। ফ্লুরিক এসিড দ্বারা কাঁচের উপর রেখাপাত করা যায়। ইহার দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, ইহার কার্য্য কত গভীর। ইহা শরীরস্থ নিম্ন টিসু সমুদায়কে আক্রমণ করে, বিশেষরূপে ইহার কার্য্য অস্থি ক্ষতে (caries), দন্তের নালী ক্ষতে ইত্যাদি কঠিন স্থানে অধিক প্রকাশ পায়।

রোগী—উপদংশ এবং পারদের রক্তে দূষিত, অল্প বয়স্ক অথচ দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায়, বহু পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ করে না এইরূপ ব্যক্তিতে ফ্লুরিক এসিড অধিক উপযুক্ত।

অস্থি-ক্ষত (caries)—শরীরের লম্বা লম্বা অস্থি সমূহ যেমন পদদ্বয়, হস্ত, বাহু, জানু ইত্যাদি স্থানের অধিক আক্রান্ত হয়। ক্ষত হইতে যে স্রাব নিসৃত হয় তাহা পাতলা এবং ক্ষতকারক, যন্ত্রণা শীতল প্রলেপে উপশম হয়। কপালের পার্শ্বস্থ অস্থি বিশেষরূপে mastoid process এর ক্ষতে, উপদংশ কিংবা পারদের অথবা স্ক্রফিউলা দোষ হেতু হউক ফ্লুরিক এসিড অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

দন্তের নালী-ক্ষত (**dental fistula**)—দন্তের নালী ক্ষতের ফ্লুরিক এসিড একটি উত্তম ঔষধ। নালী হইতে যে স্রাব হয় তাহা রক্ত মাখা, লোণতা কিংবা খারাপ স্বাদযুক্ত, মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং সমুদায় শরীরকে অসুস্থ করিয়া ফেলে। দন্তের নালী-ক্ষতে ফ্লুরিক এসিড এবং ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা এই দুইটি ঔষধকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাইলিসিয়াকেও চিন্তা করা যাইতে পারে, আমার মনে হয় কঠিন স্থানে নালী-ক্ষতে ফ্লুরিক এসিড এবং ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা অধিক উপযুক্ত। ফ্লুরিক এসিডে ঠাণ্ডায় উপশম হয় আর সাইলিসিয়া ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না।

চর্ম্মরোগ—চর্ম্ম অত্যন্ত খসখসে, নানা প্রকার পীড়কা প্রকাশ পায়। ভীষণ চুলকানি হয়, এত অধিক চুলকানি আর কোন ঔষধে আছে বলিয়া মনে হয় না (I donot know of any remedy that causes such general and persistant itching as does Flouric Acid—Farrington). শরীরের নানা স্থানে জায়গায় জায়গায় চুলকায়। গরমে চুলকানি বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডায় উপশম হয়। শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল লাল দাগ প্রকাশ পায় এবং তাহা হইতে চর্ম্ম নির্ম্মোচন (desquamation) হইতে থাকে। এই লক্ষণটি ফ্লুরিক এসিড ব্যতীত আর কোন ঔষধে এত অধিকরূপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আঙ্গুলহাড়া—ফ্লুরিক এসিড আঙ্গুলহাড়ায় অস্থি আক্রান্ত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ক্ষতের স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু জালাযন্ত্রণা ঠাণ্ডায় উপশম হয়।

ক্ষতচিহ্ন—পুরাতন ক্ষত চুলকাইয়া চুলকাইয়া ক্ষতের ধার লাল হইয়া নূতন ক্ষতে পরিণত হয় (কষ্টিকম, গ্র্যাফাইটিস)।

শয্যাক্ষত—শয্যাক্ষত হইতে প্রচুর স্রাব হয়। ক্ষতের যন্ত্রণা উত্তাপে বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডায় উপশম হয়। ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০ শক্তি রোগের অবস্থানুযায়ী ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যালকেরিয়া ফ্লোর, সাইলিসিয়া।

ফ্লুরিক এসিড—মাতালদিগের উদরীতে আর্সেনিকের পর, বন্ধনসন্ধির পীড়ায় কেল কেরিয়া এবং ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়ার পর, বহুমূত্রে ফস্ফরিক এসিডের পর, স্পর্শাধিক্য দাঁতের পীড়ায় কফিয়ার পর, অস্থি রোগে—সাইলিসিয়া, সিফাইটামের পর, গলগণ্ডে স্পঞ্জিয়ার পর—উত্তম কার্য্য করে।

অনুপূরক (**Complementary**)—সাইলিসিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, প্রাতঃকালে।

রোগের উপশম—ঠাণ্ডায়, চলাফেরায়।

ক্রোটেলাস (Crotalus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ক্রোটেলাস হোরিডাস, ইহা এক প্রকার বিষাক্ত সর্প বিশেষ। আমেরিকায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে আর এক কথায় Rattle snake বলা হয়।

ক্রোটেলাস রোগের চরম অবস্থায় যখন রক্ত দূষিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, রোগীর জীবনী শক্তি হ্রাস হইয়া আসে, শরীরের রন্ধ্র প্রদেশ সমূহ হইতে কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত স্রাব হইতে থাকে। রোগী মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে তখন ক্রোটেলাস নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

এই ভয়ানক বিষাক্ত সর্পকে ক্লোরফরম দ্বারা অবসন্ন করিয়া মুখের নিকট শিশি ধরিলে ঈষৎ সবুজ, পরিষ্কার ও হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার আঠাযুক্ত রস উহার উপর পতিত হয়, এবং পতিত হওয়া মাত্র সেই বিষে গ্লিসিরিণ মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়।

মানসিক লক্ষণ—বিমর্ষ, তন্দ্রাযুক্ত যেন মাদকদ্রব্য পান করিয়াছে, সকল সময় মৃত্যু চিন্তা করে, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, কোন বিষয় পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া ফেলে, ভীত, খিটখিটে, সামান্য বিষয়েই বিরক্ত হইয়া উঠে, বহু কথনশীল (loquacious) মুখের বিরাম নাই। ল্যাকেসিসেও এই প্রকার বহুভাষী লক্ষণ থাকিলেও কিন্তু ল্যাকেসিস রোগী অত্যন্ত চঞ্চল এবং দ্রুত প্রকৃতির, এক কথা বলিতে বলিতে শেষ না করিয়াই আর এক কথায় চলিয়া যায়। কোন ব্যক্তি একটি বিষয় বলিতে গেলেই ল্যাকেসিস রোগী তৎক্ষণাৎ বলিয়া ওঠে—হাঁ, হাঁ, আমি এই বিষয় জানি, তাহাকে আর কথা বলিতে অবসর না দিয়াই সে নিজেই তাহা, যাহা তাহা বলিয়া শেষ করিয়া দেয় অথচ সে কখন সে বিষয় জানেও না এবং শুনেও নাই, হয়ত সে সম্পূর্ণ একটি পৃথক কথা বলিয়া ফেলিল। ক্রোটেলাসেও এই প্রকার লক্ষণ থাকিলেও কিন্তু তাহা অনেকটা ধীর প্রকৃতির এবং ধীরে ধীরে কোন প্রকারে শেষ করিয়া দেয়। ক্রোটেলাসের বহুভাষী অনেকটা নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির (passive), আর ল্যাকেসিসের সচেষ্ট প্রকৃতির (active)।

ক্রোটেলাস রোগীতে অত্যন্ত স্নায়বীক লক্ষণও পরিলক্ষিত হয়। হস্ত পদ কাঁপিতে থাকে, জিহ্বা বহির্গত করিতে জিহ্বা কাঁপিতে থাকে। সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সমুদায় শরীর যেন পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বল হয়।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবই হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্ব প্রধান বিশেষত্ব। ক্রোটেলাস রোগীর ধাতুই যেন রক্তস্রাব প্রবণতা। রক্ত অতি অল্প সময়েই বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শরীরের যে কোন রন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্ত স্রাব হইতে পারে—নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, ফুস্ফুস, উদর, জরায়ু ইত্যাদি সমুদায় স্থান হইতে রক্ত স্রাব হয়, এমন কি ঘর্ম্মে পর্য্যন্ত রক্ত থাকে। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, তরল, জমাট বাঁধে না, দুর্গন্ধযুক্ত। এই প্রকার রক্তস্রাব টাইফয়েড, ডিফথিরিয়া, স্কার্লেটি ফিবার ইত্যাদি রোগের চরম অবস্থায় যখন জীবনী শক্তি ক্ষীণ এবং হ্রাস হইয়া আইসে, রোগী অজ্ঞান আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে তখন দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রোটেলাসকে চিন্তা করিতে হইলেই তদসহ কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব থাকিবে, ইহা স্মরণ রাখিবে এবং ক্রোটেলাস রোগের zymotic

অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরস্থ রসাদির বিকার দ্বারা উৎপন্ন রোগে অধিক উপযুক্ত।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া নিদ্রার পর বৃদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধির অবস্থাতেই শুইয়া পড়ে (ল্যাকে)। যতই অধিক সময় নিদ্রা যায় ততই অধিক শিরঃপীড়া হয়, শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে হয় এবং এমন কি নিদ্রার পর বালিস হইতে মস্তক তুলিতেই পারে না।

পৃষ্ঠব্রণ, স্ফোটক ইত্যাদি—সাধারণ পীড়কায় (eruptions) ক্রোটেলাস কখনই ব্যবহার হয় না। ক্রোটেলাসের প্রয়োগ রোগের প্রবল অবস্থায়—পৃষ্ঠব্রণে, ফোঁড়ায় ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা হয়, আক্রান্ত স্থানের চারিপার্শ্ব তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ স্ফীত এবং মধ্যস্থল ঈষৎ গর্ত্তযুক্ত। চারি পার্শ্বের স্ফীত স্থানে অঙ্গুলির চাপ দিলে বসিয়া যায়। কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় রক্ত নিঃসরণ হয় এবং জমাট বাঁধে না।

সুতিকা জ্বর—জরায়ু হইতে অল্প অল্প কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ রক্ত স্রাব লাগিয়াই থাকে এবং রক্ত জমাট বাঁধে না। এই প্রকার রক্তস্রাব প্রবল টাইফয়েড কিংবা প্রবল জ্বর অবস্থায় কিংবা জ্বরের প্রবলতার দরুণ প্রকাশ পায় এবং রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন, ক্ষীণ, দুর্ব্বল হইয়া আসে। তন্দ্রাযুক্ত আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়, হস্ত পদ জিহ্বা কাঁপিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় ক্রোটেলাস প্রয়োগে রোগী অনেক সময় নবজীবন লাভ করে। এতদসহ ব্যাপটিসিয়া, আর্সেনিক, সিকেলি, পাইরোজেন, ল্যাকেসিসকেও চিন্তা করিবে।

ন্যাবা—(Jaundice)—ক্রোটেলাসে ভীষণ দূষিত ন্যাবা রোগ যকৃৎ দোষ হেতু যত নয় বরং রক্তের বিকৃতিজনিই অধিক হয় (It is haematic rather than hepatic)। চক্ষু এবং সমুদায় শরীর পীতবর্ণ হয়, অতি সত্বর রক্ত দূষিত হইয়া ন্যাবা রোগ প্রকাশ পায়। সমুদায় রন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হয়।

উদরাময় এবং বমন—উদরাময় ঘন তরল কৃষ্ণবর্ণ কফি গুড়ার ন্যায়, ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলেই গাঢ় সবুজ কিংবা কফি গুড়ার ন্যায় কাল বমন প্রকাশ পায়। জিহ্বা

অগ্নিবৎ লাল, পরিষ্কার যেন বার্ণিস করা হইয়াছে (পাইরোজেন) এবং ভীষণ স্ফীত।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—৬ এবং ৩০ এর ব্যবহার অধিক দেখিতে পাই। আমি নিজেও ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ল্যাকেসিস—চর্ম্ম শীতল এবং চটচটে ঘর্ম্মযুক্ত। ক্রোটেলাস—চর্ম্ম শীতল এবং শুষ্ক। ইলাপ্‌স—দক্ষিণ ফুসফুস আক্রান্ত হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ রক্ত গয়ের উঠে।

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পার্শ্বে, (বাম পার্শ্বে—ল্যাকেসিস), খোলা বাতাসে, সন্ধ্যায় এবং প্রাতে, বসন্তকালে, গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে, নিদ্রাভঙ্গে।

হেলোনিয়াস (Helonias)

ইহার সম্পূর্ণ নাম হেলোনিয়াস ডাইওইকা (Helonias Dioica)। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর, ইহা স্ত্রীলোকেরই ঔষধ। বস্তি এবং পৃষ্ঠদেশের সর্ব্বনিম্ন প্রদেশস্থ অস্থিতে অর্থাৎ pelvis and sacrum এ দুর্ব্বলতা, ভার ভাব বোধ এবং তদসহ ক্লান্তি ও অবসন্নতা লাগিয়া থাকে, রোগী এতদ স্থান সমূহ অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। কটিদেশ ক্লান্ত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। হেলোনিয়াসের এতদ স্থানের এই প্রকার দুর্ব্বলতা জরায়ুভ্রংশ এবং জরায়ুর স্থানচ্যুতির পরিচায়ক লক্ষণ বলিয়া জানিবে। নিম্নোদর এবং বস্তি প্রদেশ ঝুলিয়া পড়ে রোগীকে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয় যেন ইহার অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় যন্ত্রসমূহ বহির্গত হইয়া না পড়ে, রোগীর শরীরের সমুদায় পেশীমণ্ডল দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বলিয়া মনে হয়। এই সমুদায়

লক্ষণের সহিত জরায়ু এবং মূত্রপিণ্ডের রোগ বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। রোগী যদিও দুর্ব্বল, ক্লান্ত এবং কটিদেশ ভার ভার বোধ করে তথাপি সকল সময় নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখিতে ইচ্ছা করে, যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণই রোগের যাবতীয় গ্লানি এবং কষ্ট ভুলিয়া যায়। আবার বলিতেছি—যে সমুদায় স্ত্রী-লোকের পেশীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত জরায়ুভ্রংশ কিংবা অধিক শারীরিক এবং মানসিক কার্য্য বশতঃ পেশীর কষ্ট, টাটানি হয়, তাহাদিগেতে হেলোনিয়াস উত্তম কার্য্য করে। হেলোনিয়াসকে জরায়ুর টনিক বলা হয়। Helonias is excellent remedy when there is a tired aching feeling and some burning in the back and legs. এই প্রকার লক্ষণ পিক্রিক এসিডেও দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ এবং রোগী—রোগী রক্তশূন্য ফ্যাকাসে, অত্যন্ত বিমর্ষ, দুর্ব্বল, খিটখিটে। কাহারও সামান্য প্রতিবাদ কিংবা প্রস্তাব সহ্য করিতে পারে না। কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে যাবতীয় গ্লানি এবং শারীরিক কষ্ট ভুলিয়া যায়।

জরায়ুভ্রংশ এবং জরায়ু চ্যুতি—পেশীর দুর্ব্বলতাবশতঃ কিংবা গর্ভপাত অথবা সন্তান প্রসবের পর জরায়ুভ্রংশ হয়। এতদসহ রক্ত-শূন্যতা, দুর্ব্বলতা, কটিদেশে যন্ত্রণা, জ্বালা, উত্তাপ বোধ, আড়ষ্টতা, মানসিক অবসাদ বর্ত্তমান থাকে।

রক্তশূন্যতা—ঋতুস্রাব কিংবা রক্তস্রাব কিংবা পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব হেতু রক্তশূন্যতা হয়। রোগী জরায়ুর বর্ত্তমানতা সর্ব্বদা অনুভব করে (consciousness of a womb) রোগী মনে করে ইহা সকল সময় নড়াচড়া করিতেছে এবং বস্তিপ্রদেশে এতদ হেতু টাটানি যন্ত্রণা ও হয় এবং বস্তিপ্রদেশ স্পর্শ করা যায় না। এই প্রকার বোধ স্ত্রীলোকের যৌবনকালে, প্রসবের পর অথবা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় অধিক প্রকাশ পায়।

ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয়। স্রাব কাল চাপ চাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মূত্রপিণ্ড রক্তাধিক্য হইয়া প্রদাহ হয়।

মূত্রপিণ্ড অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, গরম জলের থলি বলিয়া বোধ হয়। স্তন ফুলিয়া উঠে, স্তনের বোঁটা যন্ত্রণাযুক্ত এবং স্পর্শাধিক্য হয়।

বহুমূত্র—বহুমূত্রে হেলোনিয়াসকে একটি বৃহৎ ঔষধ বলা যাইতে পারে না, তথাপি প্রথমাবস্থায় ইহার ব্যবহার দেখা যায়। প্রস্রাব পরিষ্কার এবং প্রচুর হয়, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও সাটিয়া যায়, অত্যন্ত পিপাসা, অস্থির। রোগী দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে। মন খিটখিটে এবং বিষাদযুক্ত।

এলবিউমিনিউরিয়া—তরুণ এবং পুরাতন উভয় অবস্থাতেই হেলোনিয়াসের প্রয়োগ দেখা যায় এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ইহা অধিক ব্যবহার হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্লান্তি বোধ করে, এত অধিক ক্লান্তি এবং দুর্ব্বলতার কারণও কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এলেটেরিস, লিলিয়াম, এসিড ফস্।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, স্পর্শে।

রোগের উপশম—যখন কোন কার্য্য করে।

ক্যালকেরিয়া আর্স (Calcarea Ars)

এই ঔষধটিতে সালফার এবং ক্যালকেরিয়া এই দুইটি মহৎ ঔষধের সংযোগ রহিয়াছে। কাজেকাজেই ইহার কার্য্যও যে অত্যন্ত গভীর হইবে তাহতে কোন সন্দেহ নাই। ক্যালকেরিয়া আর্সের ব্যবহার তরুণ অপেক্ষা পুরাতন রোগে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

হোমিওপ্যাথিকে ক্যালকেরিয়া আর্সকে শৈশব যকৃতের একটি সর্ব্বপ্রধান

ঔষধ বলা হয় এবং অনেকেই ইহাকে routine remedyর ন্যায় ব্যবহার করেন। ম্যালেরিয়াজনিত হইলেই ইহাতে অধিক কার্য্য পাওয়া যায়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয় শৈশব যকৃতে ক্যালকেরিয়া আস'কে অধিক উচ্চস্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—It is a remedy we extensively use in infantile enlargement of liver with considerable success, infact it is a sheet anchor for infantile liver complaint especially of malarial origin. শৈশব যকৃত ব্যতীত ম্যালেরিয়াজনিত যকৃত বিবৃদ্ধিতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যধিক কুইনাইনের অপব্যবহারে এবং শ্লেষ্মা প্রধান গণ্ডমালাধাতুযুক্ত টিউবারকিউলার (tubercular) শিশুদিগেতেও উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। অল্প অল্প ঘুসঘুসে জ্বর সকল সময় লাগিয়া থাকে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২।১ বার হয়ত এক একবার উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। ১০০ এর অধিক জ্বর প্রায়ই হয় না। চর্ম্মের চেহারা দেখিতে অসুস্থ এবং শুষ্ক। উত্তাপ প্রাতে এবং সন্ধ্যায়ও হইতে পারে, রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসে, ক্ষুধা থাকে না খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়। প্রস্রাব অল্প এবং এলবিউমেনযুক্ত, কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা উদরাময়, অজীর্ণ, দ্রুত হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎকম্পন (palpitation) ইত্যাদি লক্ষণসমূহের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

হৃৎকম্পন (Palpitation)—সামান্য মানসিক অনুভূতি এবং চাঞ্চল্যতেই হৃৎপিণ্ডের কম্পন হইতে থাকে (লিলিয়াম কার্ব্ব)।

মৃগীরোগ—মৃগীরোগ হৃৎপিণ্ডের রোগবশতঃ হইলে ক্যালকেরিয়া আসে'র প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—অনেকে ৬× চূর্ণ ব্যবহার করেন কিন্তু আমি শৈশব যকৃতে ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

রোগের বৃদ্ধি—সামান্য পরিশ্রমে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কোনায়াম, গ্লোনয়ন, নাক্সভমিকা।

ক্যালেণ্ডুলা (Calendula)

ইহার বাংলা নাম গ্যাঁদাফুল। এই ঔষধটি গ্যাঁদাফুল হইতেই প্রস্তুত হয়। ক্যালেণ্ডুলার প্রধান কার্য্যই হইতেছে—কাটা ছেঁড়া ঘায়ে যে স্থানের চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গিয়াছে কিংবা উঠিয়া গিয়াছে, ক্ষতে পরিণত হইতেছে এবং পুঁজের সঞ্চার হইতেছে। চর্ম্ম ছিন্ন না হইলে ক্যালেণ্ডুলা ব্যবহার হয় না। ক্ষত আঘাত লাগিয়াই হউক কিংবা আপনা হইতেই হউক—পুঁজের সম্ভাবনা কিংবা পুঁজোৎপাদন দেখিলে ক্যালেণ্ডুলাকে চিন্তা করা যাইতে পারে (calendula is almost a specific for clean surgical cuts or lacerated wounds to prevent excessive suppuration)। প্রসবের পর প্রসব দ্বার ছিঁড়িয়া গেলে, অস্ত্রক্রিয়ার পর ক্ষত শুষ্ক না হইলে, আঘাত চোট লাগিয়া কোন স্থানের চর্ম্ম উঠিয়া গেলে, ছেঁছিয়া গেলে এবং পুঁজের সম্ভাবনা দেখা দিলে কেলেণ্ডুলা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ব্যবহার করা উচিত। ইহার কার্য্য পুঁজযুক্ত ক্ষতে অদ্বিতীয়। আমি ঘা পাঁচড়াতে ইহার বাহ্যিকমূল অরিষ্ট আলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইতে দিয়া আশাতীত উপকার পাইয়াছি এবং আমি ইহা উত্তমরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। যেস্থলে অধিক পুঁজ হয় সেই রূপ স্থলে ক্যোলেণ্ডুলা সাক্কাসকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। তরুন উপদংশ ক্ষতেও আমি ইহার বাহ্যিক অরিষ্ট অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিয়া থাকি।

প্রয়োগবিধি

ডাইলউসন—৬, ৩০ আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয়। সাধারণ ক্ষতে পুঁজের সঞ্চার হউক কিংবা নাই হউক (পুঁজযুক্ত হইলেই ভাল) বাহ্যিক ক্যালেণ্ডুলা অফিসিয়ালিস ১৫।২০ ফোটা এক আউন্স অলিভ অয়েলে মিশ্রিত করিয়া লাগাইতে দিবে। উপদংশ কিংবা দূষিত ক্ষতে ক্যালেণ্ডুলা সাক্কাস অধিক ফলদায়ক। ইহার মূল বাহ্যিক ঔষধ এক ড্রাম এক আউন্স উক্ত প্রকার

তৈলে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে আশু উপকার পাওয়া যায়। অধিক পূঁজে ক্যালেণ্ডুলা সাক্কাস অধিক ফলপ্রদ।

অনুপূরক—হেপার।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হাইপারিকাম—অধিক স্নায়ুযুক্ত স্থানে আঘাত লাগিলে এবং যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলে।

সিম্ফাইটাম—ক্যালকেরিয়া ফস অস্থি ভঙ্গে জোড়া লাগাইতে।

রাসটক্স, রুটা—কোন নির্দ্দিষ্ট পেশীর মচকান কিংবা টানে।

সালফিউরিক এসিড—যন্ত্রণাযুক্ত, গলিত ক্ষতে দূষিত বীজাণু নষ্ট করে।

ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা
(Calcarea Fluorica)

ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা অথবা ফ্লুরাইড অফ লাইম একই কথা একই জিনিষ। ইহা ডাক্তার সুসলারের শক্ত প্রস্তরবৎ কঠিন গ্রন্থি স্ফীতি, শিরা প্রসারণ (varicose veins), শিরা বিবৃদ্ধি, অস্থি অর্ব্বুদ, অস্থি বিবৃদ্ধির একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। অস্থি অর্ব্বুদে (osseous tumors) ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ টিস্যু ঔষধগুলির বিষয় পৃথক করিয়া লেখাকালীন আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

রোগী—রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, ঠাণ্ডা এবং স্যাঁৎসেতে ঋতু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। উত্তাপে ভাল থাকে।

অর্ব্বুদ—মেদযুক্ত জরায়ু অর্ব্বুদ কিংবা অস্থি অর্ব্বুদ যে কোন স্থানে অর্ব্বুদ হউক ইহার নির্ব্বাচনে কঠিনত্ব থাকা চাই। প্রস্তরবৎ কঠিনতাই হইতেছে ইহার প্রধান বিশেষত্ব। ইহা ব্যতীত ইহা কখনই নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। এই প্রকার অর্ব্বুদের সহিত অস্থিক্ষতথাকিতেও পারে তথাপি ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্তনের গ্রন্থি স্ফীত হইয়া প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। (I refer to its ability to cure indurated infiltrations of glands, cellular tissues and bony formations. A nodule in the course of a tendon, an exostosis, a stony hard gland, bony infiltration in the periosteum has been cured by this rémedy wonderfully) ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা শিশুদিগের তলতলে শির রক্তার্ব্বুদ (fluctuating cephalo haematoma) আরোগ্যে ও নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

ক্ষত—ক্ষতের ধার উচু এবং শক্ত হয় এবং চারিপার্শ্বের চর্ম্ম নীলাভ এবং স্ফীত হয়।

নালীক্ষত (Fistula)—সন্ধিস্থল (joint) অথবা অস্থির সংযোগ স্থলে অথবা শক্ত কঠিন অর্ব্বুদে নালীক্ষত হইলে কেলকেরিয়া ফ্লুরিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে—(কোমলস্থানে নালীক্ষতে—সাইলিসিয়া) ঘন পীতবর্ণ পূঁজ স্রাব হয়।

কটিবাত (Lumbago)—কটিস্থানের যন্ত্রণা রাসটক্সের ন্যায় স্থির ভাবে থাকিলে বৃদ্ধি হয়। কাজে কাজেই রোগী নড়াচড়া করিতে চায় তাহাতে এবং উত্তাপে যন্ত্রণার উপশম বোধ করে। রাসটক্সে উপশম না হইলে ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকাকে চিন্তা করিবে।

ছানি ছানি চিকিৎসায় ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকার ব্যবহার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার এতদ বিষয়ে সুনাম রহিয়াছে। পুস্তকে এই প্রকার অনেক ছানি আরোগ্য সংবাদ লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

তালুমূলপ্রদাহ—তালুমুল শক্ত কঠিন হইলে আমরা অধিকাংশস্থলে ব্যারইটা কার্ব্বেকে প্রাধান্য দিয়া থাকি কিন্তু ব্যারাইটা কার্ব্বে উপকার না হইলে ক্যালকেরিরা ফ্লুরিকাকে চিন্তা করা উচিত। তালুমূলের কঠিনতায় ব্যারাইটা কার্ব্বের পর অধিকাংশ চিকিৎসক ক্যালকোরিয়া ফ্লুরিকা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

যকৃত—যকৃতে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। রোগী যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। সঞ্চালনে যন্ত্রণার উপশম হয়। রোগী হাঁটিয়া বেড়াইতে চায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সুসলারের প্রণালীমতে ৩×, ৬× ইত্যাদি চূর্ণ ব্যবহার হইয়া থাকে। আমি ৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি, স্থল বিশেষে চূর্ণও ব্যবহার করি। ছানিতে ৬× চূর্ণ অধিক অনুমোদন করি। নালীক্ষতে এবং গ্রন্থির স্ফীতিতে ৩০, ২০ শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ হইতে কিছু বিলম্ব হয়।

রোগের উপশম—উত্তাপে, উত্তাপ প্রয়োগে।

ক্যালকেরিয়া এবং সাইলিসিয়া পরস্পর অনুপূরক (complementary)।

থেরিডিয়ন (Theridion)

ইহার সম্পূর্ণ নাম থেরিডিওন কিউরেস্তাভিকাম (Theridion curassavicum)। ইহা এক মাকড়সা জাতীয় ঔষধ। ডাক্তার হেরিং ইহাকে ঔষধে পরিণত করিয়াছেন। ইহার কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলীতে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। থেরিডিওন রোগী গোলমালে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং প্রত্যেক গোলমালে সমুদায় শরীরকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে এবং বমনেচ্ছা ও শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ করে। শিরঃঘূর্ণনে, সামুদ্রিক শিরঃপীড়ায়, রক্তোৎকাশে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণ—অস্থির, কোন বিষয়ে এবং কার্য্যে আনন্দ পায় না। সময় মনে হয় খুব শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে (সময় ধীরে ধীরে যায়—আর্জেন্টাম নাই, ক্যানাবিস ইণ্ডি, নাক্সমস্কেটা)।

শিরঃঘূর্ণন—থেরিডিওনের শিরঃঘূর্ণন একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। চক্ষু বুজিলেই শিরঃঘূর্ণন এবং বমনেচ্ছা প্রকাশ পায় (থুজা, ল্যাকেসি) শিরঃঘূর্ণনের সহিত অধিকাংশ স্থলে বমনেচ্ছা প্রকাশ থাকে (চক্ষু খুলিলেই শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়—ট্যাবেকাম। উর্দ্ধ দৃষ্টি করিলে—পালস, সাইলিসিয়া ইহা ব্যতীতও সামান্য গোলমালেই শিরঃঘূর্ণন হয়, শয়নে এবং মস্তক ফেরাইলে (কোনায়াম) থেরিডিওন রোগী গোলমাল একেবারেই সহ্য করিতে পারে না—প্রত্যেক গোলমালে অস্বস্থি বোধ করে এবং বমনেচ্ছা ও শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। (evrey sound seems to penetrate through the whole body, causing nausea and vertigo)।

শিরঃপীড়া—মস্তক সঞ্চালন করিতে আরম্ভেই কিংবা মস্তক সামান্য সঞ্চালনেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। শয়নে (ল্যাকে), মেজেতে কেহ চলাফেরা করিতেছে শব্দে অধিক বৃদ্ধি হয়।

ব্রাইওনিয়া—ইহাতেও সঞ্চালনে শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় কিন্তু ব্রাইওনিয়ায় সামান্য শব্দে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি লক্ষণ নাই। থেরিডিওনে মস্তক সঞ্চালনে যেরূপ শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হয়, সেই প্রকার সামান্য শব্দে এবং গোলমালেও বৃদ্ধি হয়।

বেলেডোনা এবং সেঙ্গুইনেরিয়া—ঘরের মেজের কাঁপুনি, শয্যার ঝাঁকুনিতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়।

সামুদ্রিক বমন—থেরিডিওনে স্নায়বীক স্ত্রীলোকে সামুদ্রিক বমন অধিক প্রকাশ পায়। চলন্ত গাড়ী কিংবা জাহাজে কিংবা নৌকায় ভ্রমণকালীন তাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকে।

দন্তশূল—থেরিডিওন রোগী গোলমালে এবং শব্দে এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে প্রত্যেক তীব্র শব্দে দাঁতের যন্ত্রণা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

বোধাধিক্য (Hyperaesthesia)—ইহাতেও অনেকটা ট্যারেন্টুলার ন্যায় বোধাধিক্য প্রকাশ পায়, থেরিডিওন রোগীর বোধাধিক্য মেরুদণ্ডে (spine) অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, মেরুদণ্ড এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে, রোগী মেরুদণ্ড স্পর্শ করিতে দেয় না; চেয়ারে বসিবার সময় পৃষ্ঠ আলগা করিয়া বসে যেন চেয়ারে না লাগে।

থাইসিস (Phthisis)—থাইসিসে বিশেষতঃ রক্তবমনযুক্ত থাইসিসে (Phthisis florida) থিরিডিনের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে একটি বিশেষ লক্ষণের প্রকাশ থাকে, তাহা হইতেছে যন্ত্রণা বাম বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধে আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠদেশের স্কন্ধে ফুটিয়া বাহির হয় (pain runs through the upper left chest to shoulder)। থেরিডিওনে রক্তবমনযুক্ত থাইসিসের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। কেবলমাত্র এই একটি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া থেরিডিওন প্রয়োগে অনেক থাইসিস আরোগ্য

সংবাদ পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। থেরিডিওন প্রয়োগে উপকার না হইলে মার্টাস কম্মিউনিস এবং পিক্স লিকুইডা (Myrtus communis and Pix liquida)—এই দুইটি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাই। আমি ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

থেরিডিওন—ক্যালকেরিয়া এবং লাইকোপোডিয়ামে উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—অধিক চাপে, জাহাজে, নৌকায়, গাড়ীতে আরোহণে, চক্ষু বুজিলে, গোলমালে, ঝাঁকুনিতে, সহবাস ক্রিয়ায় এবং বামপার্শ্বে।

ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা

(Calcarea Sulphurica)

ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা এবং সালফেট অফ লাইম (sulphate of lime) একই কথা। ক্যালকেরিয়া সালফের পরিচয়—স্ফোটক এবং পূঁজোৎপাদনে (suppuration) অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কোষিক অর্ব্বুদে (cystic tumor), গ্রন্থির স্ফীতিতেই ইহার কার্য্য যথেষ্ট রহিয়াছে।

স্ফোটক এবং পূঁজোৎপাদন—ইহাতে স্ফোটকের প্রবণতা অত্যন্ত অধিক (tendency to the formatian of abseess)। পূঁজোৎপাদন না হওয়া পর্য্যন্ত ক্যালকেরিয়া সালফের নির্ব্বাচন অধিক হয় না। পূঁজোৎপাদন হইলেই ক্যালকেরিয়া সালফের কার্য্য সুনিশ্চিত। পূঁজোৎপাদনই হইতেছে ক্যালকেরিয়া সালফের নির্ব্বাচনের বিশেষ লক্ষণ ইহা ব্যতীত ইহার নির্ব্বাচনকে নিশ্চিত বলা যাইতে পারে না। যে সমুদায় স্ফোটক ফাটিয়া গিয়াও সর্ব্বদা পীতবর্ণ পূঁজ নিঃসরণ হওয়া সত্ত্বেও শীঘ্র শুষ্ক হইতেছে না সেইরূপ স্থলে ক্যালকেরিয়া সালফ উত্তম কার্য্য করে (An abscess that has ruptured and is slow to heal with a continuous discharge of yellow pus is a strong indication for this remedy)। ক্যালকেরিয়া সালফের পূঁজ প্রচুর, ঘন, পুরু, পীতবর্ণ, সময় সময় রক্তের রেখাযুক্ত হয়। মূত্রপথ, জোনিদ্বার, কর্ণ, নাসিকা অর্থাৎ যে কোন স্থান হইতেই উক্ত প্রকার পূঁজ নিঃসরণ হউক এবং তাহা যদি শীঘ্র শুষ্ক না হয়, তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে ক্যালকেরিয়া সালফকে প্রাধান্য দিবে।

ক্যালকেরিয়া সালফ রোগী খিটখিটে, রাগী, সহজেই বিরক্ত হয়। লোকসঙ্গ ভালবাসে না, অল্পতেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—আমি সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি। বাইওকেমিক মতে চূর্ণ ৩x, ৬x ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হেপার, সাইলিসিয়া, পালসেটিলা।

মেলিলোটাস এল্‌বা (Melilotus Alba)

ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে রক্তাধিক্যতায় এবং রক্তস্রাবে। ভীষণ রক্তাধিক্যতা এবং তৎসহ শিরঃপীড়া।

শিরঃপীড়া—ভীষণ যন্ত্রণা হয়। মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ হয়। কপালের পার্শ্বস্থ ধমনীদ্বয় দপদপ করিতে থাকে। বমনোদ্বেগ হয়। রক্তাধিক্যতায় সমুদয় শরীর যেন পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় এই সমুদায় উপসর্গই নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে কিংবা ঋতুস্রাবে উপশম হয়। মেলিলোটাসের রক্তাধিক্যতা রক্তস্রাবে হ্রাস হয় ইহাই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—মেলিলোটাসের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শিরঃপীড়া এবং শরীরের যাবতীয় উপসর্গ উপশম হয়। মুখমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদি বেলেডোনা এবং গ্লোনয়ন অপেক্ষা কোন অংশে কম রক্তাধিক্যতা থাকে না। এতদ সমুদায় রক্তাধিক্যতা, ধমনীদ্বয়ের দপদপানি সমুদায়ই নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে হ্রাস হয় (nose bleed preceded by intense redness, flushing of face and throbbing of carotids (Bell) with general relief) মেলিলোটাসের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে—নাসিকা

হইতে রক্তস্রাবের পূর্ব্বে রক্তাধিক্যতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (every attack was prec:ded by the most intense redness and flushing.)

•বেলেডোনা এবং গ্লোনয়নের সহিত নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে মেলিলো-টাসের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু ইহাদিগেতে রক্তস্রাবে শিরঃপীড়া এবং শরীরের গ্লানি কিছুই উপশম হয় না এবং রক্তাধিক্যতারও হ্রাস হয় না।

ইরিজারন—ইহাও একটি নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতেও রক্তাধিক্যতা থাকে কিন্তু ইরিজারনে নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের সহিত জ্বর ভাব থাকে।

মানসিক লক্ষণ—মেলিলোটাস রোগীতে অনেকটা ষ্ট্রেমোনিয়ামের ন্যায় ধর্ম্মোন্মত্ততা (religious melancholy) লক্ষণ প্রকাশ থাকে। মুখমণ্ডল অত্যন্ত রক্তাধিক্যও হয়। উন্মাদবৎ লক্ষণ প্রকাশ পায় কিন্তু মেলিলোটাসে ষ্ট্রেমোনিয়ামের মত বহুকথন (loquacious) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০ নিম্নক্রম ব্যবহার করা হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—বেল, গ্লোন, স্যাঙ্গুইনে।

রোগের বৃদ্ধি—ঝড়তুফানে, বৃষ্টি বাদলার পূর্ব্বে।

ল্যাক-ক্যানাইনাম (Lac-caninum)

এই ঔষধটি কুকুরের দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে, ডাঃ রিসিগ ইহার জন্মদাতা। ল্যাক-ক্যানাইনামের প্রধান কার্য্যই হইতেছে তালুমূল প্রদাহে, ডিফথিরিয়া এবং বাতে। এই ঔষধটির বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ সঞ্চালন যন্ত্রণা (erratic pains) এবং যন্ত্রণা কেবলই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে (pains alternating sides)।

মানসিক লক্ষণ—স্মরণশক্তি দুর্ব্বল, কোন কথা মনে থাকে না, অন্যমনস্ক, এত অধিক ভোলা মন যে, জিনিষ ক্রয় করিয়া মূল্য দিয়াও আনিতে ভুলিয়া যায়। (এনাকার্ডি, এগনাস, কষ্টি)। লিখিতে লিখিতে অনেক কথা ব্যবহার করে অথচ প্রয়োজনীয় কথাই লিখিতে ভুলিয়া যায় কিংবা কোন কথার সম্পূর্ণ অক্ষর লিখিতে ছাড়িয়া যায়, পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না। উদাস, নৈরাশ্য—মনে করে এই রোগ আর আরোগ্য হইবে না, ইহা দুরারোগ্য। সংসারে তাহার কেহই নাই এবং জীবন ধারণ করা বৃথা, যখন তখন কাঁদে, (অরাম, ল্যাকেসিস) খিটখিটে, রাগী, শিশু সকল সময় কাঁদে এবং চীৎকার করে, বিশেষভাবে রাত্রিতে (জ্যালাপা) একলা থাকিতে ভয় পায়। রোগী হাঁটাহাঁটি করিবার সময় মনে করে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, যখন শয়ন করে, মনে করে শয্যায় তাহার শরীর স্পর্শ করে না।

ডিফথিরিয়া—ডিফথিরিয়ার ল্যাক-ক্যানাইনাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ডিফথিরিয়ার দুইটি প্রধান বিশেষত্ব দেখিতে পাই, প্রথমতঃ—গলদেশে ফেল্ট কাপড়ের ন্যায় পুরু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সমাবেশ হয়, এই শ্লৈষ্মিক পর্দ্দা প্রথমতঃ এক পার্শ্বে হয়ত দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে অল্প সময়ের মধ্যে হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্ব পরিষ্কার হইয়া যায়, আবার কিছুক্ষণ পর কিংবা তৎপরদিন বাম পার্শ্ব পরিষ্কার হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী দক্ষিণ পার্শ্বে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সমাবেশ হয়। এই যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন (changing from side to

side every few hours or days) ল্যাক-ক্যানাইনামের একটি সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দেখিতে রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল চকচকে (silvery shiny deposit)। ল্যাক-ক্যানাইনামের এই বিশেষত্ব সর্ব্ব প্রকার রোগে প্রকাশ থাকে। মুখবিবর অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, জিহ্বায় এবং দাঁতে সাদা পরিষ্কার প্রলেপ পড়ে। গলদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, স্পর্শ করা যায় না (ল্যাকেসিস)। গলদেশের যন্ত্রণা বাম কর্ণের দিকে ঠেলা মারে এবং যন্ত্রণাও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। শীতল কিংবা উষ্ণ তরল দ্রব্য যদিও গলাধঃকরণ করিতে পারে কিন্তু শুধু গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে (ইগ্নেসিয়া), সকল সময় গলাধঃকরণের ইচ্ছা কিন্তু শুধু গলাধঃকরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

গলদেশের ব্যথা এবং কাশি ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং ঋতুস্রাবের অবসানে হ্রাস হয়। ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে গলদেশে যন্ত্রণা হয়। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে ঋতুস্রাবকালীন (during menstruation) যন্ত্রণা হয়।

তালুমূল প্রদাহ—এই স্থানেও প্রদাহ পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে (change repeatedly from side to side)। প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদাহ হইয়া তৎপরদিন বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় আবার বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে যায় এই প্রকার হয়।

বাত (Rheumatism)—যন্ত্রণা একস্থান হইতে আর একস্থানে সরিয়া সরিয়া বেড়ায় (পালস, কেলি বাই)। ল্যাক-ক্যানাইনামে যন্ত্রণায় সঞ্চালনের একটি বিশেষত্ব রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়—যন্ত্রণা একপার্শ্ব হইতে ঠিক তাহার বিপরীত পার্শ্বে পরিবর্ত্তন করে। এক পার্শ্বেই সরিয়া বেড়ায় না। যদি কাহারও দক্ষিণ গুল্‌ফ কিংবা জানু সন্ধিতে যন্ত্রণা হয়, ল্যাক-ক্যানাইনাম ঠিক তাহার বিপরীত বাম পার্শ্বের গুল্‌ফ কিংবা

জানু সন্ধিতে হইবে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, খোলা বাতাসে, শীতল প্রলেপে, ঠাণ্ডায় উপশম হয় (পালস, লেডাম)। ল্যাক-ক্যানাইনামের বাতে স্থান ফুলিয়া উঠে। যন্ত্রণার কিংবা স্ফীতির কম বেশীর উপর কিছুই আসিয়া যায় না। ইহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ (Rheumatism is first found in one ankle and then in the other and then back again to the original site)।

বাত ব্যতীত যে কোন প্রকার যন্ত্রণাই হউক, এই পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ল্যাক-ক্যানাইনামের নির্ব্বাচনের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

ডিম্বাশয় শূল—দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। উজ্জ্বল রক্ত-স্রাবে উপশম হয় (ল্যাকেসিস, জিঙ্কাম)। এতদ যন্ত্রণায়ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয়, রক্ত উজ্জ্বল চটচটে, রজ্জুবৎ। স্রাব বেগের সহিত নির্গত হয় (রক্ত কাল রজ্জুবৎ লম্বা—ক্রোকাশ)। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে স্তন যন্ত্রণাযুক্ত, স্পর্শাধিক্য এবং স্ফীত হয়।

স্তনদুগ্ধ—যে কোন অবস্থাতেই হউক—স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক করিয়া ফেলিবার ল্যাক-ক্যানাইনাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পালসেটিলাকেও ইহার সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়। (দুগ্ধ আনয়ন কিংবা বৃদ্ধি করিতে—ল্যাক ডি ফ্লোর, এসাফিটিডা)।

স্তন প্রদাহ—স্তন প্রদাহে ল্যাক-ক্যানাইনামেরও প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু ব্রাইওনিয়া এবং ফাইটোলেক্কাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্তন প্রদাহ ও যন্ত্রণাযুক্ত হয়, সামান্য সঞ্চালনে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। উপর নিচ করিতে হইলে স্তন ভাল করিয়া ধরিয়া রাখিতে হয় (ব্রাই)।

হৃৎস্পন্দন—বামপার্শ্বে শয়নে হৃৎস্পন্দন (palpitation) ভীষণ হয়, দক্ষিণপার্শ্বে ফিরিলে উপশম হয় (ট্যাবেকাম)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—সামান্য কারণেই—হস্তের স্পর্শ, উপবেশনের চাপে, কিংবা হাঁটাহাঁটিতে, ঘর্ষণে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়। আর একটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতেছে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে জোরে বেগের ও শব্দের সহিত বায়ু নিঃসরণ হয় (ব্রোম, লাইকো, নাক্স মশ্চে, স্যাঙ্গুইনেরিয়া)।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী খালি খালি বোধ করে। রোগী অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করে অথচ অধিক আহার করিতে পারে না, খাইলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। আহারের পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমন থাকে (সিনা, লাইকো, ষ্ট্রন্‌সিয়ানা)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সর্ব্বদা উচ্চক্রম ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করা হয় এবং ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চলে না। এক মাত্রাতেই উত্তম কার্য্য করে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ল্যাকেসিস, কোনায়াম।

রোগের বৃদ্ধি—একদিন প্রাতঃকালে এবং তৎপরদিন সন্ধ্যাকালে।

রোগের উপশম—শীতল প্রলেপে, শীতল পানীয় পানে।

ট্যারেণ্টুলা হিস্‌পানা
Tarentula Hispana

ইহাও এক মাকড়সা জাতীয় ঔষধ। কিন্তু ট্যারেণ্টুলা কিউবেন্‌সিস্‌ এবং হিস্‌পানা বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা এবং ইহার প্রুভিং ও পৃথক পৃথক রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। টেরেণ্টুলা কিউবেন্‌সিস্‌ দূষিত ক্ষত প্রদাহ ইত্যাদির অগ্নিবৎ জ্বালা নিবারণার্থ ব্যবহার হইয়া থাকে। আর হিস্‌পানা স্নায়বিক রোগে, হিষ্টিরিয়ার, তাণ্ডব রোগ ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়। ট্যারেণ্টুলা হিসপানা রোগী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না, ভীষণ অস্থিরতা (extreme restlessness)।

মানসিক লক্ষণ—হঠাৎ মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। নৈতীক বিষয়ে অত্যন্ত শিথিল। সকল সময় ব্যস্ত এবং অস্থির। স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

পুং জননেন্দ্রিয়—ভীষণ কাম উত্তেজনা হয়। সকল সময় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্খা এবং সহজেই রেতঃস্খলন হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় শুষ্ক এবং উত্তপ্ত এবং ভীষণ চুলকায়। ট্যারেণ্টুলাকে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের চুলকানিতে অনেকে উচ্চস্থান প্রদান করে ইহা ব্যতীত ডিম্বাশয় এবং জরায়ুতেও যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। জরায়ু প্রদেশে যন্ত্রণা হয় এবং তৎসহ শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে। কুক্ষি প্রদেশ জ্বালা করে এবং মনে হয় বস্তিপ্রদেশে অনেক ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঋতু স্রাব প্রচুর হয় এবং তৎসহ যোনী দেশ চুলকানিও বৃদ্ধি হয়। রোগী নড়াচড়ায় সমুদায় শরীরে বেদনা বোধ করে। কাম উত্তেজনা অত্যন্ত প্রবল থাকে।

অস্থিরতা (Restlessness) এবং তাণ্ডব রোগ (Chorea)—টেরেণ্টুলা হিসপানা রোগী এত অধিক অস্থির যে কোন অবস্থাতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সকল সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখে অর্থাৎ নড়াচড়া করে। হস্ত, পদ, বাহু, স্কন্ধ অর্থাৎ শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইতে থাকে, এতদ হেতু রোগী স্থির ভাবে কিছু করিতেও পারে না। শরীরের পেশী সমূহের আকুঞ্চন এবং ঝাঁকুনি হইতে থাকে। ট্যারেণ্টুলায় এতদ সমুদায় লক্ষণ কোন অবস্থাতেই এমন কি চলা ফেরায়ও উপশম থাকে না এবং চলা ফেরায় বৃদ্ধি হয় (রাসটক্স এবং রুটার বিপরীত)। ট্যারেন্টুলায় বোধাধিক্য (Hyperaesthesia) অত্যন্ত প্রবল এবং এই বোধাধিক্য শরীরের সামান্য উত্তেজনাতেই বৃদ্ধি হয় এবং হস্ত পদের অঙ্গুলির প্রান্ত দেশসমূহ অত্যন্ত বোধাধিক্য হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডে সামান্যস্পর্শেই বক্ষঃস্থলে এবং হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রনার উদ্রেক হয়। তাণ্ডব রোগে সমস্ত শরীর কিংবা দক্ষিণ হস্ত এবং বামপদ অধিক আক্রান্ত হয় (বাম হস্ত এবং দক্ষিণ পদ—এগারিকাস)।

শিরঃপীড়া—ভীষণ শিরঃপীড়া হয় মনে হয় অসংখ্য সূঁচ মস্তকে বিদ্ধ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত স্নায়ুশূলবৎ যন্ত্রণাও হয়। গোলমালে, স্পর্শে এবং অধিক আলোতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। বালিসে মস্তক ঘর্ষনে উপশম হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এগারিকাস, সিমিসিফিউগা, কুপ্রাম।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, স্পর্শে, গোলমালে, অন্যের কষ্ট দর্শনে।

রোগের উপশম—খোলা বাতাসে, আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণে, গীতবাদ্যে।

ট্যারেন্টুলা কিউবেন্‌সিস
(Tarentula Cubensis)

ইহা এক মাকড়সা জাতীয় ঔষধ। বিষাক্ত দূষিত রোগে, ভীষণ প্রদাহে, যন্ত্রণায়, পৃষ্ঠব্রণে, আঙ্গুলহাড়ায়, দূষিত পূযোৎপাদনে নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা ভীষণ হয় রোগীর আহার নিদ্রা থাকে না, আক্রান্ত স্থান ঈষৎ নীল আভাযুক্ত হয়। জ্বালা যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করিতে থাকে। অগ্নিবৎ জ্বালিতে থাকে ফোঁড়া, স্ফীতি, প্রদাহ গলিত ক্ষত, কর্কট রোগ ইত্যাদিতে যখন জ্বালা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং রোগী অস্থির হইয়া পড়ে এইরূপ অবস্থায় ট্যারেন্টুলাকে উচ্চ স্থান দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্সেনিক এবং এন্থ্রাসাইনামও চিন্তা করিবে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬ এবং ৩০ অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্সেনিক, পাইরোজেন, এন্থ্রাকস, ল্যাকেসিস।

টিউবারকিউলিনাম (Tuberculinum)

ইহা নোসোড জাতীয় ঔষধ। টিউবারকিউলার স্ফোটক কিংবা গুটিকার পুঁজ হইতে ঔষধে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না। টিউবারকিউলোসিসের প্রথম অবস্থার ইহা একটি অব্যর্থ মহৌষধ। টিউবার কিউলিনাম লম্বা পাতলা, চ্যাপ্টা এবং সঙ্কীর্ণ

বক্ষঃস্থল যুক্ত টিউবার কিউলার ধাতুগ্রস্থ রোগীদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

যে সমুদায় পরিবারে টিউবার কিউলারি রোগের সংস্রব রহিয়াছে জানিতে পারা যায় এবং কোন রোগ উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ঔষধে উপশম কিংবা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে না সেইরূপ স্থলেও টিউবার কিউলিনামকে প্রাধান্য দিবে। এতদ্ব্যতীত যে সমুদায় রোগ শরীরের এক যন্ত্র হইতে আর এক যন্ত্রে ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে—এবং নির্ব্বাচিত ঔষধে আরোগ্য হইতেছে না, হঠাৎ প্রকাশ পাইতেছে আবার হঠাৎ আপনা হইতেই অবসান হইতেছে—প্রথমতঃ হয়ত ফুসফুস, তৎপর মূত্রপিণ্ড, তৎপর যকৃত, পাকস্থলী, এই প্রকারে রোগটি কেবল ঘূরিয়া বেড়াইতেছে—সেইরূপ স্থলেও টিউবার কিউলিনামকে চিন্তা করিবে।

টিউবার কিউলিনাম রোগী ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগে অথচ কি করিয়া এবং কি ভাবে ঠাণ্ডা লাগে রোগী বুঝিতে পারে না। রোগী আহার করা সত্ত্বেও ক্রমশঃ শুষ্ক শীর্ণ হইতে থাকে আহার এবং ক্ষুধা কমিয়া যায়, বিষাদ, স্ফুর্ত্তীহীন, খিটখিটে, নিরুৎসাহ। ক্রমশঃ ঘূসঘুসে জ্বর এবং নৈশঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। গ্রন্থীর স্ফীতি, বিশেষতঃ গ্রীবা দেশের হইলে এবং কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই নাই এবং নির্ব্বাচিত উপযুক্ত ঔষধে আরোগ্য হইতেছে না—প্রস্তরবৎ শক্ত হইয়া রহিয়াছে ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা জ্বর ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে টিউবার কিউলিনামকে স্মরণ করা প্রয়োজন। আমরা অভিজ্ঞতায় এই প্রকার স্ফীতি অনেক স্থলে দেখিতে পাইলেও গ্রীবাদেশে হইলে ও তদসহ আনুসঙ্গিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে—টিউবার কিউলিনামকে প্রাধান্য দিয়া থাকি। কোন কোন রোগ শীঘ্র আরোগ্য হইতেছে না এবং দিন দিন শরীর শীর্ণ হইয়া আসিতেছে এইরূপ স্থলেও টিউবার কিউলিনামকে চিন্তা করিবে। শীর্ণতা (Emaciation rapid and pronounced)। ঠাণ্ডায় স্পর্শাধিক্যতা (takes cold easily without knowing how or where) এবং লক্ষণের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন-শীলতা (symptoms ever changing) টিউবার কিউলিনামের বিশেষ বিশেষত্ব জানিবে।

টিউবার কিউলিনাম এবং ব্যাসিলিনাম একই ঔষধ ইহাদের প্রস্তুত প্রণালী বিভিন্ন হওয়ায় ইহাদের নামেরও পার্থক্য হইয়াছে। ডাক্তার ফিন্‌কি এবং সোয়ান ফুসফুসের টিউবার কিউলার স্ফোটকের পূঁজ কিংবা গয়ের হইতে ঔষধে পরিণত করেন তাই ইহাকে টিউবার কিউলিনাম বলা হইয়াছে। ডাক্তার হিথ টিউবার কিউলার রোগযুক্ত ফুসফুস হইতে টিউবার কিউলোসিস বীজাণু লইয়া ঔষধে পরিণত করিয়াছেন তাই ইহাকে ব্যাসিলিনাম বলা হইয়াছে।

শিরঃপীড়া—পুরাতন কিংবা টিউবার কিউলার শিরঃপীড়া যন্ত্রণা ভীষণ হয়। দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধ হইতে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বিস্তারিত হয়। মনে হয় লোহার পাত দ্বারা মস্তকের চারিধার বাঁধা রহিয়াছে (এনাকাডি সালফার) স্কুলের বালিকাদিগের শিরঃপীড়া, পড়াশুনায় এবং সামান্য মানসিক পরিশ্রমে কিংবা সূক্ষ্ম কার্য্যে বৃদ্ধি হয় এবং যখন চশমা ব্যবহারেও উপকার হয় না এবং যদি কোন প্রকার টিউবার কিউলাসের সংশ্রব থাকে এবং যখন অন্য ঔষধে উপকার হইতেছে না টিউবার কিউলিনামকে চিন্তা করিবে।

স্ফোটক—অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়া গুচ্ছাকারে একটার পর একটা এইরূপ করিয়া নাসিকায় প্রকাশ পায়। সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ হয় (সিকেলি)।

উদরাময়—অতি প্রত্যূষে পায়খানার বেগ হয় রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় (সালফার) রোগী আহার করা সত্ত্বেও ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে (আইওডিন) মল ঘোর কটাবর্ণ, জলবৎ তরল, দুর্গন্ধযুক্ত, বেগের সহিত নির্গত হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং নৈশ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে, প্রচুর এবং বহুদিন স্থায়ী হয় এবং ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে যন্ত্রণা হয়।

কাশি—শুষ্ক কাশি। গয়ের ঘন এবং বায়ুনলী হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা

উঠে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। ফুসফুসের অগ্রভাগে (apex) বিশেষতঃ বাম ফুসফুসে টিউবার কিউলার রোগ আরম্ভ হয় (Tuberculas deposit begins in apex of lungs usually the left—ফস্ফ, সালফার, থেরি)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—২০০ শক্তির নিম্নে ইহার প্রয়োগ হয় না। আমি অধিকাংশ স্থলে ১০০০ শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকি। দেখিতে পাওয়া যায় টিউবার কিউলিনাম প্রয়োগে যদি কোন কার্য্য না পাওয়া যায় তাহা হইলে একমাত্রা সিফিলিনাম ২০০ শক্তি প্রয়োগ করিলে টিউবার কিউলিনামের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হয়। থাইসিসে সকল চিকিৎসকই ১০০০ শক্তি প্রয়োগ করেন। ইহা প্রয়োগের পূর্ব্বে ঔষধ সঠিক নির্ব্বাচন হইয়াছে কি না সে বিষয়ে বিশেষ নিশ্চিত হওয়া উচিত এবং যাবতীয় eliminative organs সমুদায় উত্তম কার্য্য করিতেছে কি না তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে।

সিফিলিনাম (Syphilinum)

ইহার আর একটি নাম লুসিনাম (Lucinum)। ইহা নোসোড জাতীয় ঔষধ। উপদংশের বীজ হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। যে সমুদায় উপদংশ বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার জন্য সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইয়া কেবল অবরুদ্ধ করা হইয়াছে কিংবা ধাতুগত দোষে পরিণত হইয়াছে এবং তদহেতু গলদেশ, লিঙ্গ, গাত্রত্বক, অস্থি, ইত্যাদি রোগগ্রস্থ হইয়াছে এবং নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হইতেছে না এইরূপ অবস্থায় সিফিলিনামের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সিফিলিনামের যাবতীয় যন্ত্রণা এবং উপসর্গ সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্রি ভুগিয়া প্রাতে অবসান হয়। (Pains from darkness to daylight;

begin with twilight and end with daylight (Mer. Phyto). All symptoms are worse at night from sundown to sunrise) এই লক্ষণটি সিফিলিনামের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক, ইহার উপর ঔষধের নির্ব্বাচন অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। এবং যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া ধীরে ধীরে হ্রাস হয় (ষ্টেনাম) এবং যন্ত্রণা এক স্থানে হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বেড়ায়।

মানসিক লক্ষণ—স্মরণশক্তি অতি দুর্ব্বল, কোন বিষয় এমন কি লোকের নাম, বইএর নাম ইত্যাদি কিছুই মনে রাখিতে পারে না। উদাসীন, মনে করে সে উন্মাদ হইয়া যাইবে। পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইবে। রোগ আরোগ্য হইবে না। হতাশ, রাত্রে ভয়ানক ভয় করে, নিদ্রাভঙ্গে মানসিক এবং শারীরিক অবসাদ অত্যন্ত অধিক হয়, ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করে। নিদ্রাভঙ্গের অবসাদহেতু ভীষণ কষ্ট হয় (ল্যাকেসিস)।

শিরঃপীড়া—ভীষণ স্নায়ুশূলবৎ যন্ত্রণা হয়, রাত্রিতে নিদ্রা হয় না এবং প্রলাপ বকে। অপরাহ্ণ ৪টায় আরম্ভ হয়, ১০।১১টা হইতে বৃদ্ধি হয় এবং প্রাতঃকালে উপশম হয় (১১টা ১২টায় উপশম হয়—লাইকো)। মস্তকের চুল উঠিয়া যায়, মস্তকের অস্থিতে যন্ত্রণা হয়।

চক্ষুপ্রদাহ—সদ্যজাত শিশুর তরুণ চক্ষু প্রদাহ হয়। নিদ্রায় অক্ষিপুট প্রদাহ হইয়া স্ফীত হইয়া জুড়িয়া যায়। রাত্রিতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, রাত্রি ২টা হইতে প্রাতে ৫টা পর্য্যন্ত ভীষণ হয়। শীতল জলে ধোতে উপশম হয়। ইহা ব্যতীত পুরাতন এবং পুনঃ পুনঃ (Phlyctenular inflamation of cornea) কর্ণিয়ার (cornea) প্রদাহে সিফিলিনাম উত্তমকার্য্য করে। কর্ণিয়ার পুনঃ পুনঃ ক্ষত হেতু কর্ণিয়ার পর্দ্দা উঠিয়া যায়—(Successive crops of phlyctenular and abrasion of epithelial layer of cornea) অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক এবং চক্ষু হইতে প্রচুর জল নিঃসরণ হইতে থাকে। ডবল দেখে অর্থাৎ দ্বিদৃষ্টি হয়। একটা জিনিষের নিম্নে আর একটি জিনিষ দেখে। অক্ষিপুটের আংশিক পক্ষাঘাত হেতু সর্ব্বদা তন্দ্রাযুক্ত দেখায়।

অস্থিক্ষত এবং অস্থি বেদনা—নাসিকা, কর্ণ, মুখগহ্বর, নাসিকার ভেদক অস্থি উপদংশ রোগজনিত ক্ষত হয় এবং ছিদ্র হইয়া যায়। শরীরের লম্বা লম্বা অস্থি অধিক যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

দন্ত—মাড়ি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া দাঁত ছোট হইয়া যায় (ষ্ট্যাফি) নিদ্রিত অবস্থায় প্রচুর লালাস্রাব হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য, মলদ্বার ভীষণ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, পিচকারী দিতে রোগীর প্রাণ বাহির হইয়া যায় এত ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

বাত—স্কন্ধদেশের সংযোগস্থল অধিক আক্রান্ত হয়। রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না (দক্ষিণ হস্ত—স্যাঙ্গুইনেরিয়া। বাম হস্ত—ফেরাম)।

পীড়কা (eruptions)—পীড়কা লাল তাম্রবর্ণ, দাগ দাগ, ঠাণ্ডা লাগিলে নীলবর্ণ হয়।

শ্বেতপ্রদর—সিফিলিনামের শ্বেতপ্রদর অনেকটা এলিউমিনার ন্যায় জলবৎ তরল এবং প্রচুর হয়, ন্যাকড়া ভিজিয়া পা দিয়া গড়াইয়া যায়। কিন্তু ডিম্বাশয় প্রদেশে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়।

মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা—যে কোন প্রকার মদ হউক পান করিবার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা (এসারাম, সালফিউরিক এসিড)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—২০০ এবং তদূর্দ্ধ কেবল ব্যবহার হয়, নিম্নক্রম ব্যবহার হয় না এবং পুনঃ পুনঃ ইহা প্রয়োগ হয় না। একমাত্রা দিয়া ১৫ দিন অপেক্ষা করা উচিৎ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—অরম, এসাফিটিডা, কেলিআইওড, মার্ক, ফাইটোলেক্কা।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি।

রোগের উপশম—দিবসে এবং ধীরে ধীরে সঞ্চালনে।

মেডোরহিনাম (Medorrhinum)

ইহা নোসোড জাতীয় একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। প্রমেহ রোগের পূঁজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু পুরাতন কঠিন রোগে যখন নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হয় না তখন মেডোরহিনামকে চিন্তা করা হয়। প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু রোগ যখন ধাতুগত দোষে পরিণত হয় মেডোরহিনামকে তখন উচ্চস্থান প্রদান করিবে।

যে সমুদায় ব্যক্তি বাত, গেঁটেবাত, স্নায়ুশূল, পক্ষাঘাত, ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং যদি জানিতে পারা যায়—ইহার আরম্ভে প্রমেহ দোষ রহিয়াছে সেইরূপ স্থলে মেডোরহিনামকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। ইহা ব্যতীত ডিম্বাশয়ে প্রদাহ, জরায়ু রোগ, জরায়ু অর্ব্বুদ ইত্যাদি যে কোন প্রকার স্ত্রীরোগ হউক প্রমেহ দোষের সংশ্রব রহিয়াছে জানিতে পারিলে মেডোরহিনামকে প্রয়োগ করিতে ত্রুটী করিবে না।

তরুণ কিংবা পুরাতন কর্কট রোগ, শিশুদিগের শীর্ণতা, জন্মাবধি কালা কিংবা বোবা, মানসিক অবসাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি হউক পিতা মাতার প্রমেহ দোষ ছিল কিংবা পিচকারী দ্বারা প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ করা হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহার এবং নির্ব্বাচিত ঔষধে কোন উপকার হইতেছে না দেখিলে মেডোরহিনামকে সর্ব্বপ্রাধান্য দিবে।

সোরিনাম যে প্রকার দুরারোগ্য চর্ম্মরোগের কিংবা চর্ম্মরোগ অবরুদ্ধ হেতু রোগের একটি মহৌষধ সেই প্রকার মেডোরহিনাম পুরাতন প্রমেহ

স্রাবের কিংবা প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু রোগের মহৌষধ। প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হইলে অচিরে কিংবা বিলম্বে শরীরে নানাপ্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়। আমরা যে সমুদায় পুরাতন দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন কর্কট রোগ, স্ফীতি, অর্ব্বুদ ইত্যাদি দেখিতে পাই তাহা মহাত্মা হ্যানিমানের বর্ণিত তিনটি miasmএর যে কোন একটির কারণ হইতে হয়, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায় প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধই তাহার প্রধান কারণ, সেইরূপস্থলে মেডোরহিনামই তাহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ ইহা স্মরণ রাখিবে।

মানসিক লক্ষণ--স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, কাহারো নাম ধাম স্মরণ রাখিতে পারে না, এমন কি বিশেষ বন্ধুর নামও ভুলিয়া যায়। না কাঁদিয়া কোন কথা বলিতে পারে না। সামান্য কারণেই বিরক্ত হইয়া উঠে। দিনের বেলা খিটখিটে, রাত্রিতে আমোদ প্রমোদ করে। সময় অত্যন্ত ধীরে ধীরে যায়, (আর্জ্জেণ্টাম নাই, ক্যানা ইণ্ডি)। সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। রোগের বিষয় ভাবিলে রোগ যেন বৃদ্ধি হয় (অক্জেলিক এসিড)

ক্ষুধা—ভীষণ ক্ষুধা বোধ হয়, আহার করার অব্যবহিত পরই আবার খাইতে চায় (সিনা, লাইকো, সোরি), এবং রোগী সর্ব্বদা পিপাসা বোধ করে, এমন কি স্বপ্নেও যেন জল পান করিতেছে। মদ (পূর্ব্বে ঘৃণা করিত) (এসারাম), লবণ (নেট্রাম, কেলকেরিয়া), মিষ্টি (সালফার), বরফ, নেবু ইত্যাদি খাইতে ভীষণ আকাঙ্ক্ষা।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল চট্চটে, কাদার ন্যায়, হারিস বহির্গত হইবার ভয়ে অধিক কোঁথ দিতে পারে না (এলিউমিনা)। মলদ্বারের দুর্ব্বলতা এবং সঙ্কোচন, গুট্লে গুট্লে মল। পৃষ্ঠদেশ দূরে হেলান দিয়া সহজে মল ত্যাগ করিতে পারে। মলদ্বার ভীষণ চুলকায়।

মূত্রপিণ্ডশূল—মূত্রপিণ্ড প্রদেশে তীব্র যন্ত্রণা হয়, প্রচুর প্রস্রাবে উপশম হয় (লাইকো)। মূত্রমার্গে ভীষণ যন্ত্রণা হয় যেন মূত্রশিলা নির্গত হইতেছে (কার্ব্বে, ওসিমাম ক্যান)। বরফ খাইবার আকাঙ্ক্ষা।

শেষে মোতা—প্রত্যেক রাত্রিতে শয্যায় লাল রক্তের ন্যায় প্রস্রাব ত্যাগ করে। অত্যধিক কার্য্যে কিংবা ক্রীড়ায়, অত্যধিক ঠাণ্ডা কিংবা গরমে বৃদ্ধি হয়। যখন নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হয় না প্রমেহ দোষ থাকিলে মেডোরহিনাম উত্তম কার্য্য করে। প্রস্রাব ত্যাগকালীন কোঁথ দিতে হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব প্রচুর হয়, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ, কাপড়ে দাগ লাগিলে সহজে রং ছাড়ে না (ম্যাগ কার্ব্ব)। ঋতুস্রাবে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, পদদ্বয় গুটাইয়া ফেলে, জোনিদ্বার দিয়া যেন কিছু বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ যন্ত্রণা হয়, পদদ্বয় দিয়া চাপিয়া রাখে।

জরায়ু রক্তস্রাব—রজোনিবৃত্তিকালে প্রচুর হয়, সপ্তাহের বেশী স্থায়ী হয়, স্রাব কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ, দুর্গন্ধ, বেগে নির্গত হয়, সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়।

যোনিদ্বার চুলকানি—যোনি এবং যোনিকপাট অত্যন্ত চুলকায় ইহা চিন্তা করিলে চুলকানি বৃদ্ধি হয়।

স্তন—স্তন এবং বোঁটা স্পর্শাধিক্য এবং যন্ত্রণাযুক্ত, স্তন বরফের ন্যায় শীতল, বিশেষরূপে স্তনের বোঁটা অধিক শীতল, আর সমুদয় শরীর উষ্ণ।

কাশি—কাশি শুষ্ক, ভীষণ, সকল সময় লাগিয়া থাকে এবং যন্ত্রণাযুক্ত যেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কাশি ঘং ঘং শব্দযুক্ত যেন ফাঁপা জিনিষের ভিতর দিয়া কাশিতেছে। কাশি রাত্রিতে, মিষ্টি সামগ্রী আহারে, শয়নে বৃদ্ধি হয়। পেটে চাপ দিয়া শয়নে উপশম বোধ করে। গয়ের চটচটে, ফেনা ফেনা সবুজ, তিক্ত স্বাদযুক্ত।

জ্বালা এবং পদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা—হস্তপদ জ্বালা করে এবং হস্তপদে কাপড় রাখিতে চায় না, পাখার বাতাস চায় (সালফার)। পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা, সামান্ত পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শরীরের সমুদায় সন্ধিস্থলসমূহ যন্ত্রণায় আড়ষ্ট এবং স্ফীত হইয়া থাকে। পদদ্বয়ের গোড়ালি অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। পদদ্বয় ভীষণ ভার বোধ হয়, হাটিতে পারে না। নিম্নাঙ্গে

সমুদায় রাত্রি যন্ত্রণা হয়, শয়ন করিতে পারে না। পদদ্বয় ভীষণ অস্থির, সকল সময় নাড়াইতে থাকে (জিঙ্কাম)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সর্ব্বদা ২০০ এবং তদূর্দ্ধ ব্যবহার হয়। ২০০ শক্তির কম নোসেড জাতীয় ঔষধ কদাচিৎ প্রয়োগ হয়। ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না, একবার দিয়া অন্ততঃ ১৫ দিন অপেক্ষা করিবে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ইপিকাক শুষ্ক কাশিতে। ক্যাম্ফর, সিকেলি, ট্যাবেকাম, ভিরেট্রাম—হিমাঙ্গ অবস্থায়। পিকরিক এসিড, জেলসিমিয়াম—হাটাহাটি অক্ষমতায়। এলো, সালফার—প্রাতঃকালীন উদরাময়ে। সালফারের পদদ্বয়ের জ্বালা এবং জিঙ্কামের পদদ্বয়ের অস্থিরতা—মেডোরাহিনামে একসঙ্গে প্রকাশ থাকে।

রোগের বৃদ্ধি—যখন রোগের বিষয় চিন্তা করা যায়। উত্তাপে, আচ্ছাদনে, সামান্য সঞ্চালনে, মিষ্ট সামগ্রী ভক্ষণে, দিবসে (সিফিলিনামের বিপরীত)।

রোগের উপশম—সমুদ্রের ধারে, (নেট্রামের বিপরীত), পেটে চাপ দিয়া শয়নে, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে।

স্যাবাইনা (Sabina)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। ইহার পাতার রস হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার যাবতীয় কার্য্য জরায়ুতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। গীতবাদ্য সম্পূর্ণ অসহ্য। (গীতবাদ্যে ক্রন্দন উপস্থিত হয়—থুজা)।

২। কটিদেশের নিম্নে sacrum এ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া ভিতরে ভিতরে বিটপ প্রদেশে তীরবিদ্ধবৎ বাহির হয় (from sacrum to pubes)।

৩। গর্ভপাত কিংবা সময়ের পূর্ব্বে প্রসব হওয়ার দরুণ ডিম্বাশয়, জরায়ু ইত্যাদিররোগ।

৪। রক্তস্রাব—প্রচুর ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত, রক্ত লাল চাপ চাপ এবং সামান্য সঞ্চালনে রক্তস্রাব বৃদ্ধি হয়।

৫। মাসিক ঋতুস্রাব—সময়ের অতি পূর্ব্বে, অতি প্রচুর এবং অত্যন্ত কষ্টজনক, তরল এবং চাপযুক্ত। যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে বিটপ স্থানে।

৬। জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ ফুল আবদ্ধ এবং অত্যন্ত ভ্যাদাল ব্যথা (retained placenta from atony of uterus, intense after pains (Caulo, Sec)।

সাধারণ লক্ষণ

১। ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব হয় এবং সামান্য কাম উত্তেজনায় বৃদ্ধি হয় (এম্ব্রা)।

২। জরায়ু হইতে ভ্রূণ জন্মাবিশিষ্ট নির্গত করাইয়া দেয়।

৩। আঁচিল—অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে।

৪। উষ্ণ ঘর, আবদ্ধ ঘর অসহ্য। খোলা বাতাস ভালবাসে এবং রোগী ভাল থাকে।

মানসিক লক্ষণ—স্যাবাইনা রোগী গানবাজনা সহ্য করিতে পারে না, গীতবাদ্যে স্নায়বীক লক্ষণসমূহ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং অস্থি মজ্জা সমুদায়কে উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

রক্তস্রাব—স্যাবাইনার পরিচয় রক্তস্রাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাকে জরায়ু রক্তস্রাব, তৃতীয় মাসে গর্ভপাত এবং প্রচুর ঋতুস্রাবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। স্যাবাইনায় রক্তস্রাব ব্যতীত অন্য বিশেষ কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং চাপ-যুক্ত এবং সঞ্চালনে (সিকেলি) বৃদ্ধি হয়, স্রাব থাকিয়া থাকিয়া জোরে আসে রক্ত চাপযুক্ত ফ্যাকাসে এবং তরলও হয় (ফেরাম), জরায়ুর দুর্ব্বলতা হেতু স্রাব অনেক সময় কৃষ্ণবর্ণ চাপযুক্ত হয় (কলোফাই)। স্যাবাইনার রক্তস্রাবের সহিত অত্যন্ত অধিকরূপ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে, যন্ত্রণার বিশেষত্ব হইতেছে যে—যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া ভিতরে ভিতরে বিটপ প্রদেশে তীরবিদ্ধবৎ ফুটিয়া বাহির হয় (pain from back to pubes) কিংবা যন্ত্রণা যোনিদেশে আরম্ভ হইয়া বিটপ প্রদেশে এবং এমন কি সময় সময় নাভি কুণ্ডলের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। অর্থাৎ যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে বিটপ প্রদেশে এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধে এবং তৎসহ রক্তস্রাব (shooting pains from the

back to the front and from below upwards with hæmorrhages are striking corroborations) স্যাবাইনার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, ইহার উপরেই স্যাবাইনার নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

ইপিকাক—ইহার রক্তস্রাবও প্রচুর এবং উজ্জল লালবর্ণ কিন্তু ইহার সহিত যে কোন উপসর্গই থাকুক—বমনেচ্ছা, বমন কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, মূর্চ্ছা বর্ত্তমান থাকা উচিৎ।

মিলিফোলিয়াম—ইহার রক্তস্রাব উজ্জল লালবর্ণ কিন্তু কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না এবং রক্ত শীঘ্র বন্ধ হয় না, অল্প অল্প লাগিয়াই থাকে।

বেলেডোনা—রক্ত উজ্জল লালবর্ণ কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ, যে স্থান দিয়া বহিয়া যায়.অত্যন্ত উষ্ণ বোধ করে। যন্ত্রণা হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ যায়।

ফস্ফরাস—রক্তের স্রাব বিষয়ে স্যাবাইনার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ফস্ফরাসের স্রাব চাপযুক্ত নয় এবং বরফ কিংবা শীতল জল পানের আকাঙ্ক্ষা থাকে।

সালফার—যে স্থলে রক্ত শীঘ্র বন্ধ হইতেছে না, অল্প অল্প লাগিয়াই রহিয়াছে এবং সামান্য সঞ্চালনে আবার অধিক হয়, স্যাবাইনা প্রচুর রক্তস্রাব হ্রাস করিয়া দিলেও যদি সম্পূর্ণ না যায় তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে সালফার দেওয়া উচিৎ (In old, troublesome, lingering haemorrhage, starting up fresh on the slightest provocation, Sabina will stop the gush, the acute stage, but it does not hold the hæmorrhage recurs and then an antipsoric).

সিকেলিকর—ইহার রক্তস্রাব কাল এবং দুর্গন্ধযুক্ত এবং অল্প সময়েই জলবৎ তরল হইয়া যায়। কাপড়ের দাগ ধুইলেও শীঘ্র উঠে না, এতদ্ব্যতীত স্রাব সময় সময় আলকাৎরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ প্রচুর হয় এবং অনেক দিন স্থায়ী

হয়, অল্পবিস্তর লাগিয়াই থাকে, মনে হয় জরায়ুর রক্ত বন্ধ করিবার ক্ষমতা নাই, যেন জরায়ু আলগা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ দেখা যায় যে প্রসব যন্ত্রণায় সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে কিংবা পরে যদি অধিক মাত্রায় আরগট সেবন করান হয়, সেইরূপ স্থলে জরায়ু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়, সঙ্কোচন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এবং এই দুর্ব্বলতা বহুদিন থাকে, এমন কি এইরূপ স্ত্রীলোকে সন্তান ধারণের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সিকেলিকরে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে—গাত্রত্বক শীতল অথচ গাত্রে কাপড় রাখে না। কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ রক্তস্রাব সকল সময় লাগিয়া থাকে।

গর্ভপাত—তৃতীয় মাসে গর্ভপাতের আশঙ্কা নষ্ট করিতে স্যাবাইনা একটি মহৎ ঔষধ এবং ইহাই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার যন্ত্রণার বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণা পশ্চাতে কটিদেশে আরম্ভ হইয়া সম্মুখে বিটপপ্রদেশে তীরবিদ্ধবৎ ফুটিয়া বাহির হয় (shoots from back to pubes)। স্যাবাইনা নির্ব্বাচনের ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ (যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া এবং চারিপার্শ্ব ঘুড়িয়া জরায়ু প্রদেশে শেষ হয়—ভাইবুরনাম ওপুলুস)। গর্ভপাতের পরও স্যাবাইনা প্রয়োগ হয়, ইহা জরায়ুর ভিতর যাহা কিছু ভ্রূণ জন্মাবশিষ্ট (secundines) থাকে সমুদায়কে বহির্গত করাইয়া জরায়ুকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে। গর্ভপাতের পর কিংবা অকাল প্রসবের পর ডিম্বাশয় কিংবা জরায়ুর প্রদাহ দেখা দিলে কিংবা কোনপ্রকার স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ দেখা দিলে স্যাবাইনাকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

আবদ্ধ ফুল—(**Retained placenta**)—প্রসব কিংবা গর্ভপাতের পর ফুল না পড়িলে এবং ভীষণ ভ্যাদাল ব্যথা হইতে থাকিলে স্যাবাইনাকে অনেক সময় প্রাধান্য দেওয়া হয় (সিকেলি, কলো)। জরায়ুর দুর্ব্বলতাহেতু হইতে হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব প্রচুর, সময়ের পূর্ব্বে এবং অধিক দিন স্থায়ী

হয়। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ তরল এবং চাপযুক্ত। দুর্গন্ধযুক্ত থাকিয়া থাকিয়া এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি, অত্যন্ত যন্ত্রণা কটিদেশের নিম্ন হইতে ভিতরে ভিতরে বিটপ প্রদেশে প্রকাশ পায় (shooting pain from sacrum to pubes) (from back, going round the body to pubes—Vib. Op.)। যাহাদিগের প্রথম মাসিক ঋতুস্রাব সময়ের অত্যন্ত পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল এবং যাহাদিগের পূর্ব্বে গর্ভপাত হইয়াছিল তাহাদিগের রক্তস্রাবে ইহা উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার রোগীদিগের রজোনিবৃত্তিকালের রক্তস্রাবেও স্যাবাইনা একটি উপযুক্ত ঔষধ (menorrhagia during climacteric, in women who formerly aborted, with early first menses)।

প্রমেহ এবং আঁচিল—স্যাবাইনা স্ত্রীলোকের প্রমেহ রোগের একটি উপযুক্ত ঔষধ। ইহাতেও থুজার ন্যায় আচিল, মলদ্বারে, যোনি-কপাটে, প্রকাশ পায়। থুজার আঁচিল স্পর্শাধিক্য এবং সামান্য স্পর্শেই রক্তস্রাব হয়। আঁচিল অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে।

বাত—বাত এবং গেঁটেবাতে স্যাবাইনা সময় সময় উত্তম কার্য্য করে। সন্ধিস্থলে অস্থিগুল্মও প্রকাশ পায়। আক্রান্ত স্থল অত্যন্ত জ্বালা করে এবং এত অধিক উত্তপ্ত হয় যে রোগী শয্যার ভিতরে হাত ও পা রাখিতে পারে না এবং দেখিতে পাওয়া যায় রক্তস্রাবের সঙ্গে বাতের সম্বন্ধ থাকে। রক্তস্রাব হইলে বাত উপশম হয় আবার রক্তস্রাব বন্ধ থাকিলে বাতযন্ত্রণা অধিক হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০ ব্যবহার হয়। ইহা অপেক্ষা নিম্নক্রমও ব্যবহার হয়। আমি সচরাচর ৩০ অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। আঁচিলে মূল অরিষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মিলিফোলিয়াম, সিকেলি, ট্রিলিয়াম, ক্রোকাস।

অনুপূরক (complementary)—থুজার অনুপূরক।

রোগের বৃদ্ধি—সামান্য সঞ্চালনে (সিকেলি), উত্তপ্ত এবং উষ্ণ ঘরে (এপিস, পালসেটিলা)।

রোগের উপশম—ঠাণ্ডায়, খোলা বাতাসে।

লাইসিন (Lysin)

ইহা এক নোসোড জাতীয় ঔষধ। ইহা পাগল কুকুরের লালা হইতে ঔষধে পরিণত করা হইয়াছে। ইহাকে কেহ কেহ হাইড্রোফোবিনামও বলেন।

লাইসিনের প্রধান লক্ষণই হইতেছে রোগী জলের গতির দৃশ্য দেখিতে কিংবা শব্দ শুনিতে পারে না, ইহাতে রোগের সমুদায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয় (The sight or sound of running water or pouring water aggravates all complaints)।

মানসিক লক্ষণ—মনে সকল সময় উন্মাদের আতঙ্ক। মানসিক আবেগে এবং দুঃসংবাদে এমন কি তরল দ্রব্যের চিন্তা করিলেও রোগের বৃদ্ধি হয়। সমুদয় ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত অধিক স্পর্শাধিক্য হয়।

গলদেশ এবং লালাস্রাব—গলাধঃকরণে অতিশয় কষ্ট হয়; তরল দ্রব্য পানে অন্ননালীর আক্ষেপ উপস্থিত হয়, জল গলায় আটকাইয়া যায়। মুখে ফেনা উঠে, সকল সময় গলধঃকরণের ইচ্ছা। মুখ দিয়া ক্রমাগত লালা স্রাব হইতে থাকে, লালা রজ্জুর ন্যায় লম্বা, চটচটে, ফেনা ফেনা, রোগী সর্ব্বদা থুথু ফেলে (হাইড্রাস)।

শিরঃপীড়া—পাগল কিংবা সুস্থ কুকুর কামড়ান দরুণ শিরঃপীড়া হয়। তরুণ কিংবা পুরাতন যে কোন অবস্থাতেই লাইসিন নির্ব্বাচিত হইতে পারে

যদ্যপি শিরঃপীড়া কুকুর কামড়ান দরুণ হইয়া থাকে। এই প্রকার শিরঃপীড়া জলের গতির শব্দে কিংবা উজ্জ্বল আলোতে বৃদ্ধি হয়। রোগী সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না—(জেলস, গ্লোনয়ন, ল্যাকেসিস, নেট্রাম কার্ব্ব)।

কনভালসন—লাইসিনের কনভালসন উজ্জ্বল চকচকে আলো, আর্শি এবং প্রবাহিত জল দর্শনে কিংবা প্রবাহিত জলের শব্দে, এমন কি কোন প্রকার তরল দ্রব্যের বিষয় চিন্তায়, সামান্য স্পর্শে কিংবা বায়ুর গতিতে প্রকাশ পায়। লাইসিন রোগী প্রবাহিত জলের দর্শন কিংবা শ্রবণ একেবারেই সহ্য করিতে পারে না।

মূত্র—জলের গতি দেখিলেই অর্থাৎ জল বহিয়া যাইতেছে দেখিলেই প্রস্রাবের বেগ হয় এবং রোগী প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা করে (ক্যান্থারিস, সালফার)। মূত্র স্বল্প, ঘোলা এবং শর্করাযুক্ত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সহবাস ক্রিয়ায় যন্ত্রণা হয়, স্ত্রীলোক সহবাসক্রিয়া সহ্য করিতে পারে না।

পুংজননেন্দ্রিয়—অত্যন্ত সহবাস ইচ্ছার দরুণ রোগে লাইসিন নির্ব্বাচিত হয় (সহবাস ক্রিয়া স্থগিত হওয়ায়—কোনায়াম)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—জ্যান্থিয়াম স্পাইনোসামকে (Xanthium Spinosum) জলাতঙ্ক রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। ক্যান্থারিস, ষ্ট্রেমোনিয়াম, ল্যাকেসিস।

রোগের বৃদ্ধি—প্রবাহিত জল দর্শনে কিংবা শ্রবণে, জল ঢালার শব্দে এমন কি জলের বিষয় চিন্তা করায়, উজ্জ্বল চকচকে আলোতে, সূর্য্যের উত্তাপে।

ব্যারাইটা মিউর (Baryta Mur)

ব্যারাইটা মিউরকে ব্যারিয়াম ক্লোরাইডও (Barium Chloride) বলা হয়। ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। ব্যারাইটা কার্ব্ব অপেক্ষা ব্যারাইটা মিউরের কার্য্য অধিক গভীর এবং ব্যারাইটা কার্ব্বের কার্য্যের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। মানসিক দুর্ব্বলতা, জড়বুদ্ধিতা, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কামোন্মাদে ব্যারাইটা মিউর অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্যও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আহারের অব্যবহিত পর হৃৎপিণ্ডের ছিদ্রের যন্ত্রণাযুক্ত সংকোচন এবং কঠিনতায়, নাড়ীর স্ফীতিতে ও মস্তিষ্কের sclerosis (ঘনীভূততা সংযুক্ত স্থূলত্ব) বশতঃ মানসিক বিকৃতিতে ব্যারাইটা মিউরের অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে (This remedy has indurated and narrowing of the cardiac orifice with pain, immediately after eating, also its use in aneurism and multiple sclerosis of brain)।

মানসিক লক্ষণ—রোগী অতি সহজেই বিরক্ত হয়। ইহা নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শিশু জড়ভাবাপন্ন, কোনপ্রকার স্ফূর্ত্তি, আমোদ আহ্লাদ নাই, দেখিলে মনে হয় বুদ্ধিহীন, নির্ব্বোধ, সহজে কোন বিষয় শিক্ষা করিতে বা বুঝিতে পারে না, সমুদায় দ্রব্য এবং স্থান তাহার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হয়, কোন একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। রোগী ভীতু, নির্ব্বোধ, উদাসীন, ভাল মন্দের বোধগম্যের অভাব। এতদ মানসিক অবস্থা প্রাতঃকালে অধিক বৃদ্ধি হয়। রোগী স্নান করিতে ভয় পায় (সালফার)। কামোত্তেজনা প্রবল হইলে নানারূপ মানসিক বিকৃতি অধিক প্রকাশ পায় (mania in every form when sexual desire is increased)।

পীড়কা (eruption)—মস্তকের খুলির ত্বকের পীড়কায় ব্যারাইটা মিউর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত মামড়ি পড়ে, মস্তকের সমুদায়

উপরিভাগ ইকজিমায় পূর্ণ হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে এবং পার্শ্বেও বিস্তারিত হয় ও প্রচুর পূঁজোৎপাদন হয়। এতদ্ব্যতীত গুচ্ছাকারে ফুস্কুরিও প্রকাশ পায়।

তালুমূল—তালুমূল প্রদাহে ব্যারাইটা মিউরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা লাগিলেই তালুমূল ফুলিয়া উঠে এবং বিবৃদ্ধি হয়, যতই ঠাণ্ডা লাগে ততই ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। গলায় ব্যথা হয় এবং গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্টবোধ করে এবং গলদেশের গ্রন্থিও স্ফীত এবং শক্ত হয়।

গ্রন্থির স্ফীতি—গ্রন্থির স্ফীতিতে ব্যারাইটা মিউর অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়, দক্ষিণ কর্ণমূল বাম অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয়। গ্রীবা, চুয়াল ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থিও স্ফীত বিবৃদ্ধি এবং অত্যন্ত শক্ত হয়। গ্রন্থির স্ফীতিতে কোনায়ামের ইহা অনুপূরক এবং কোনায়ামের ইহা সমকক্ষ ঔষধ কিন্তু ব্যারাইটা মিউরের কার্য্য অত্যন্ত গভীর। ব্যারাইটা কার্ব্বের নির্ব্বাচন রোগীর ধাতুগত ও মানসিক লক্ষণের উপর অধিক নির্ব্বাচন করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ অধিক প্রচলিত। অধিকাংশ চিকিৎসকই ৬× চূর্ণ ব্যবহার করেন। মানসিক বিকৃতিতে ২০০ শক্তির প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাই।

—————

নেট্রাম আর্স (Natrum Ars)

ইহাকে আর এক কথায় আর্সেনিয়েট অফ সোডা (arseniate of Soda) বলা হয়।

সর্দ্দি এবং কাশি—শিরঃপীড়ার সহিত নাসিকার তরল সর্দ্দি স্রাবে নেট্রাম আর্সের প্রয়োগ দেখা যায়। সর্দ্দির সহিত নাসিকার মূলদেশে এবং চক্ষুতে যন্ত্রণা থাকে। ইহার সর্দ্দি স্রাব অনেকটা আর্সেনিকেরই মতন। প্রচুর তরল জলবৎ স্রাব হয় তথাপি নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে হয়। এতদসহ নাসিকার উর্দ্ধস্থলে এবং কপালে যন্ত্রণা থাকে, চক্ষু ঈষৎ রক্তাধিক্য হয়, মুখমণ্ডল রক্তিমাভ এবং থমথমে, বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয় এবং সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বৃদ্ধি হয়। এতদ লক্ষণসমূহ প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নে অধিক হয়।

ক্রমশঃ এই অবস্থা হইতে সর্দ্দি ঘন হইয়া পীতবর্ণে পরিণত হয় এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে নীলআভাযুক্ত শ্লেষ্মা নাসারন্ধ্রের গাত্র হাজিয়া বাহির হয়।

গলদেশ প্রদাহ হইয়া গভীর লালবর্ণ হয় এবং স্ফীত হইয়া পীতবর্ণ চটচটে শ্লেষ্মায় লেপাবৃত থাকে।

যতই সর্দ্দি গলদেশের নিম্নে যাইতে থাকে শুষ্ক কাশিও আরম্ভ হইতে থাকে। বক্ষঃস্থল চাপ চাপ বোধ করে এবং মনে হয় ফুসফুস ধুঁয়াতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ক্ল্যাভিকেল অস্থির উর্দ্ধ প্রদেশে এবং দক্ষিণপার্শ্বের ৪র্থ এবং ৫ম পাঁজরার উপাস্থিতে যন্ত্রণা বোধ করে। সরল মূত্রত্যাগে বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণার উপশম হয়। ধূলা ও ধূঁয়ায় বৃদ্ধি হয়। এতদ লক্ষণে ইহা ব্রোঙ্কাইটিসেও প্রয়োগ হয়।

টিউবার কিউলোসিস—টিউবার কিউলোসিসেও নেট্রাম আর্সের প্রয়োগ দেখা যায়। যখন ক্রমশঃ শীর্ণতা (emaciation), শুষ্ক

গাত্রোত্তাপ, রাত্রিতে শীত শীত বোধ, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প পরিমাণ জলের পিপাসা থাকে।

চর্ম্মরোগ—নেট্রাম সালফ চর্ম্মরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ব্যবহার Psoriasis অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং উত্তম কার্য্য করে, ইহাকে আর্সেনিক, আর্সেনিক আইওড, এবং সিপিয়ার পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। চর্ম্মের মামরিগুলি মৎস্তের আঁশের ন্যায় পাতলা পাতলা এবং দেখিতে সাদা, যেস্থান হইতে উঠিয়া যায় সেই স্থানের চর্ম্ম ঈষৎ লালবর্ণ হয়। পীড়কা সমূহ বক্ষঃস্থলে অধিক হয় এবং উত্তপ্ত হইলে চুলকায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০ অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আর্সেনিক, আর্সেনিক আইওড, সিপিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতে, মধ্যাহ্নে, ধূলা, ধূঁয়ায়।

রোগের উপশম—মূত্রত্যাগে।

নেট্রাম কার্ব (Natrum Carb)

ইহাকে কার্ব্বনেট অফ সোডাও (Carbonate of Soda) বলা হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের অজীর্ণ ও অম্লরোগের ইহা একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। ইকজিমাতেও তাহারা ইহা অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার করেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ও নেট্রাম কার্ব্বকে পাকস্থলী এবং উদরের উপসর্গে প্রাধান্য দেওয়া হইলেও কিন্তু লক্ষণানুযায়ী ইহা ব্যবহার হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ হেতু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা (Antim. C.)।

২। সর্দ্দিগর্ম্মির আক্রমণ হেতু পুরাতন উপসর্গ (chronic effects of sun stroke)।

৩। শিরঃপীড়া—সামান্য মানসিক পরিশ্রমে, রৌদ্রে কিংবা গ্যাসের আলোর নিম্নে কাজ করার দরুণ (গ্লোনয়ন, ল্যাকে)।

৪। অত্যন্ত বিমর্ষ এবং বিষাদ। আহারের পর বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বৃদ্ধি।

৫। শাকসব্জী এবং ময়দাজাতীয় দ্রব্য আহারে পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ।

৬। গুল্‌ফ সন্ধিস্থলের দুর্ব্বলতা হেতু পুনঃ পুনঃ সামান্যতেই হুঁচট্ খাইয়া এবং মচকাইয়া যায়।

৭। পদদ্বয়ের গোড়ালিতে ক্ষত।

সাধারণ লক্ষণ

১। ভীষণ ঝড় এবং বজ্রপাতে উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতা। গানবাজনা অসহ্য এবং রোগের বৃদ্ধি।

২। দুগ্ধপানে অনিচ্ছা, উদরাময় হয়।

৩। ঘন, পীতবর্ণ, সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত শক্ত দলা দলা নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা স্রাব।

৪। জরায়ুদেশে ভার ভার বোধ যেন সমুদায় বাহির হইয়া আসিবে। ভার বোধ উপবেশনে বৃদ্ধি এবং হাঁটাহাঁটিতে উপশম।

মানসিক লক্ষণ—নেট্রাম কার্ব্বের মানসিক লক্ষণ অনেকটা অবসাদ বায়ুগ্রস্থ রোগের ন্যায়। রোগী অত্যন্ত বিষাদভাবাপন্ন এবং খিট্‌খিটে। মনের এই প্রকার অবস্থা আহারের পর বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অধিক প্রকাশ পায়। এই বিমর্ষভাব পরিপাক ক্রিয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করে। নেট্রাম কার্ব্ব রোগী লোক সঙ্গ অধিক ভালবাসে না, এমন কি তাহার নিজ পরিবারবর্গের সহিতও অধিক মেলামেশা করে না। নেট্রাম কার্ব্বের আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই তাহা হইতেছে—মানসিক পরিশ্রমে

রোগের বৃদ্ধি, রোগী এতদকারণবশতঃ মানসিক পরিশ্রম কিংবা চিন্তা করিতেই পারে না, চিন্তা করিতে গেলেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় (আর্জেন্টাম, স্যাবেডিলা)। নেট্রাম কার্ব্বের ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

পরিপাক ক্রিয়া—নেট্রাম কার্ব্ব রোগীর অজীর্ণ রোগ শাকসজী এবং বিশেষতঃ রুটি পাউরুটি অর্থাৎ ময়দা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য আহারে অধিক বৃদ্ধি হয়। ময়দাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য নেট্রাম কার্ব্ব রোগীর একেবারেই সহ্য হয় না, অম্ল উদ্গার হয়, মুখে জল উঠে এবং প্রাতঃকালে বমি হয় এতদ্ব্যতীত পাকস্থলী এবং অন্ননলীর আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচনও হয় অথচ বমন কিছুই হয় না কেবলমাত্র কতকগুলি লালাস্রাব হয়। নিম্নোদর বিশেষতঃ আহারের পর শক্ত স্ফীত ও বায়ুর সমাবেশ হয়, নিঃসরিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। আহারের পর পাকাশয়ে যন্ত্রণাও হয়।

উদরাময়—উদরাময়েও নেট্রাম কার্ব্বের যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে। হঠাৎ মলের বেগ হয় এবং অত্যন্ত বেগ থাকে, মল জলবৎ তরল কিংবা চট্‌চটে পীতবর্ণ, মলত্যাগকালীন শব্দ হয়। দুগ্ধ পানে উদরাময় বৃদ্ধি হয়, দুগ্ধ সহ্য হয় না।

সিপিয়া—পরিপাক ক্রিয়া এবং স্নায়বীক লক্ষণে সিপিয়ার সহিত নেট্রাম কার্ব্বের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় রোগী লোকসঙ্গ এমন কি নিজ পরিবারবর্গের সহিতও মেলামেশা করে না, ঔদাসীন প্রকৃতির। উভয় ঔষধে অম্ল উদ্গার ও দুর্গন্ধ বায়ুর সমাবেশ হয়। কিন্তু নেট্রাম কার্ব্বে নিম্নোদরের স্ফীতি, পূর্ণতা ও কঠিনতা থাকে আর সিপিয়াতে নিম্নোদরের খালি খালি বোধ শূন্যতা থাকে। নেট্রাম কার্ব্বে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ থাকে, তাহা হইতেছে—প্রত্যহ প্রাতে ১০।১১ টার সময় রোগী দুর্ব্বল বোধ করে (আইওডিন) কিন্তু আহারে উপশম হয় অথচ পেট ফাঁপিয়া উঠে।

নাক্সভমিকা—ইহাকে নেট্রাম কার্ব্বের সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়, অনেক স্থলে আমরা এই দুইটি ঔষধের নির্ব্বাচনে ভ্রম করিয়া ফেলি। উভয় ঔষধে প্রাতঃকালে কাঠ বমি হয় এবং উভয় ঔষধেই অম্ল উদ্গার ও অজীর্ণ

রোগে উত্তম কার্য্য করে। প্রাতঃকালে অম্ল উদ্গার, অম্ল বমন নাক্সভমিকায় নেট্রাম কার্ব্ব অপেক্ষা অধিক থাকে। এতদ্ব্যতীত নাক্সভমিকার উদরাময় নেট্রাম কার্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির।

শিরঃপীড়া—নেট্রাম কার্ব্বের একটি প্রধান লক্ষণই হইতেছে—যাবতীয় উপসর্গ সূর্য্যের উত্তাপে, গ্যাসের আলোতে কার্য্য করায় বৃদ্ধি হয়, রোগী উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। পুরাতন শিরঃপীড়া সূর্য্যের উত্তাপে নূতন আকার ধারণ করে। রৌদ্রে অধিক সময় থাকিলেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। নেট্রাম কার্ব্বকে সর্দ্দিগর্ম্মিজনিত উপসর্গে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। নেট্রাম কার্ব্ব রোগী সূর্য্যের উত্তাপে অতি সহজেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। বহুদিন পূর্ব্বে যদি সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া থাকে এবং তাহা আরোগ্য হইলেও রৌদ্রের উত্তাপে কিংবা গ্রীষ্মকালে তাহার উপসর্গ পুনরায় প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত শিরঃপীড়া মানসিক পরিশ্রমে এবং চিন্তায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলেই শিরঃপীড়া, শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। (সূর্য্যের উত্তাপে শিরঃপীড়া—গ্লোনয়ন, ল্যাকেসিস, লাইসিন।)

গুল্‌ফসন্ধি এবং পেশীর দুর্ব্বলতা—নেট্রাম কার্ব্ব গুল্‌ফসন্ধির কিংবা উক্ত স্থানের পেশীর দুর্ব্বলতার একটি মহৌষধ, রোগী পুনঃ পুনঃ হুচট খাইয়া পড়িয়া যায় কিংবা হাঁটিতে হাঁটিতে সামান্য কিছুতে লাগিলেই পা উল্টাইয়া যায় কিংবা উক্ত স্থানের দুর্ব্বলতাহেতু হাঁটাহাঁটির সময় রোগীর গুল্‌ফসন্ধিস্থল ভিতর দিকে চলিয়া যায় ও পদদ্বয় ফাঁক হইয়া যায়। এই প্রকার গুল্‌ফসন্ধির দুর্ব্বলতা শিশুকাল হইতেও দেখা যায় এবং নেট্রাম কার্ব্ব এইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে।

ক্ষত—ক্ষত বিষয়ে নেট্রাম কার্ব্বের বিশেষত্ব রহিয়াছে। নেট্রাম কার্ব্ব পায়ের গোড়ালির ক্ষতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, আর অন্য স্থানের ক্ষতে ইহার অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পায়ের গোড়ালির ক্ষতে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়। একটি লোক হয়ত বহুদূর হাঁটার পর তাহার পায়ের

রোগের বৃদ্ধি, রোগী এতদকারণবশতঃ মানসিক পরিশ্রম কিংবা চিন্তা করিতেই পারে না, চিন্তা করিতে গেলেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় (আর্জেন্টাম, স্যাবেডিলা)। নেট্রাম কার্ব্বের ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

পরিপাক ক্রিয়া—নেট্রাম কার্ব্ব রোগীর অজীর্ণ রোগ শাকসজী এবং বিশেষতঃ রুটি পাউরুটি অর্থাৎ ময়দা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য আহারে অধিক বৃদ্ধি হয়। ময়দাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য নেট্রাম কার্ব্ব রোগীর একেবারেই সহ্য হয় না, অম্ল উদ্গার হয়, মুখে জল উঠে এবং প্রাতঃকালে বমি হয় এতদ্ব্যতীত পাকস্থলী এবং অন্ননলীর আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচনও হয় অথচ বমন কিছুই হয় না কেবলমাত্র কতকগুলি লালাস্রাব হয়। নিম্নোদর বিশেষতঃ আহারের পর শক্ত স্ফীত ও বায়ুর সমাবেশ হয়, নিঃসরিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। আহারের পর পাকাশয়ে যন্ত্রণাও হয়।

উদরাময়—উদরাময়েও নেট্রাম কার্ব্বের যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে। হঠাৎ মলের বেগ হয় এবং অত্যন্ত বেগ থাকে, মল জলবৎ তরল কিংবা চটচটে পীতবর্ণ, মলত্যাগকালীন শব্দ হয়। দুগ্ধ পানে উদরাময় বৃদ্ধি হয়, দুগ্ধ সহ্য হয় না।

সিপিয়া—পরিপাক ক্রিয়া এবং স্নায়বীক লক্ষণে সিপিয়ার সহিত নেট্রাম কার্ব্বের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় রোগী লোকসঙ্গ এমন কি নিজ পরিবারবর্গের সহিতও মেলামেশা করে না, ঔদাসীন প্রকৃতির। উভয় ঔষধে অম্ল উদ্গার ও দুর্গন্ধ বায়ুর সমাবেশ হয়। কিন্তু নেট্রাম কার্ব্বে নিম্নোদরের স্ফীতি, পূর্ণতা ও কঠিনতা থাকে আর সিপিয়াতে নিম্নোদরের খালি খালি বোধ শূন্যতা থাকে। নেট্রাম কার্ব্বে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ থাকে, তাহা হইতেছে—প্রত্যহ প্রাতে ১০।১১ টার সময় রোগী দুর্ব্বল বোধ করে (আইওডিন) কিন্তু আহারে উপশম হয় অথচ পেট ফাঁপিয়া উঠে।

নাক্সভমিকা—ইহাকে নেট্রাম কার্ব্বের সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়, অনেক স্থলে আমরা এই দুইটি ঔষধের নির্ব্বাচনে ভ্রম করিয়া ফেলি। উভয় ঔষধে প্রাতঃকালে কাঠ বমি হয় এবং উভয় ঔষধই অম্ল উদ্গার ও অজীর্ণ

রোগে উত্তম কার্য্য করে। প্রাতঃকালে অম্ল উদ্গার, অম্ল বমন নাক্সভমিকায় নেট্রাম কার্ব্ব অপেক্ষা অধিক থাকে। এতদ্ব্যতীত নাক্সভমিকার উদরাময় নেট্রাম কার্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির।

শিরঃপীড়া—নেট্রাম কার্ব্বের একটি প্রধান লক্ষণই হইতেছে—যাবতীয় উপসর্গ সূর্য্যের উত্তাপে, গ্যাসের আলোতে কার্য্য করায় বৃদ্ধি হয়, রোগী উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। পুরাতন শিরঃপীড়া সূর্য্যের উত্তাপে নূতন আকার ধারণ করে। রৌদ্রে অধিক সময় থাকিলেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। নেট্রাম কার্ব্বকে সর্দ্দিগর্ম্মিজনিত উপসর্গে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। নেট্রাম কার্ব্ব রোগী সূর্য্যের উত্তাপে অতি সহজেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। বহুদিন পূর্ব্বে যদি সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া থাকে এবং তাহা আরোগ্য হইলেও রৌদ্রের উত্তাপে কিংবা গ্রীষ্মকালে তাহার উপসর্গ পুনরায় প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত শিরঃপীড়া মানসিক পরিশ্রমে এবং চিন্তায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলেই শিরঃপীড়া, শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। (সূর্য্যের উত্তাপে শিরঃপীড়া—গ্লোনয়ন, ল্যাকেসিস, লাইসিন।)

গুল্ফসন্ধি এবং পেশীর দুর্ব্বলতা—নেট্রাম কার্ব্ব গুল্ফসন্ধির কিংবা উক্ত স্থানের পেশীর দুর্ব্বলতার একটি মহৌষধ, রোগী পুনঃ পুনঃ হুচট খাইয়া পড়িয়া যায় কিংবা হাঁটিতে হাঁটিতে সামান্য কিছুতে লাগিলেই পা উল্টাইয়া যায় কিংবা উক্ত স্থানের দুর্ব্বলতাহেতু হাঁটাহাঁটির সময় রোগীর গুল্ফসন্ধিস্থল ভিতর দিকে চলিয়া যায় ও পদদ্বয় ফাঁক হইয়া যায়। এই প্রকার গুল্ফসন্ধির দুর্ব্বলতা শিশুকাল হইতেও দেখা যায় এবং নেট্রাম কার্ব্ব এইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে।

ক্ষত—ক্ষত বিষয়ে নেট্রাম কার্ব্বের বিশেষত্ব রহিয়াছে। নেট্রাম কার্ব্ব পায়ের গোড়ালির ক্ষতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, আর অন্য স্থানের ক্ষতে ইহার অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পায়ের গোড়ালির ক্ষতে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়। একটি লোক হয়ত বহুদূর হাঁটার পর তাহার পায়ের

কেহ কিছু বলে সে ইচ্ছা করে না। গীতবাদ্যে মানসিক বিষণ্নতার বৃদ্ধি হয়।

৪। উদরাময় প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দাঁড়ান মাত্র মলত্যাগের বেগ হয়। পেটে প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয়, মলত্যাগ কালীন ফট্‌ফট্‌:শব্দ হয়। স্যাঁৎস্যাতে স্থানে বাসহেতু কিংবা বর্ষায় অধিক হয় (ডালকা মারা ।

৫। প্রমেহ স্রাব যন্ত্রণা শূন্য, সবুজ পীতাভ, ঘন। পুরাতন এবং ধাতুগত দোষে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

৬। হাঁপানি—বর্ষা, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি। শিশুদিগের অধিক হয়।

৭। কাশি তরল ঘড়ঘড় শব্দ, কাশিকালীন বক্ষঃস্থলে আঘাত বোধ করে (শুষ্ক কাশি যন্ত্রণাযুক্ত ব্রাইওনিয়া) এবং রোগী যন্ত্রণা হেতু শয্যায় উঠিয়া বসে এবং হস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে।

৮। মস্তকে আঘাত ঘুষি লাগার দরুণ মস্তিষ্কের পুরাতন রোগ এবং মানসিক বিকৃতি।

সাধারণ লক্ষণ

১। প্রত্যেক বসন্তকালে চর্ম্মরোগের প্রকাশ।

২। অক্ষিপুটে ফোস্কা সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা প্রকাশ পায়। সবুজ পূঁজ নির্গত হয় এবং ভীষণ আলোকাতঙ্ক থাকে। প্রমেহ রোগ বশতঃও হয়।

৩। মাসিক ঋতুস্রাবকালীন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—ব্রাইওনিয়া, পালস)।

৪। দন্তশূল—শীতলজল মুখে রাখিলে কিংবা শীতল বায়ু মুখে টানিলে উপশম হয়।

৫। শ্বাস কষ্ট স্যাঁৎসেতে, মেঘলা দিবসে, শ্বাস প্রশ্বাস টানিয়া টানিয়া লইতে হয়।

মানসিক লক্ষণ—বিষণ্ণ, বিষাদ, খিটখিটে, গীতবাদ্যে মানসিক বিষণ্ণতা বৃদ্ধি হয়।

প্রমেহ—ডাক্তার গ্র্যাভোল বলেন নেট্রাম সালফের উল্লিখিত ধাতুতে যদি একবার প্রমেহ বিষ প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয় না। Hydrogenoid ধাতু প্রকৃতিকে প্রমেহ রোগের উর্ব্বর ভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না (In finds the richest soil in which gonorrhoea may grow rank)। কাজে কাজেই নেট্রাম সালফকে ধাতুগত ঔষধ বলা হয়, প্রমেহ রোগকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে হইলে চিকিৎসককে এইরূপ স্থলে ধাতু প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে (Therefore, if gonorrhoea occurs in such a constitution, to cure the patient not only of the local gonorrhoeal discharge but of the constitutional effects, the constitution must be altered)। এইরূপ স্থলে লক্ষণের প্রতি অধিক দৃষ্টি না দিয়া রোগীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং রোগীর ধাতুগত লক্ষণ হ্রাস হইলে, রোগও আপনা হইতেই উপশম হইবে। এইরূপ অবস্থায় আমরা দুইটি ঔষধকে প্রাধান্য দিয়া থাকি থুজা এবং নেট্রাম সালফ। নেট্রাম সালফকে হ্যানিমানের সাইকোটিক ধাতুতে যেমন সেইরূপ গ্র্যাভোলের Hydrogenoid constitutionএ ব্যবহার করা হয়। নেট্রাম সালফ অত্যন্ত কঠিন প্রমেহ রোগে যে প্রমেহ রোগ সহজে আরোগ্য হয় না তাহাতে নির্ব্বাচিত হয়। প্রমেহ স্রাব পুরু সবুজাভ পীতবর্ণ, যন্ত্রণা শূন্য (পালস) (ঘন সবুজ কেলি আইওড)।

কাশি—নেট্রাম সালফ যন্ত্রণাযুক্ত তরল ঘড়ঘড় কাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাম বক্ষঃস্থলের নিম্নপ্রদেশেরই যন্ত্রণা হইতেছে ইহার প্রধান বিশেষত্ব (Loose cough with soreness and pains through the left chest is very characteristic) (বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ নিম্ন প্রদেশের যন্ত্রণায় কেলিকার্ব্ব) (Pain through the lower left chest is as characteristic for Natrum Sulph as is that of pain running through right lower chest for Kali Carb) কাশিতে বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত আঘাত

রোগের বৃদ্ধি—বামপার্শ্বে শয়নে, স্যাঁৎসেতে, বর্ষা ঋতুতে, স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস (এরানিয়া, আর্স আইওড, ডালকামারা)

রোগের উপশম—শুষ্ক ঋতুতে, চাপে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে, কাশিকালীন উপবেশনে, (স্যাঁৎসেতে ভিজা ঋতুতে উপশম—কষ্টিকাম)।

ট্যারাক্সাকাম (Taraxacum)

ট্যারাক্সাকমের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য যকৃতের উপরই প্রকাশ পাইয়াছে। বেশী দিন ব্যবহার করিলে পিত্ত নিঃসরণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন হয়। ইহার পরিচায়ক লক্ষণ জিহ্বা—জিহ্বা মানচিত্রের ন্যায় চিত্রিত এবং মুখের স্বাদ তীক্ত। আহার কিংবা তরল দ্রব্য পানের পর শীত শীত বোধ, যকৃত প্রদেশে যন্ত্রণা এবং টাটানি এবং পৈত্তিক উদরাময়। যকৃত বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা সহ ন্যাবা রোগের প্রকাশ। পৈত্তিক কিংবা টাইফয়েড জ্বর আরোগ্যের পর ক্ষুধাহীনতা, দুর্ব্বলতা এবং প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম।

ডাক্তার পেরেরিয়া বলেন—যে স্থলে পরিপাক ক্রিয়া দুর্ব্বল সহজেই পেটের গোলমাল হয় সেইরূপ স্থলে ট্যারাক্নাকামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—মূলঅরিষ্ট কিংবা ৩x, ৬x। নিম্নক্রমই অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্রাই, চেলি, হাইড্রা, নাক্স।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, বিশ্রামে এবং উপবেশন অবস্থায় সমুদায় লক্ষণের বৃদ্ধি।

ল্যাক-ডিফ্লোরেটাম (Lac-defloratum)

ইহা মথিত দুগ্ধ (skim milk) হইতে প্রস্তুত হয়। ডাক্তার সোয়ান ইহাকে ঔষধে পরিণত করিয়াছেন—মথিত দুগ্ধে ডাঃ ডনকিনের বহুমূত্র রোগ চিকিৎসায় সুনাম রহিয়াছে।

পরিপোষণ ক্রিয়া ব্যতিক্রম হেতু রোগে ল্যাক-ডিফ্লোরেটাম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

মানসিক লক্ষণ— হতাশ, সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করে না।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিলেই কপালে আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে (occiput) বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় এবং দপদপানি প্রকৃতির; শিরঃপীড়ার সহিত বমনেচ্ছা, বমন, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা (blindness) এবং ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে (আইরিস, স্যাঙ্গুইনেরিয়া) গোলমালে আলোতে, সঞ্চালনে (ম্যাগনেসিয়া মিউর, সাইলি) দুগ্ধপানে এবং ঋতুস্রাব কালীন (ক্রিয়োজোট, সপিয়া) বৃদ্ধি হয়। চাপে, মস্তক বস্ত্রের দ্বারা জোরে জড়াইয়া রাখিলে (আর্জেন্টাম নাই, পালস) এবং প্রচুর জলবৎ প্রস্রাবে উপশম হয়।

গুল্মবায়ু গোলক (Globus Hystericus)—গুল্মবায়ু গোলকের যদিও এসাফিটিডাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু ল্যাক-ডিফ্লোরেটামও ইহার একটি উত্তম ঔষধ বটে। প্রচণ্ড বায়ু গোলক পাকস্থলী হইতে গলদেশে ঠেলিয়া উঠিয়া শ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করে।

বমন—ভীষণ বমন হয়, আহারের সহিত কোন সংশ্রব নাই। বমন লাগিয়াই থাকে। অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রথমতঃ বমন হইয়া উঠিয়া যায়—বমনের স্বাদ অত্যন্ত অম্ল, তৎপর তিক্তস্বাদযুক্ত জল উঠে। অন্তঃ সত্ত্বাবস্থায় এই প্রকার বমনে ল্যাক-ডিফ্লোরেটাম আনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের ইচ্ছা অনেক সময় হয় কিন্তু মলত্যাগ হয় না, রোগী নিষ্ফল চেষ্টা করে (নাক্স, এলাকার্ডি)। মল শক্ত শুষ্ক কঠিন (ব্রাই, সালফার) বৃহদাকার, অত্যন্ত কোঁথানি (straining) থাকে, মলদ্বার চিড়িয়া যায় রোগী যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে থাকে।

ঋতুস্রাব—ল্যাকডিফ্লোরেটামেও মাসিক স্রাবে এক অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শীতল জলে হস্ত ডুবাইলে (কোনায়াম) দুগ্ধপানে ঋতুস্রাব পরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়।

বহুমূত্র (**diabetes**)—বহুমূত্র রোগে ল্যাকডিফ্লোরেটামের যদিও সুনাম রহিয়াছে কিন্তু ইহার ব্যবহার অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগী রক্তশূন্য এবং দুর্ব্বল। জলবৎ প্রচুর মূত্র ত্যাগ করে এবং অত্যন্ত পিপাসা থাকে। ল্যাক-ডিফ্লোরেটাম রোগী দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না, দুগ্ধপানে উদরাময় বমন, উদগার ইত্যাদি নানা প্রকার গ্লানি উপস্থিত হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা সর্ব্বদা উচ্চক্রম ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয় এবং পুনঃ পুঃ প্রয়োগ হয় না।

টি্রলিনাম পেণ্ডুলাম
(Trillium Pendulum)

টি্রলিয়াম পেণ্ডুলামের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে রক্তস্রাবের উপর। রক্তস্রাবে ইহার প্রধান প্রয়োগ দেখা যায়। রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং প্রচুর হয় ইহার রক্তস্রাবের সহিত চায়নার ন্যায় মূর্চ্ছাভাব এবং মস্তক ঘূর্ণন থাকা প্রয়োজন। রক্তস্রাব নিশ্চেষ্ট কিংবা সচেষ্ট (active or passive) যে কোন প্রকৃতির হউক, তৎসহ মস্তক ঘূর্ণন এবং মূর্চ্ছার সম্ভাবনা থাকিলে টি্রলিয়াম পেণ্ডুলামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। আর একটি লক্ষণ টিলিয়ামে প্রকাশ থাকে, তাহা হইতেছে বস্তি প্রদেশের শিথিলতা (relaxation of pelvic region)।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাব প্রচুর হয় এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ যে কোন স্থান হইতেই স্রাব হইতে পারে—নাসিকা, ফুসফুস, মূত্রপিণ্ড জরায়ু ইত্যাদি যাবতীয় স্থান হইতে স্রাব হয়। রক্তস্রাবের সহিত মূর্চ্ছা এবং শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ থাকা উচিৎ। রক্তস্রাব বেগের সহিত নির্গত হয়, সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় (স্যাবাইনা), জরায়ুর স্থানচ্যুতি বশতঃ ও হয়, রজো নিবৃত্তি কালে এবং প্রত্যেক ১৫ দিন পর পর স্রাব হয়। সময় সময় রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ যুক্ত হয়। রক্তস্রাব হেমামেলিস এবং মেলিফোলিয়ামে বন্ধ না হইলে টিলিয়ামকে চিন্তা করিবে। স্রাবে হৃৎস্পন্দন, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, দৃষ্টি ঝাপ্সা, মূর্চ্ছা ইত্যাদি প্রকাশ থাকে।

রক্তস্রাবের সহিত বস্তিপ্রদেশের শিথিলতা একটি বিশেষ লক্ষণ—এতদস্থানের বন্ধনি সমূহ শিথিল হইয়া গিয়াছে, সমুদয় যেন আলগা পৃথক পৃথক হইয়া পড়িয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয় এবং রোগী বস্তিপ্রদেশ বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে।

ট্রিলিয়ামকে active রক্তস্রাবেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় রক্তস্রাব সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় এবং বেগের সহিত নির্গত হয়।

' ট্রিলিয়ামের রক্তস্রাব যদিও উজ্জ্বল লালবর্ণ কিন্তু ইহা কৃষ্ণবর্ণও হয় এবং যে সমুদায় স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর প্রচুর রক্তস্রাব হয় তাহাদিগেতে ট্রিলিয়াম প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব হ্রাস করিয়া দেয়।

দন্তোৎপাটন এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাবেও ট্রিলিয়াম নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এতদস্থলে আভ্যন্তরিক ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে টিলিয়াম বাহ্যিক প্রয়োগ ও হইয়া থাকে। দন্তোৎপাটনের পর স্থান পরিষ্কার করিয়া তাহাতে একখণ্ড লিন্ট কিংবা তুলা মূল অরিষ্টে সিক্ত করিয়া বসাইয়া দিলে আশু উপকার হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবেও এই প্রকার ব্যবহার হইতে পারে।

' চায়নার সহিত রক্তস্রাবে ট্রিলিয়ামের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় উভয় ঔষধে মূর্চ্ছা, কর্ণ ভোঁ ভোঁ করা, শিরঃঘূর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ থাকিলেও কিন্তু চায়না রক্তস্রাবের পর উক্তরূপ লক্ষণে উত্তম কার্য্য করে আর ট্রিলিয়াম রক্তস্রাবকালীন প্রয়োগ হয়।

ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর এবং প্রত্যেক ১৫ দিন পর পর হয় এবং স্রাব সপ্তাহকাল কিংবা তাহার অধিকদিন থাকে (কেলকেরিয়া, নাক্স ভমিকা)। স্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

রক্তোৎকাশ (**Haemoptysis**)—রক্তোৎকাশেও ট্রিলিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায়। পূয়ের রক্ত মিশ্রিত এবং প্রচুর পুঁজবৎ পূয়েরও উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কাশিও বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলউসন—নিম্নক্রম ৬ষ্ঠশক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চায়না, মিলিফোলিয়াম, কেলিকার্ব্ব উষ্টিল্যাগো।

সিলিনিয়াম (Selenium)

সিলিনিয়ামের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য জননেন্দ্রিয়ের উপর প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহা অধিকাংশস্থলে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগেতে বিশেষতঃ মুত্রশায়ী গ্রন্থির প্রদাহে (prostatitis) এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় নির্ব্বাচিত হয়।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—সিলিনিয়াম রোগী, অতি অল্পতেই শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা অনুভব করে এইপ্রকার দুর্ব্বলতা যে কোন রোগের পর প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় টাইফয়েড এবং রেতঃস্খলনের পর অধিক হয়। সিলিনিয়ামে স্নায়ুমণ্ডল অধিক আক্রান্ত হয় এবং সমুদায় শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, একরাত্রি যদি রোগী অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকে কিংবা অধিক চিন্তার কার্য্য করে তৎপরদিন রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে আর কোন প্রকার মানসিক কিংবা শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারে না।

সিলিনিয়াম রোগী সূর্য্যের উত্তাপে অর্থাৎ গরমেও দুর্ব্বলতা বোধ করে গরমে শরীর এবং মন দুর্ব্বল হইয়া যায় আবার যখন ঠাণ্ডা পড়ে সূর্য্য অস্ত যায় রোগী শরীরে এবং মনে বল পায়। দুর্ব্বলতার জন্যই রোগী বিমর্ষ এবং অবসন্ন হইয়া থাকে এবং শুইয়া থাকিতে চায় অথচ নিদ্রায় রোগী সুস্থ বোধ করে না।

রেতঃস্খলন এবং ধ্বজভঙ্গ—সিলিনিয়ামের রেতঃস্খলনে অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। নিদ্রায় অসারে ফোঁটা ফোঁটা বীর্য্য এবং prostatic fluid নির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত মলত্যাগ কালীন এবং প্রস্রাবে রেতঃপাত হয়। স্ত্রী সহবাসে অতি শীঘ্র বীর্য্য স্খলন হয়। লিঙ্গের উদ্রেক অধিক হয় না আংশিক ধ্বজভঙ্গ, কাম ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল থাকে অথচ অক্ষম।

বীর্য্য পাতলা গন্ধহীন। সহবাস ক্রিয়া করিতে চেষ্টার উপক্রমেই লিঙ্গ শিথিল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় রেতঃপাত হউক রোগী অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করে। রেতঃপাতে মানসিক অবসাদ, শিরঃপীড়া, মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

শিরঃপীড়া—স্নায়ুর দুর্ব্বলতাবশতঃই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা বাম চক্ষুতে অধিক হয় এবং যন্ত্রণা রৌদ্রে, তীব্র গন্ধে এবং চা পানে বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়া প্রত্যহ হয় না ইহা কিছুদিন পর পর হয় এবং প্রায়ই অপরাহ্নে হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—সিলিনিয়ামে কোষ্ঠকাঠিন্যে অন্ত্রের ক্রিমিবৎ সঞ্চালন ক্রিয়া (peristaltic action) সম্পূর্ণ থাকে না এবং মলদ্বারের সঙ্কোচন পেশীর যথেষ্ট দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে, কাজে কাজেই মল বাহির হইতে না পারিয়া আটকাইয়া থাকে। মল কঠিন, শুষ্ক এবং বৃহদাকার, কিছুতেই বাহির হয় না। এমন কি অঙ্গুলি দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আনিতে হয়। সিলিনিয়ামের এইপ্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য কোন গুরুতর রোগের পর প্রকাশ পাইতে দেখা যায় (ব্রাইওনিয়া, প্লাম্বাম, এলিউমিনা, ওপিয়ম)।

চুলকানি—চুলকানিতে সিলিনিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায় বিশেষতঃ দুইটি চর্ম্মের মধ্যস্থলে, অঙ্গুলিদ্বয়ের মাঝখানে, সন্ধিস্থলের খাঁচে এবং বিশেষরূপে গুল্‌ফ সন্ধিতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় এতদ্‌স্থান ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থলেও চুলকানি হয়।

যকৃৎ—পুরাতন যকৃত রোগে সিলিনিয়ামের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃতে প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধি হয়। যকৃতের স্থানের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা প্রকাশ পাইলে সিলিনিয়ামকে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। (If there is a pecular fine rash over the hepatic region, Selenium is the only remedy you can think of to suit your

case)। যকৃতের প্রদাহ এবং সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা নড়াচড়ায় এবং চাপে বৃদ্ধি হয়।

স্বরভঙ্গ—স্বরভঙ্গের সিলিনিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, গায়কদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় বিশেষতঃ সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভেই গলার স্বর বসিয়া যায় এতদ্ব্যতীত অনেকক্ষণ সঙ্গীত গাহিবার পর স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলেও সিলিনিয়ামের প্রয়োগ হইতে পারে। গলদেশে সাদা ময়দার ন্যায় শ্লেষ্মার সমাবেশ বশতঃ পুনঃ পুনঃ গলা পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। Tuberculas laryngitisএর প্রথম অবস্থায় ইহাকে অনেকে উচ্চ ঔষধ বলেন এবং ইহার ব্যবহার ও দেখিতে পাওয়া যায়।

অরাম ট্রিফাইলাম—ইহাও সঙ্গীত গায়ক কিংবা বক্তাদের স্বরভঙ্গের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কিংবা বক্তৃতা করিতে করিতে হঠাৎ স্বর বসিয়া গেলে অরাম ট্রিফাইলামকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়

ক্ষুধা—রাত্রিতে ক্ষুধা বোধ করে (সিনা, সোরিনাম)। মদ পানের ভীষণ আকাঙ্খা।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এগনাস ক্যাক্টাস, ক্যালেডিয়ম, সালফার, ফসফরাস।

চুলকানি—পারদ কিংবা সালফারে চুলকনি অবরুদ্ধ হইলে সিলিনিয়াম প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুর ঝাপটাতে, রৌদ্রে, লেমোনেড, চা কিংবা মদ্যপানে, সহবাস ক্রিয়ায়।

রোগের উপশম—শীতল জল পানে।

ফেরাম ফস (Ferrum Phos)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ফেরাম ফস্ফরিকাম। ইহা সুস্লারের তরুণ প্রদাহযুক্ত জ্বরের একটি অতি মহৎ ঔষধ এবং ইহা ব্যবহারে অতি সত্বর গাত্রোত্তাপ হ্রাস হইয়া আইসে। ইহাকে আমরা আমাদিগের হোমিওপ্যাথিকের একোনাইটের সমকক্ষ ঔষধ বলিতে পারি কিংবা ইহাকে একানাইট এবং জেলসিমিয়ামের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলা যাইতে পারে। প্রাদাহিক জ্বরের প্রারম্ভ অবস্থায়, জ্বর ব্যতীত আর বিশেষ কোন লক্ষণ যখন বর্ত্তমান থাকে না তখন ফেরামফসকেই সর্ব্বোচ্চস্থান প্রদান করিবে।

প্রকৃত ফেরাম ফস রোগী একোনাইট কিংবা বেলেডনার ন্যায় রক্ত প্রধান এবং হৃষ্টপুষ্ট নয় বরং স্নায়বীক স্পর্শাধিক্য এবং রক্তশূন্য হয় অথচ ইহাতে জেলসিমিয়ামের মত তন্দ্রা এবং নিস্তেজতা থাকে না। রসোৎপাদনের পূর্ব্বে যে কোন প্রাদাহিক জ্বরে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় (The remedy for first stage of all febrile disturbances and inflammations before exudation sets in especially for catarrhal affections of respiratory tract)। আমি এই ঔষধটিকে তরুণ প্রাদাহিক জ্বরে, যখন অন্য ঔষধের বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না তখক অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি প্রাদাহিক জ্বরে ৬× চূর্ণ অধিক অনুমোদন করি।

উদরাময়—শিশুদিগের গ্রীষ্মকালে পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময়ে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ভেদ জলবৎ তরল, শ্লেষ্মা এবং রক্ত-মিশ্রিত।

মলত্যাগকালীন কোঁথানি কিছুই থাকে না। কোঁথানি কিংবা মলে পূঁজ থাকিলে ফেরাম ফস প্রয়োগ হয় না।

আমাশয়—আমাশয়ে ফেরাম ফসের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু ইহা প্রথম অবস্থায় এবং রক্ত থাকিলে ব্যবহার হয়, কোঁথানি থাকে না। কোঁথানি থাকিলে এবং রক্ত ব্যতিরেকে ইহা ব্যবহার হয় না।

থাইসিস—থাইসিসে ফেরাম ফসের সুনাম রহিয়াছে কিন্তু ইহার রক্তোৎকাশই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ—গয়েরে রক্ত না থাকিলে ফেরাম ফস নির্ব্বাচিত হয় না। ফেরাম ফসের রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, সময় সময় কেবল রক্তই উঠে, যন্ত্রণা বিশেষ কিছুই থাকে না।

নিউমোনিয়া—ফেরাম ফসকে যে কোন রোগের বিশেষত: শ্বাস যন্ত্রের প্রাদাহিক অবস্থায় অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। কাজেকাজেই নিউমোনিয়ার প্রারম্ভে যখন ফুস্‌ফুস্ রক্তাধিক্য হইতে থাকে তখন ইহাকে উত্তম ঔষধ বলা যাইতে পারে এবং যথাসময়ে ইহা প্রয়োগে রোগ আর নিউমোনিয়ায় পরিণত হইতে পারে না। বক্ষঃস্থলে বেদনা এবং টাটানি বোধ করে, নাড়ী ভরাটে এবং গোলাকার (pulse full and round)। গয়ের স্বল্প এবং রক্তের রেখাযুক্ত। গয়েরে যে মুহূর্ত্তে রক্তের রেখা প্রকাশ পাইয়াছে দেখিতে পাইবে, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া ফেরাম ফসকে প্রাধান্য দিবে। ফেরাম ফসের জ্বর অনেকটা একোনাইটের ন্যায় হইলেও কিন্তু একোনাইটের নাড়ী দড়ির ন্যায় শক্ত এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা অত্যন্ত অধিক থাকে (The indications for Ferrum Phos are these—The pulse is full, round and soft, the inflammation has not yet gone on to the exudation, the discharge, if it is a mucous surface that is affected is blood streaked.

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—প্রাদাহিক জ্বরে ৬× চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয় এবং

উত্তম কার্য্য করে। রক্তোৎকাশে, ৩০ এবং ২০০ শক্তির ব্যবহার দেখিতে পাই এবং আমিও এইরূপ স্থলে ২০০ শক্তি অধিক অনুমোদন করি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—একোনাইট, জেলসিমিয়াম।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে এবং শেষরাত্রি ৪টা হইতে ৬টা। স্পর্শে, সঞ্চালনে, দক্ষিণ পার্শ্বে।

রোগের উপশম—শীতল প্রলেপে।

জিঙ্কাম মেটালিকাম
(Zincum Metalicum)

জিঙ্কামের বংলা নাম দস্তা। ইহা চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সর্ব্বদা ভীষণ পদদ্বয়ের কিংবা নিম্নাঙ্গের অস্থিরতা। সকল সময় পদদ্বয় নাড়াইতে থাকে (Incessant and violent fidgety feeling in feet or lower extremities, must move them constantly).

২। জীবনী শক্তির দুর্ব্বলতাহেতু মস্তিষ্ক কিংবা স্নায়ুর ও কার্য্যকারী ক্ষমতার অভাব। পীড়কা (eruption) বহির্ভূত অথবা প্রকাশ করিতে, মাসিক ঋতুস্রাব আনয়ন করিতে, গয়ের উত্তোলন করিতে, প্রস্রাব ত্যাগ করিতে, কোন বিষয় বোধগম্য করিতে, কোন বিষয় স্মরণ করিতে পারে না (defective vitality,

brain or nerve power wanting, too weak to develop exanthemata or menstrual function, to expectorate, to urinate, to comprehend, to memorize).

৩। মাসিক ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় যন্ত্রণা উপশম হইতে থাকে, আবার স্রাব বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা ইত্যাদি ফিরিয়া আসে।

৪। শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে যেন ভয় পাইয়াছে মনে হয় এবং মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে থাকে (during sleep whole body jerks as if frightened, rolls the head from side to side).

৫। দন্তোদ্গমকালীন তড়কা। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং উত্তাপহীন। চক্ষু ঘুড়াইতে থাকে, দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় শব্দ করে. (convulsion during dentition with pale face, no heat).

৬। স্বাভাবিক রোগ-আরোগ্যকারী-শক্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পীড়কা (eruption) সম্পূর্ণ প্রকাশে অক্ষম ও তদহেতু মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আশঙ্কা (কুপ্রাম, সালফার, টিউবারকিউলিন)।

৭। মেরুদণ্ডের রোগ—সমুদায় মেরুদণ্ড ব্যাপী জ্বলন। কোমড়ে ব্যথা উপবেশনে বৃদ্ধি, সঞ্চালনে উপশম। (কোবেল্টাম, পালসেটিলা, রাসটক্স)। শরীরের পৃষ্ঠদেশ কোন কিছুতে ঠেকাইতে পারে না।

—•—

সাধারণ লক্ষণ

১। উপবেশন অবস্থায় কেবল পশ্চাদ্দেশ ঠেস দিয়া বসিয়া প্রস্রাব করিতে পারে (can only void urine while sitting bent backward).

২। পেশীর খেঁচুনি এবং কম্পন, হস্তপদের দুর্ব্বলতা ও কম্পন। (Twitching and jerking of muscles (এগারিকাস, ইগ্নেসিয়া) weakness and trembling of extremities.

৩। সামান্য মদ্যপানেই সমস্ত রোগের বৃদ্ধি।

৪। ভীষণ ক্ষুধা, পূর্ব্বাহ্ণ ১১।১২ টার সময় (সালফার) বৃদ্ধি হয়। আহারকালীন পেটুকের মত খায়, তাড়াতাড়ি খাইতে পারে না।

৫। ভয় পাইয়া অথবা পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু তাণ্ডবরোগ (Chorea)।

৬। হস্তদ্বয় এবং মস্তক কিংবা এক হস্ত এবং মস্তক আপনা হইতে এবং এমন কি নিদ্রিতাবস্থায়ও সঞ্চালিত হইতে থাকে।

৭৽। ঘর্ম্মকালীন কোন প্রকার আচ্ছাদন গাত্রে রাখিতে পারে না।

—০—

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—ইহার প্রধান কার্য্যস্থল হইতেছে মস্তিষ্ক এবং স্নায়বীয় বিধানের উপর। জিঙ্কাম দ্বারা বিষাক্ত হইলে শরীরময় এক প্রকার সুড় সুড় বোধ হয়, যেন পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে (cause formication that is, a sensation as of ants creeping over the body). এই সুড় সুড় বোধ ঘর্ষণে ও চাপে উপশম হয়। সমস্ত শরীরময় কম্পনও হয়। ইহা যে কেবল রোগী নিজেই উপলব্ধি করিতে পারে তাহা নয়, বাহিরেও প্রকাশ পায়। তৎপর অত্যন্ত স্পর্শজ্ঞানশূন্যতা ও বমনেচ্ছাসহ মূর্চ্ছার উপক্রম হয়, জল আদপেই সহ্য করিতে পারে না, পাকস্থলীতে যাওয়া মাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং অম্ল দ্রব্য ভিনিগার, নেবুর রস ইত্যাদি পানে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। এই সমুদায়ের সহিত মস্তক ঘূর্ণন আসিয়া জোটে, মস্তক চক্রবৎ ঘুড়িতে থাকে, উভয় চক্ষুই যেন কেহ টানিতেছে, নাসিকার মূল প্রদেশ শক্ত এবং ভার ভার চাপ বোধ হয়, খেঁচুনি, আচ্ছন্নতা ইত্যাদি ক্রমশঃ উপস্থিত হয়, যদি কোন প্রকারে এই বিষাক্ত লক্ষণ নষ্ট করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে শেষে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলিতেছেন, এই প্রকার রোগীকে কখনই মদ অথবা কোন প্রকার উত্তেজক দ্রব্য পান করান না হয় কারণ জিঙ্কামের মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সমুদায় লক্ষণই মদ্যপানে ভীষণ বৃদ্ধি হয়। (I would warn you too if you meet with such a case of poisoning, not to give wine or

other stimulants, for every symptoms of zinc, from head to feet, is made worse by wine—Farrington)। মদ্য কিংবা উত্তেজক দ্রব্য পানে বৃদ্ধি এই ঔষধের একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহা জিঙ্কাম ব্যতীত গ্লোয়িন, লেডাম, ফ্লোরিক এসিড, পালসেটিলা, এণ্টিমনিক্রুডাম, নাক্সভমিকা, লাইকোপোডিয়াম, ওপিয়ম ইত্যাদিও রহিয়াছে কিন্তু এই সমুদায় ঔষধের মধ্যে জিঙ্কামই সর্ব্বপ্রধান। যাহারা দস্তার কারখানায় কাজ করে, তাহাদিগের মধ্যে ১০।১২ বৎসর কার্য্যের পর নিম্ন লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। পাছার ব্যথা, পায়ের তলার স্পর্শাধিক্যতা, সুড় সুড় বোধ, পদদ্বয়ের অসাড়তা এবং ঠাণ্ডা বোধ, নিম্নোদরের চারিদিক বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ বোধ, পেশীর খেঁচুনি এবং কম্পন, প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া (reflex action) বৃদ্ধি, এক স্থানের উত্তেজনায় অন্য স্থানে ভীষণ স্পন্দন। পেশীর চেতনাশক্তি (sensibility) হ্রাস, রোগী চক্ষু বুজিয়া কিংবা অন্ধকারে হাটিতে অক্ষমতা, রোগী টলিয়া পড়িয়া যায়। পক্ষাঘাতের কম্পনসদৃশ পেশীর কম্পন, শেষে শরীর আরষ্ট হেতু চলৎশক্তি এবং সঞ্চালন ক্রিয়া আক্ষেপযুক্ত হয়, তৎপর সর্ব্বশরীর ক্রমশঃ রক্তশূন্যতা এবং শুষ্ক (emaciation) হইয়া আসিতে থাকে।

স্নায়বীয় বিধান এবং অবরুদ্ধ পীড়কা—জিঙ্কামের কার্য্য স্নায়বীক বিধানের উপর এত অধিক প্রসিদ্ধ যে ডাক্তার বার্ট বলেন—"লৌহ যেমন রক্তের উপকারী দস্তাও তেমনি স্নায়ুর উপকারী" (what iron is to the blood, Zinc is to the nerves)। স্নায়বীক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে জিঙ্কামের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে—নিম্নাঙ্গে অথবা পদদ্বয়ের ভীষণ অস্থিরতা, অনবরত সঞ্চালন করিতে থাকে। The most characteristic of all the symptoms of Zincum in connection with its nervous weakness, is incessant, violent fidgety feeling in the feet or lower limbs, must move them constantly." This is present in many, if not almost all, of the affectious for which Zinc is par excellence remedy, that it seems to have the power to arouse and strengthen the norvous system in its inability

to supply force to carry on functional necessary to health or the elimination of disease products form the system). যে সমুদায় রোগে স্নায়বীক বিধানের কার্য্যের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয় সেইরূপ স্থলের দুর্ব্বলতায় জিঙ্কাম একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। অর্থাৎ স্নায়ু দৌর্ব্বল্যতা প্রযুক্ত রোগ বিশেষতঃ পীড়কা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে না পারিলে তাহা বহির্গত করিবার জিঙ্কাম একটি মহৌষধ। রোগ অপ্রকাশিত হেতু রোগী অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকে এবং রোগ ভিতরে ভিতরে বিস্তারিত হইয়া অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। যেমন—হাম, বসন্ত ইত্যাদি। পীড়কা রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ ফুটিয়া বাহির হইতে না পারিলে ও তদহেতু মস্তিষ্কের কিংবা অন্য কোন রোগ উৎপন্ন হইলে জিঙ্কাম প্রয়োগেই তাহা উপযুক্তভাবে প্রকাশিত হইয়া রোগের চিকিৎসার সুযোগ করিয়া দেয় অথবা রোগকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া দেয়। কুপ্রামেও এইরূপ অনেকটা ক্ষমতা রহিয়াছে কিন্তু কুপ্রামে পীড়কা (eruption) বাহিরে প্রকাশিত হইয়া কোন বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধ করা হয় আর জিঙ্কামে মোটেই প্রকাশিত হয় না কিংবা সামান্য মাত্র দেখা দিয়া জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা হেতু পুনরায় মিলাইয়া যায়। সালফারও এইরূপ অবস্থার একটি ঔষধ বটে কিন্তু সালফারে প্রায়ই কোন প্রকার সোরার দোষ বর্ত্তমান থাকে। (In Cuprum the eruptions have been suppressed by some outward cause. In Zinc it has never come out to the surface, or it has been out and has receed from lack of vitality or strength to hold it there. Sulphur may be the remedy but the cause is then more often apt to be traceable to Psora).

পীড়কা অবরুদ্ধহেতু রোগের ঔষধসমূহ—

এণ্টিমটার্ট—বসন্ত রোগেই ইহাকে সচরাচর অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। বসন্ত কিংবা হাম ভালরূপ ফুটিয়া বাহির না হইলে কিংবা লাট খাইয়া গেলে এবং তদহেতু শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হইতে থাকে। মুখমণ্ডল নীল অথবা

নীলাভাযুক্ত হয়, শিশু ক্রমশঃই অধিক তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ে এবং খেঁচুনি হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড ঘড় শব্দ হয়। এইরূপ অবস্থায় এন্টিমটার্ট প্রয়োগ হইয়া থাকে, এন্টিমটার্টে শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ প্রাধান্য থাকে।

এপিস—তরুণ পীড়কা re-percussion দরুণ মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ হয়। এপিসের বিশেষত্ব ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ চীৎকার দিয়া কাঁদিয়া ওঠে। প্রস্রাব অল্প হয় এবং জলতৃষ্ণা থাকে না।

ব্রাইওনিয়া—হামের বিষয়ে ইহা চিন্তা করা উচিৎ। হাম শীঘ্র ফুটিয়া বাহির হইতেই চায় না (tardy appearance of the rash), সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক কাশি থাকে এবং কাশিবার সময় কাঁদে। শিশু কাশিকার সময় যন্ত্রণা নিবারণের জন্য হাত পা গুটাইয়া ফেলে। কখন কখন পীড়কাগুলি হঠাৎ মিলাইয়া গিয়া মস্তিষ্কের গোলযোগ উৎপাদন করে, শিশু তন্দ্রাযুক্ত হয়। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়, মুখমণ্ডলের এবং চক্ষুর পেশীর খেঁচুনি হয় নড়াচড়ায় শিশু কাঁদিয়া উঠে। কোন কোন স্থলে হাম লাট খাওয়ার দরুণ মস্তিষ্ক পীড়ার পরিবর্ত্তে ব্রোঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া দেখা দেয়।

হেলিবোরাস—মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য হয় এবং শিশু গভীর আচ্ছন্নতায় অভিভূত হইয়া থাকে, স্পর্শে কিংবা শরীরে চাপ দিলেও কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যায় না।

ইপিকাক—হাম লাট খাইয়া যখন বক্ষঃস্থল আক্রান্ত হয় এবং যদি শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, কাশি ইত্যাদি থাকে।

সালফার—সচরাচর সোরিক দোষ বর্ত্তমান থাকে। ঘা পাচড়া ইত্যাদি চর্ম্মরোগ বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধ (suppress) হইলে এবং রোগী scrofulous ধাতু বিশিষ্ট হইলেই উত্তম কার্য্য করে।

স্নায়ুবিক বিধানের প্রতিক্রিয়াহীন (non-reaction) অবস্থায় জিঙ্কামে আরও লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই যেমন ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণা হইতেছে অথচ ঋতুস্রাব হইতেছে না, ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হইলেই রোগী সমস্ত বিষয়েই উপশম বোধ করে (ল্যাকেসিস) এবং স্রাব বন্ধ হইলেই পুনরায় যন্ত্রণা ফিরিয়া আসে। সেইরূপ রোগী শ্লেষ্মাযুক্ত তরল হাঁপানিতে কষ্ট পায়

গয়ের তুলিতে পারে না কিন্তু গয়ের তোলার সঙ্গে সঙ্গেই আরাম পায়। (সিপিয়া, এণ্টিমটার্ট, গ্রাইণ্ডেলিয়া) জিঙ্কামের হাঁপানীতে বক্ষঃস্থলের সঙ্কোচন (contracto) থাকে (ক্যাক্টাস, ক্যাডমিয়াম সালফ, কেলিক্লোর) দন্তোদ্গমে বিলম্ব হয়। স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা হেতু নাড়ীর গতি অত্যন্ত মৃদু, শিশু তন্দ্রাযুক্ত চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত এবং দৃষ্টি বক্র করিয়া বালিসে মস্তকের পশ্চাদ্দেশ অত্যন্ত চাপিয়া শুইয়া থাকে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং শীতল কিংবা পর্য্যায়ক্রমে লাল এবং ফ্যাকাসে হয়। মধ্যে মধ্যে চীককার দিয়া উঠে। মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহের মতন না হইলেও কিন্তু অনেকটা ঐ প্রকারের ঘুমন্ত অবস্থায় সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া (সিনা, অরমট্রাই ইত্যাদি) কিংবা শুক চড়চড়ে ওষ্ঠদ্বয় টানিতে থাকে। শরীরের বিভিন্নস্থানে সাধারণতঃ বাহুযুগল, হস্তদ্বয় এবং বিশেষভাবে পদযুগল আপনা আপনি সঞ্চালিত হইতে থাকে। পদযুগলের আপনা আপনি সঞ্চালন জিঙ্কামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। শিশুর যদি জল পান করিবার মত জ্ঞান থাকে, জল দিলে অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র পান করিয়া ফেলে। রোগের বাড়াবাড়ি হইলে নিম্নোদর উষ্ণ হয় এবং চুপসিয়া যায় ও মলমূত্র অসাড়ে নিঃসরণ হইতে থাকে। শিশু প্রলাপ অবস্থায় জাগিয়া ওঠে মনে হয় যেন কোন ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে এবং তখন কাহাকেও চিনিতে পারেনা, মস্তক এপাশ ওপাশ চালিতে থাকে, ইহার সঙ্গে তরকাও থাকিতে পারে শিশু চীককীর দেয়, শয্যা হইতে লাফাইয়া পরে। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে এবং চক্ষুদ্বয় ঘুড়াইতে থাকে।

জিঙ্কামের তরকার বিশেষত্ব যে মুখ চোখ কিছুই লাল কিম্বা উত্তপ্ত হয় না বরং ফ্যাকাসে হয় (বেলেডোনার বিপরীত) যদিও গরম হয় তাহা হইলে তাপ মস্তকের মূল প্রদেশে হয়।

কনভালসন এবং মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ—মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহেও জিঙ্কাম ব্যবহার হইয়া থাকে—যখন বাত রোগের প্রারম্ভেই কিংবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক মস্তকে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং সেই যন্ত্রণা যদি মদ্য অথবা কোন উত্তেজক দ্রব্য পানে

বৃদ্ধি হয়। ইহার সঙ্গে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বিশেষতঃ মস্তিষ্কের মূল প্রদেশেও ছিন্নবৎ যন্ত্রণা থাকে এবং এই যন্ত্রণা চক্ষুর ভিতর দিয়া সমবেদকরূপে দন্তে পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। এইরূপ লক্ষণযুক্ত নানা প্রকার রোগে জিঙ্কাম প্রয়োগ হয় কিন্তু বিশেষভাবে পীড়কা অপ্রকাশিত অথবা অর্দ্ধ-প্রকাশিত দরুণ মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহে অধিক নির্ব্বাচিত হয়,

জিঙ্কাম রোগী মদ কিংবা অন্য কোন প্রকার উত্তেজক দ্রব্য পান করিতে পারে না ইহাতে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহা জিঙ্কামের একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ। জিঙ্কাম ব্যতীত অন্যান্য ঔষধেও এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু উক্ত বিষয়ে জিঙ্কামই সর্ব্বপ্রধান। জিঙ্কামে প্রায় সমুদায় লক্ষণই সামান্য মাত্রায় মদ পান করিলেই বৃদ্ধি হয়। (রডডেনড্রম, গ্লোনয়ন, নাক্সভমিকা, ওক্জেলিক এসিড এবং সিলিনিয়াম—ইহাতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়)

মস্তিষ্কের উল্লিখিত লক্ষণ ব্যতীত নিম্ন লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়—পীড়কা (eruption) অসম্পুর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, চর্ম্ম নীলবর্ণ হয়, শিশু অত্যন্ত অস্থির হয় এবং প্রলাপ বকে। delirious কিংবা নিস্তব্ধ অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে এমন কি চক্চকে লালবর্ণযুক্ত স্কার্লেটিনাতেও শিশুর উক্ত প্রকার দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকিলেও (enervation) বেলেডনার পরিবর্ত্তে জিঙ্কামের প্রয়োগই অধিক সম্ভাবনা। ইহা অপেক্ষা আরোও গুরুতর অবস্থাযুক্ত স্কার্লেটিনাতেও জিঙ্কামই ব্যবহার হয় যখন চর্ম্ম নীল আভাযুক্ত এবং শীতল হয়। শরীর ভারী এবং নাড়ী সূত্রবৎ হয়। কিন্তু জিঙ্কামের enervation বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। ইহাও স্মরণ রাখিবে জিঙ্কামের জীবনী শক্তির দুর্ব্বলতা (defective vitality, brain or nerve power wanting) একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। এতৎ হেতুই পীড়কা ইত্যাদি আভ্যন্তরিক রোগ সহজে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না।

বেলেডনা—চর্ম্ম পরিষ্কার উজ্জ্বল চক্চকে, লালবর্ণ (smoth bright red) বেলেডনা সচরাচর প্রথম অবস্থাতেই অধিক প্রয়োগ হয়। ভীষণ বমন হয় এবং মস্তিষ্কের লক্ষণের অত্যন্ত প্রাধান্য থাকে। চীৎকার করে, চক্ষু এবং মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়। জিহ্বা, জিহ্বা কণ্টকে (elevated papillæ) আবৃত থাকে, রোগী চিককীর দিয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া পড়ে এবং নিকটে যাহাকে

পায় জড়াইয়া ধরে। রোগ যদি এই প্রকারই বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং পীড়কা যদি প্রকাশিত না হয়—শিশু ফ্যাকাসে এবং নীলবর্ণ হইয়া আইসে বালিসে মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, দাঁতে দাতে ঘর্ষণ করে, নড়া চড়া করিলে চীৎকার দিয়া ওঠে, এবং পদযুগল অস্থির আপনা আপনি সঞ্চালন করে এইরূপ অবস্থায় জিঙ্কামই প্রকৃত ঔষধ। বেলেডনা, কুপ্রাম এবং ল্যাকেসিস কিছুই কাজ করিবে না।

জিঙ্কাম প্রয়োগেও যদি উপকার না হয় এবং গাত্রত্বক নীলবর্ণ, শীতল এবং নাড়ী সূত্রবৎই থাকে তাহা হইলে ক্যাম্ফর ব্যবহারে প্রতিক্রিয়া আসিতে পারে যদ্যপি শীতল ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। কোন কোন স্থলে শীতল ঘর্ম্ম থাকিলে ভেরেট্রাম এলবামেও উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। এইরূপস্থলে অনেক সময় হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের কথাও স্মরণ করা উচিত।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব—স্কার্লেটিনাতেও (Scarlatina) ব্যবহার হইতে দেখা যায় কিন্তু ইহা সাধারণতঃ স্ক্রোফিউলাস (scrofulous) শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে যখন পীড়কাগুলি ভালমত প্রকাশ পায় না কিংবা সামান্য প্রকাশ পাইয়াই মিলাইয়া যায়, মুখমণ্ডল অস্বাভাবিকরূপ ফ্যাকাসে এবং স্ফীত হয়।

কুপ্রাম—তরকার সহিত চীৎকার দিয়া উঠে, হাত মুঠা করে, বালিসে মস্তক গুঁজিতে থাকে এবং এতৎসহ সঙ্কোচক (flexor) পেশীর আক্ষেপ অত্যন্ত অধিক হয়। মুখমণ্ডল সাধারণতঃ লালবর্ণ অথবা নীলবর্ণ হয়। দাঁত লাগিয়া যায়, মুখে ফেনা উঠে, ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে এবং চারিদিগের কাহাকেও চিনিতে পারে না (জিঙ্কাম মেটালিকাম)। কুপ্রামের এইরূপ অবস্থা পীড়কা অবরুদ্ধ হেতুই হয় এবং লক্ষণগুলি তরুণ প্রদাহের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ হয়।

ষ্ট্রেমোনিয়াম—ইহার আক্ষেপ (spasm) অনেকটা সামঞ্জস্য ভাবের angular এবং কম্পন যুক্ত নয় (Spasmodic motions are characterized by gracefulness rather than angularity, they are more gyratory than jerking) এই রকম অবস্থা বিশেষভাবে শিশুদিগের প্রতি পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু হইতে দেখা যায়। ষ্ট্রেমোনিয়াম অল্প বয়স্ক বালক

বালিকা এবং শিশুদিগের প্রতি বেলেডনা অপেক্ষা ভাল কাজ করে। হাম ভালমত ফুটিয়া বাহির না হইলে শিশুর গাত্র উষ্ণ এবং মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়, অত্যন্ত অস্থির এবং এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠে কাহাকেও চিনিতে পারে না। সঞ্চালন (movement) যদিও তরকার ন্যায় কিন্তু কম্পনযুক্ত, angular নয়। কুপ্রামের সহিত এইস্থলে খুব সদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু কুপ্রামের সঞ্চালন angular এবং মুখমণ্ডল নীল আভাযুক্ত হয়। কিন্তু কুপ্রামে পীড়কা অবরুদ্ধ (repercussed) দরুণ হইলেই অধিক প্রযুজ্য হয় এবং ভীষণ মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

শিরঃপীড়া—যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় এবং মস্তকের এক পার্শ্বেই অধিক হয়। মদ্যপানে এবং আহারের পর বৃদ্ধি হয়। কখন কখন আবার দেখা যায় যন্ত্রণা কিছুতেই বিরাম হয় না এক একবার খুব বৃদ্ধি হয় আবার কমিয়া আসে কিন্তু সকল সময়ই লাগিয়া থাকে, এইরূপ অবস্থায়ও জিঙ্কাম ব্যবহার হয়।

মস্তক শোথ (Hydrocephaloid)—শৈশব বিসূচিকার (cholera infantum) পর মস্তক শোথে (Hydrocephaloid) জিঙ্কাম ব্যবহার হইতে দেখা যায়। শিশু মাথা চালিতে থাকে (rolls its head), যেন ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে এবং ভয়ের সহিত ঘরের চারিদিকে তাকাইতে থাকে। মস্তকের পশ্চাৎ দিক স্বভাবতঃ গরম হয়, সম্মুখ দিক ঠাণ্ডা থাকে, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে, আলোর দিকে তাকাইতে পারে না। চক্ষু এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে (eyes are fixed and stairing) মুখমণ্ডল চোপসান এবং ফ্যাকাসে বর্ণ অথবা পর্য্যায়ক্রমে লাল এবং পাংশু বর্ণ হয়, নাসিকা শুষ্ক, ঘুমন্ত অবস্থায় পেশীর আকুঞ্চন হয় (there is jerking of the muscle during sleep), সর্ব্বদা পদদ্বয় নাড়াইতে থাকে। Hydrocephaloid এ জিঙ্কাম কেলকেরিয়া ফসের খুব নিকটবর্ত্তী ঔষধ।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—জিঙ্কামের twitching and jerking একটি বিশেষ লক্ষণ, ইহা শরীরের নানা স্থানের পেশীতে প্রকাশ পায়। এই

প্রকার লক্ষণ অনেকটা ইগ্নেসিয়া এবং এগারিকাসে রহিয়াছে। এই হেতুই জিঙ্কামকে তাণ্ডব রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়, যদি ভয় কিংবা পীড়কা অবরুদ্ধজনিত ইহা উৎপন্ন হয়।

মেরুদণ্ডের রোগ (Spinal diseese) এবং কটিবাত—জিঙ্কাম মেরুদণ্ডের বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের উত্তেজনার (spinal irritation) একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা প্রয়োগের সর্ব্বপ্রথম লক্ষণই হইতেছে—মেরুদণ্ডের প্রায় শেষ dorsal কিংবা প্রথম lumber vertebra অস্থিতে কনকনে যন্ত্রণা এবং এই যন্ত্রণা চলাফেরা অপেক্ষা উপবেশনকালীন বৃদ্ধি হয় বরং চলাফেরায় উপশম হয়। (The symptoms which call for it are these—first and foremost, dull aching pain about the last dorsal or first lumber vertebrae and this is worse when the patient is sitting than it is when he walks. The symptoms, I can assure you is a good indication for Zincum). সিপিয়াতেও ঠিক অনেকটা এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও যন্ত্রণা জিঙ্কামের ন্যায় উক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে হয় না কিন্তু বৃদ্ধি বিষয়ে ইহারা উভয়ই এক। পশ্চাতের যন্ত্রণা উপবেশনকালীন বৃদ্ধি এবং চলাফেরাকালীন উপশম রাসটক্সেই খুব অধিক রহিয়াছে কিন্তু রাসটক্সে সমস্ত যন্ত্রণাই সাধারণতঃ সঞ্চালনে উপশম হয়, জিঙ্কামে তাহা হয় না, ইহাই পার্থক্য। পালসেটিলাতেও এইরূপ আছে কিন্তু পালসেটিলায় ঋতুস্রাবের অনিয়ম বর্ত্তমান থাকে। জিঙ্কামের সহিত খুব নিকট সাদৃশ্য লক্ষণ কোবেলটামে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উভয় ঔষধেই মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা অধিক সহবাস ক্রিয়া কিংবা লিঙ্গের দুর্ব্বলতা হেতু হয়। কিন্তু ইহাদের পার্থক্য—রেতঃস্খলনে জিঙ্কামে যন্ত্রণার সাময়িক উপশম হয়, কোবেলটামে হয় না।

জিঙ্কামের কোমড়ের ব্যথার (backache) সহিত সমস্ত মেরুদণ্ডের জ্বলন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায় এবং এই জ্বলন সম্পূর্ণ subjective (আভ্যন্তরিক)। কোন প্রকার congestive প্রকৃতির নয়, কোন প্রকার উত্তাপের আধিক্য থাকে না (no rise of temperature)।

পক্ষাঘাত এবং কম্পন—জিঙ্কামের আর একটি বিশেষত্ব

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন (trembling)। রোগী যদিও পক্ষাঘাতগ্রস্থ নয় তথাপি কম্পনের দরুণ শারীরিক সঞ্চালন ক্রিয়ায় উহার নিজের কর্তৃত্ব শূন্য হইয়া আসে এবং চিকিৎসায় শীঘ্র কোন উপকার না হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ড ঠিক নিয়ম মতই স্পন্দিত হইতে থাকে, কখন কখন হঠাৎ এইরূপ হয় মনে হয় যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া হৃৎপিণ্ড বহির্গত হইয়া পড়িবে। বক্ষঃস্থলের সঙ্কোচন হয় এবং এই সঙ্কোচন বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসেরও কষ্ট হয়, তখন নাড়ীর গতিও মৃদু ও অনিয়ম হয়। পদদ্বয়ের তন্দ্রা অসাড় বোধ হয়, গোড়ালিতে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা এবং টাটানি থাকে।

জিঙ্কাম পায়ের ঘাম অবরুদ্ধ হইয়া মস্তিষ্কের কোমলতাবশতঃ পক্ষাঘাতে প্রয়োগ হয় (from softening of the. brain following suppressed foot-sweat)। মস্তক ঘূর্ণন, কম্পন, অসাড়তা (numbness) এবং সুড় সুড় বোধ বর্ত্তমান থাকে। এই লক্ষণ সমুদায় ঘর্ষণে উপশম এবং মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়। এই প্রকার পক্ষাঘাতের সহিত অক্ষিপুটের পতন (ptosis) পরিষ্কার-রূপে প্রকাশ থাকে।

জিঙ্কামের সহিত ফসফরাস এবং প্লাম্বামের অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে, এই উভয় ঔষধই কম্পনসহ দুর্ব্বলতা (enervation) এবং মস্তিষ্কের কোমলতা (softening of the brain) লক্ষণে উত্তম কার্য্য করে। কিন্তু ফসফরাসে মদ্যপানে বৃদ্ধি কিংবা অক্ষিপুটের পতন থাকে না। প্লাম্বামে জিঙ্কামের প্রায় সমুদায় লক্ষণই রহিয়াছে উপরন্তু ইহাতে পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব অথবা পক্ষাঘাতাক্রান্ত (paralysed part) স্থানের শীর্ণতা (atrophy, wasting away) বর্ত্তমান থাকে এবং উক্ত পক্ষাঘাতজনিত শীর্ণ স্থানে যন্ত্রণা এবং শূলবেদনা পর্য্যায়ক্রমে হয়।

জিঙ্কামের সুড় সুড় বোধ এবং মদ্যপানে বৃদ্ধি, ফসফরাসে দুর্ব্বলতা এবং মস্তিষ্কের কোমলতা, প্লাম্বামে পক্ষাঘাতাক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা বিশেষ লক্ষণ।

চক্ষুর রোগ (Amblyopia)—দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা (amblyopia) সহ অত্যন্ত শীরঃপীড়া থাকে, ইহা মনে হয় মস্তিষ্কের কিংবা মস্তিষ্কঝিল্লির

যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের হেতুই হয় এবং ইহার সহিত নাসিকার মূল প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা বিশেষভাবে প্রত্যেক চক্ষুর ভিতর কোণেই (inner canthus) অত্যন্ত অধিক হয় এবং তারা সঙ্কুচিত হয়।

স্বচ্ছাবরকের (cornea) পুনঃ পুনঃ এবং বহু দিন স্থায়ী প্রদাহের দরুণ অস্বচ্ছতা হইলে অনেক সময় জিঙ্কাম প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু এই বিষয়ে জিঙ্কাম সালফই উত্তম ঔষধ। Pterygium চক্ষু-কোণের উপমাংশ (an excresence of a trangular shape, occurning in the inner canthus of the eye and from thence over the cornea) জিঙ্কামে দূরীভূত করা যাইতে পারে যদি ভিতর কোণে (inner canthus) টাটানি এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে। দানাদারযুক্ত অক্ষিপুটেও (granular lids) জিঙ্কাম প্রয়োগ হয় এবং এইরূপ স্থলে জিঙ্কাম সালফই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল (**Prosopalgia**)—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলেও (prosopalgia) জিঙ্কাম ব্যবহার হয় যখন যন্ত্রণার সহিত অক্ষিপুটের বর্ণ নীল হয়।

পরিপাক ক্রিয়া এবং যকৃত—জিঙ্কামে পাকস্থলী এবং যকৃৎ সম্বন্ধীয় অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গলদেশে তিক্ত স্বাদ হয়। জল আদপেই সহ্য হয় না সামান্য জল পান করা মাত্রই বমি হইয়া উঠিয়া যায়। বুকজ্বালা থাকে, মদ্যপানে এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বৃদ্ধি হয়। অন্তঃসত্ত্বাকালীন এইরূপ হইলে তাহার সহিত পদদ্বয়ের varicose veins (শিরার স্ফীতি) বর্ত্তমান থাকে। ক্ষুধা বিশেষভাবে দ্বিপ্রহরে অধিক হয় এবং পেটুকের মত খায় (সালফার, নেট্রাম মিউর, নেট্রাম ফস, এসাফিটিডা, হাইড্রাস্টিস্)। যকৃতেও জিঙ্কাম প্রয়োগ হয়, নাভি কুণ্ডলের আশে-পাশে শক্ত অর্ব্বুদের (hard tumor) বর্ত্তমানতা অনুভূত হয় এবং ইহার সহিত কামড়ানি যন্ত্রণাও থাকে। এই লক্ষণটি হইতেই লিভার বৃদ্ধিতে জিঙ্কামের ব্যবহারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—জিঙ্কামেও প্লাম্বামের ন্যায় ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্যসহ নাভিকুণ্ডের চারিদিকে কামড়ানি যন্ত্রণা হয় এবং ইহার সহিত পশ্চাৎদিকে

অত্যন্ত ভার বোধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে মনে হয় যেন নিম্নোদর মেরুদণ্ডে টানিয়া ধরিয়াছে। জিঙ্কামের এই বিষয়ের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে নিম্নোদরের পার্শ্বে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং ভার বোধ লাগিয়া থাকে,—ইহা হইতেই মনে হয় জিঙ্কামে উর্দ্ধগামী এবং নিম্নগামী অন্ত্র (ascending and descending colon) বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়।

প্রস্রাব—প্রস্রাবে প্রায়ই রক্ত মিশ্রিত থাকে, কখন কখন, ঘোলা কাদার ন্যায় রং হয় এবং হলদে আভাযুক্ত তলানি পড়ে। মূত্রাশয় প্রস্রাবে পূর্ণ থাকিলেও সাধারণ ভাবে বসিয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিতে পারে না—পশ্চাৎদিক ঠেস দিয়া বসিতে হয়। (Can only void urine while sitting bent backwards)

কাশি—কাশি আক্ষেপযুক্ত (Spasmodic) এবং কাশির সময় মনে হয় বুক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। গয়ের অনেক সময় রক্তযুক্ত হয় এইরূপ ঠিক মাসিক ঋতুর পূর্ব্বে কিংবা ঋতুস্রাবকালীন বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায় এবং মিষ্ট দ্রব্য খাইলে অধিক হয়। জিঙ্কামে শিশুদিগের কাশিরও বেশ উপকার হয় যখন দেখা যায় প্রত্যেকবার কাশির সময় শিশু লিঙ্গ প্রদেশে হাত দেয়।

পুংজননেন্দ্রিয়—পুংজননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে জিঙ্কাম অনেকটা কোনায়ামের সদৃশ্য। অত্যধিক এবং বহুদিন লিঙ্গের অপব্যবহার হেতু শুক্রক্ষরণে (spermatorrhoea) জিঙ্কাম প্রয়োগ হয়, এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত মানসিক বিমর্ষতা বর্ত্তমান থাকে—মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চোপসান এবং চক্ষুর চারিধারে নীলবর্ণ দাগ পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজনা থাকে কিন্তু কোনায়ামে অত্যধিক উত্তেজনা থাকে না। জিঙ্কামে প্রস্রাব উপবেশন অবস্থাপেক্ষা দাড়ান অবস্থায় সহজে হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জিঙ্কাম বিশেষতঃ জরায়ু পথের ক্ষত এবং বাম ডিম্বাশয় প্রদেশের যন্ত্রণা সহ মাসিক ঋতুস্রাবের অনিয়মে ব্যবহার হয় এবং এই সমুদায় উপসর্গই ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গেই উপশম হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু মস্তিষ্কের রোগের প্রারম্ভে হেলিবোরাস, টিউবার কিউলিন।

জিঙ্কাম—নাক্সের পূর্ব্বে জিঙ্কাম ব্যবহার হয় না।

প্রতিবন্ধক (**Inimical**)—ক্যামোমিলা এবং নাক্স জিঙ্কামের পূর্ব্বে কিংবা পরে প্রয়োগ হয় না।

রোগের বৃদ্ধি—অতি সামান্য মদ্য পানেই।

রোগের উপশম—বক্ষঃস্থলের রোগে—গয়ের উত্তোলনে। মূত্রাশয়ের রোগে মূত্রত্যাগে। কটিদেশের যন্ত্রণায় রেতঃপাতে। (রেতঃপাতে বৃদ্ধি—কোবেলটাম)। যাবতীয় উপসর্গ—ঋতুস্রাবে।

প্রয়োগ বিধি

জিঙ্কাম মস্তিষ্ক রোগের কি প্রকার মূল্যবান ঔষধ তাহা ডাক্তার ন্যাসের গ্রন্থ হইতে একটি রোগীর বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি Dr. Nash বলিতেছেন—

A young lady about 20 years of age complained, a week before I was called, of weakness of feeling of general prostration. She was a student and her mother who was an excellent nurse, attributed on her sickness to over work at school and tried to rest and nurse her up. But she continued to grow worse. I prescribed for her Gelsimium and followed it with Briyonia according to indications and she ran through a mild

course of two weeks long and seemed convalescing quite satisfactorily.

. Being left in a room alone while sleeping and perspiring, she threw off the clothes, caught cold and relapsed and the following picture obtained—stairing eyes rolled upwards into the head, head retracted, complete unconsciousness, lying on back and sliding down in bed, twitching or rather intense, violent trembling all over, so that she shook the bed. I had nurses hold her hands night and day, she shook and trembled so, hippocratic face, extremities deathly cold to knees and elbow, pulse so weak and quick I could not count it and intermittent, in short all signs of impending paralysis of brain. The case seemed hopeless, but I put Zincum in 2 drams of cold water. In about one hour after the last dose she turned her eyes down and faintly said, milk. She got no more medicines for four days and improved steadily all the time.

রোগী বালিকা বয়স ২০ বৎসর, আমি দেখিবার প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতায় ভুগিতেছে জানিতে পারিলাম। বালিকাটী স্কুল ছাত্রী, তাহার মা একজন ভাল শুশ্রূষাকারিণী, তিনি শুশ্রূষা করিতেছিলেন এবং বলিলেন এই দুর্ব্বলতা স্কুলের অত্যধিক পরিশ্রম জনিত হইয়াছে। আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া জেলসিমিয়াম দিয়া তাহার পর ব্রাইওনিয়া দিতে ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং এই ঔষধদ্বয়ে কিছু উপকারও হইয়াছিল কিন্তু একদিন দরজা জানালা খুলিয়া নিদ্রা যাওয়ার দরুণ ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগটী পুনরায় প্রকাশ পায় (relapsed) এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হয় এবং নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দেয়—

চক্ষু এক দৃষ্টে হইয়া কপালের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় চিত হইয়া শুইয়া আছে, বিছানা হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছে, স্থানে স্থানে খেচুনি কিংবা সমস্ত শরীরময় ভীষণ কম্পন হইতেছে এমন কি খাট পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে এবং দিন-রাত শুশ্রূষাকারিণীগণ রোগীর হস্তদ্বয়

ধরিয়া রহিয়াছে। মুখের চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। হস্ত এবং পদদ্বয়ের কুনই এবং হাটু পর্য্যন্ত অত্যন্ত শীতল, নাড়ী এত দুর্ব্বল এবং দ্রুত যে আমি গণনা করিতেই পারিলাম না এবং দেখিয়া মনে হইল অবস্থা আশা শূন্য এবং মস্তিষ্কের আসন্ন পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। আমি কম্পনের উপর ঔষধ নির্ব্বাচনের ভিত্তি করিয়া জিঙ্কাম প্রয়োগ করিলাম এবং তাহাতেই রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

ডাক্তার ন্যাস উপরি লিখিত রোগীটীতে জিঙ্কামের কম্পন কিরূপ মূল্যবান লক্ষণ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সূচীপত্র

ঔষধের নামানুযায়ী

১। এসেটিক এসিড ১৬২৬
২। এব্রোটেনাম ১৬২৪
৩। এলিয়াম সেপা ১৬৪৪
৪। এইলান থাস গ্লেণ্ডুলোসা ১৬৪৬
৫। এসারাম ১৬৯১
৬। এমিল নাইট্রেট ১৬৯২
৭। এম্ব্রাগ্রাইসিয়া ১৬৯৮
৮। এন্থ্রাসাইনাম ১৭০২
৯। এষ্টিরিয়াস রুবেন্স ১৭০৭
১০। ব্যারাইটা মিউর ১৭৬২
১১। সিড্রন ১৬০০
১২। ক্যাম্ফর ১৬০৫
১৩। সিনা ১৬০৬
১৪। ক্যালেডিয়াম ১৭১৪
১৫। কার্ডুয়াস ম্যারিয়ানাস ১৭১৫
১৬। কার্ব্বলিক এসিড ১৭১৮
১৭। ক্যালকেরিয়া আস ১৭২৭
১৮। কালেণ্ডুলা ১৭২৯
১৯। ক্রোটেলাস ১৭২২
২০। ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা ১৭৩০
২১। ক্যালকেরিয়া সালফ ১৭৩৬
২২। ডাইস্কোরিয়া ১৫৯২
২৩। ডিফ্থেরিনাম ১৭১৯
২৪। ইকুইজেটাম ১৭১৭

বিষয়			পৃষ্ঠা
২৫। ফ্লুরিক এসিড	...	...	১৭২০
২৬। ফেরাম ফস	...	...	১৭৮৩
২৭। হেমা মেলিস	...	...	১৫৮৯
২৮। হেলোনিয়াস	...	...	১৭২৫
২৯। আইরিস	...	...	১৫৯৮
৩০। লিলিয়ামটাই	...	...	১৫৮৪
৩১। লরসিরেসাস	...	...	১৫৯৪
৩২। লোবেলিয়া	...	...	১৬০২
৩৩। লেপটেণ্ড্রা	...	...	১৬০৪
৩৪। ল্যাক-ক্যানাইনাম	...	...	১৭৩৯
৩৫। ল্যাক ডিফ্লোরেটাম	...	...	১৭৭৬
৩৬। লাইসিন	...	...	১৭৬০
৩৭। মিজিরিয়াম	...	...	১৬৩০
৩৮। মস্কাস	...	...	১৬৪৮
৩৯। মেলিলোটাস	...	...	১৭৩৭
৪০। মেডোর-হি-নাম	...	...	১৭৫১
৪১। মিলিফোলিয়াম	...	...	১৬৭৪
৪২। নাক্সমশ্চেটা	...	...	১৬৫৪
৪৩। ন্যাজা	...	...	১৭১০
৪৪। নেট্রাম আর্স	...	...	১৭৬৪
৪৫। নেট্রাম কার্ব্ব	...	...	১৭৬৫
৪৬। নেট্রাম সালফ	...	...	১৭৭০
৪৭। পাইরোজেন	...	...	১৬৫০
৪৮। সোরিনাম	...	...	১৬৬০
৪৯। ফাইসোসটিগমা	...	...	১৭১৩
৫০। রিসিনাস	...	...	১৬৬৭
৫১। রিয়ম	...	...	১৬৬৮
৫২। রিউমেক্স	...	...	১৬৭৭

বিষয়				পৃষ্ঠা
৫৩।	র‍্যানান কিউলাস	...	...	১৭০৮
৫৪।	র‍্যাটেনিয়া	...	...	১৭১২
৫৫।	ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	...	...	১৬১৪
৫৬।	স্যাবেডিলা	...	...	১৬৬৫
৫৭।	স্পাইজেলিয়া	...	...	১৬৭০
৫৮।	স্যাঙ্গুইনেরিয়া	...	...	১৬৮০
৫৯।	স্যাম্বুক্যাশ	...	...	১৬৮৪
৬০।	স্যানিকিউলা	...	...	১৬৯৬
৬১।	সার্সাপ্যারিলা	...	...	১৭০৩
৬২।	সিফিলিনাম	...	...	১৭৪৮
৬৩।	সিলিনিয়াম	...	...	১৭৮০
৬৪।	স্যাবাইনা	...	...	১৭৫৬
৬৫।	ট্যাবেকাম	...	...	১৬৮৭
৬৬।	টেরিবিন্থ	...	...	১৬৯৪
৬৭।	থেরিডিওন	...	...	১৭৩১
৬৮।	টেরেন্টুলা হিস্	...	...	১৭৪৩
৬৯।	টেরেন্টুলা কিউবেন	...	...	১৭৪৫
৭০।	টিউবার কিউলিনাম	...	...	১৭৪৬
৭১।	ট্যারাক্সাকাম	...	...	১৭৭৫
৭২।	ট্রিলিয়াম	...	...	১৭৭৮
৭৩।	জিঙ্কাম	...	...	১৭৮৫

সূচীপত্র।

রোগের নামানুযায়ী।

বিষয় — পৃষ্ঠা

অগ্নিদগ্ধ

কার্ব্বলিক এসিড — ১৭১৭

অর্ব্বুদ

ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা — ১৭৩১

অর্শ

হেমামেলিস — ১৫৯০

অস্থিরতা

টেরেণ্টুলা — ১৭৪৪

অক্ষিপুট প্রদাহ

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া — ১৬২১
মিজিরিয়াম — ১৬৩২, ১৬৭২
স্পাইজেলিয়া — ১৬৭১
থুজা — ১৬৭২
সিড্রন — ১৬৭২

অস্থিগুল্ম (nodositis)

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া — ১৬১৯

আরক্ত জ্বর

এইলানথাস গ্লেণ্ডুলোসা — ১৬৪৬

অস্থি প্রদাহ

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া — ১৬১৯
ষ্ট্রনসিয়ানা কার্ব্ব — ১৬২০
মিজিরিয়াম — ১৬৩৫
সার্সাপ্যারিলা — ১৭০৬

অস্থিক্ষত

ফ্লুরিক এসিড — ১৭২০
সিফিলিনাম — ১৭৫০

অসারে মূত্রত্যাগ

সিনা — ১৬৪১
স্যানিকিউলাস — ১৬৯৭
ইকুইজেটাম — ১৭১৭

আঘাত

হেমামেলিস — ১৫৯১
এসেটিক এসিড — ১৬২৭
নেট্রাম সালফ — ১৭৭৪

আমাশয়

কার্ব্বলিক এসিড — ১৭১৭
ফেরাম ফস — ১৭৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
আঁচিল (warts)	
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬১৯
স্যাবাইনা	১৭৫৯
আঙ্গুলহাড়া	
ডাইস্কোরিয়া	১৫৯৩
ফ্লুরিক এসিড	১৭১১
আরক্তিমতা (Blushing)	
এমিল নাইট্রেট	১৬৯৩
আবদ্ধফুল (Retained placenta)	
স্যাবাইনা	১৭৫৮
ইকজিমা	
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬২০
মিজ্জিরিয়াম	১৬৩২
স্যানিকিউলা	১৬৯৮
র‍্যানানকিউলাস	১৭০৯
উদরী	
টেরিবিন্থ	১৬৯৫
উদরাময়	
লিলিয়াম টাই	১৫৮৭
লেপটেণ্ড্রা	১৬০৩
মার্ক সল	১৬০৫
আইরিস	১৬০৫
ষ্টেফিসাগ্রিয়া	১৬২৩
এসেটিক এসিড	১৬২৬
সিনা	১৬৪২
পাইরোজেন	১৬৫২
নাক্স মশ্চেটা	১৬৫৮
সোরিনাম	১৬৬৩
রিয়ম	১৬৬৮
রিউমেক্স	১৬৭৯
ট্যাবেকাম	১৬৭৯
টেরিবিন্থ	১৬৯৫
স্যানিকিউলা	১৬৯৭
এষ্টেরিয়াস রুবেন্স	১৭০৮
ক্রোটেলাস	১৭২৪
টিউবার কিউলিন	১৭৪৭
নেট্রাম কার্ব্ব	১৭৬৭
সিপিয়া	১৭৬৭
নাক্সভমিকা	১৭৬৭
নেট্রাম সালফ	১৭৭৩
ব্রাইওনিয়া	১৭৭৩
ফেরাম ফস	১৭৮৩
উপদংশ	
ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া	১৬১৯
সিফিলিনাম	১৭৪৮
একশিরা (Orchitis)	
হেমামেলিস	১৫৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা

এলবিউমিনিউরিয়া

টেম্মিবিস্থ	১৬৯৫
ক্রোটেলাস	১৭২৭

ঋতুস্রাব

লিলিয়াম	১৫০৭
পাইরোজেন	১৬৫২
এম্ব্রাগ্রাইসিয়া	১৬৯৯
ক্রোটেলাস	১৭২৬
ল্যাক-ক্যানাইনাম	১৭৪১
টিউবারই কিউলিন	১৭৪৭
মেডোরহিনাম	১৭৫৩
স্যাবাইনা	১৭৫৮
ল্যাকডিফ্লোর	১৭৭৭
ট্রিলিয়াম	১৭৭৯

কটিবাত

ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা	১৭৩১
এসেটিক এসিড	১৬২৭

কননভালসন

(তরকা দেখ)

কলেরা

লরসিরেসাস	১৫৯৬
ক্যাম্ফর	১৬০৬
রিসিনাস	১৬৬৭
ট্যাবেকাম	১৬৮৯
এন্টিমটার্ট	১৬৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা

কর্ণরোগ

মিজিরিয়াম	১৬৩৫

কাশি

লরসিরেসাস	১৫৯৫
হাইড্রোসিয়ানিক এসিড	১৫৯৬
লোবেলিয়া	১৬০৩
এলিয়াম সেপা	১৬৪৪
সোরিনাম	১৬৬৪
রিউমেক্স	১৬৭৮
সেঙ্গুইনেরিয়া	১৬৮৩
স্যাম্বুকাশ	১৬৮৫
এম্ব্রাগ্রাইসিয়া	১৬৯৯
টিউবারকিউলিন	১৭৪৭
মেডোরহিনাম	১৭৫৩
নেট্রাম আর্স	১৭৬৪
নেট্রাম কার্ব্ব	১৭৬৯
নেট্রাম সালফ	১৭৭২
জিঙ্কাম	১৭৯৮

কর্কটরোগ

এষ্টেরিয়াস রুবেন্স	১৭০৫

কোকিলচঞ্চু অস্থি-বেদনা (Coccydynia)

লোবেলিয়া	১৬০২

কোষ্ঠকাঠিন্য

এব্রোটেনাম	১৬২৯
পাইরোজেন	১৬৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
নাক্সমস্চেটা	১৬৫৮
সোরিনাম	১৫৬৩
স্যানিকিউলা	১৭৯৭
এম্ব্রাগ্রাইসিয়া	১৬৯৯
এষ্টেরিয়াস রুবেন্স	১৭০৮
র‍্যাটেনিয়া	১৭১৩
কার্ব্বলিক এসিড	১৭১৭
সিফিলিনাম	১৭৫০
মেডোরহিনাম	১৭৫১
ল্যাকডি ফ্লোর	১৭৭৬
সিলিনিয়াম	১৭৮১
জিঙ্কাম	১৭৯৬

কৃমি

সিনা	১৬৩৯
স্যাণ্টোনাইন	১৬৪০
ক্যালেডিয়াম	১৬৪০
স্যাবেডিলা	১৬৬৬
স্পাইজেলিয়া	১৬৭২
টেরিবিন্থ	১৬৯৫

গুল্মবায়ুগোলক
(Globus Hystericus)

ল্যাকডি ফ্লোরেটাম	১৭৭৬

গর্ভপাত

স্যাবাইনা	১৭৫৮

গ্রন্থির স্ফীতি

ব্যারাইটা মিউর	১৭৬৩

গুল্‌ফসন্ধি এবং পেশীর দুর্ব্বলতা
(পদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা দেখ)

ঘর্ম্ম

স্যানিকিউলা	১৬৯৭
ক্যালেডিয়াম	১৭১৫

চর্ম্মরোগ

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬২০
সোরিনাম	১৬৬১
র‍্যানানকিউলাস	১৭০৯
ফ্লুরিক এসিড	১৭২১
নেট্রাম আর্স	১৭৬৫

চক্ষুপ্রদাহ এবং চক্ষুরোগ

হেমামেলিস	১৫৯১
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬২২
সিনা	১৬৪১
সোরিনাম	১৬৬৩
ট্যাবেকাম	১৬৮৯
এসারাম ইওরো	১৬৯১
ফাইসসটিগমা	১৭১৩
সিফিলিনাম	১৭৪৯
জিঙ্কাম	১৭৯৬

চুলকানি

মিজিরিয়াম	১৬৩৪
রিউমেক্স	১৬৭৯
সিলিনিয়াম	১৭৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
ছানি	
ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা	১৭৩১
জ্বর	
সিড্রন	১৬০০
সিনা	১৬৪২
পাইরোজেন	১৬৫৩
স্যাম্বুকাশ	১৬৮৫
জরায়ুভ্রংশ (Prolapsus of utrus)	
লিলিয়াম টাই	১৫৮৬
ষ্টেফিসেগ্রিয়া	১৬২৩
হেলোনিয়াস	১৭২৬
টাইফয়েড	
নাক্স মস্চেটা	১৬৫৮
টেরিবিন্থ	১৬৯০
টিউবার কিউলোসিস	
টিউবার কিউলিনাম	১৭৪৬
নেট্রাম আর্স	১৭৬৪
ডিফ্থিরিয়া	
স্যাবেডিলা	১৬৬৫
কার্ব্বলিক এসিড	১৭১৭
ডিফথেরিনাম	১৭১৯
ল্যাক-ক্যানাইনাম	১৭৩৯
ডিম্বাশয় শূল	
ল্যাক-ক্যানাইাম	১৭৪১
তরকা (Convulsion)	
সিনা	১৬৪০
লাইসিন	১৭৬১
জিঙ্কাম	১৭৯১
তালুমুল প্রদাহ	
সোরিনাম	১৬৬৪
স্যাবেডিলা	১৬৬৬
কেলকেরিয়া ফ্লুরিকা	১৭৩২
ল্যাক-ক্যানাইনাম	১৭৪০
ব্যারাইটা মিউর	১৭৬৩
তাণ্ডব রোগ (Chorea	
জিঙ্কাম	১৭৯৪
থাইসিস	
মেলিফোলিয়াম	১৬৭৫
থেরিডিওন	১৭৩৪
টিউবারকিউলিনাম	১৭৪৬
ফেরাম ফস	১৭৮৪
দুগ্ধ-পীড়কা (Crusta Lactea)	
মিজিরিয়াম	১৬৩৩
ভিনকামাইনর	১৬৩৩
ভাইওলাট্রাইকোলা	১৬৩৪
আরকটিয়াম লাপ্পা	১৬৩৪
নাক্স জাগলেন্স	১৬৩৪
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুগ্ধ লোপ	
রিসিনাস	১৬৬৭
ল্যাক-ক্যানাইনাম	১৭৪১
দুর্ব্বলতা	
সোরিনাম	১৬৬৩
দন্তরোগ	
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬২১
সিফিলিনাম	১৭৫০
দন্তশূল	
মিজিরিয়াম	১৬৩৫
স্পাইজেলিয়া	১৬৭৩
র‍্যাটেনিয়া	১৭১০
দন্ত নাল (Dental fistula)	
ফ্লুরিক এসিড	১৭২১
ধ্বজভঙ্গ	
ক্যাম্ফর	১৬১৩
ক্যালেডিয়াম	১৭১৪
সিলিনিয়াম	১৭৮০
ন্যাবা (Jaundice)	
ক্রোটেলাস	১৭২৪
নাক সেঁটেধরা (Snuffles)	
স্যাঙ্গুইনেরিয়া	১৬৮৪
নালীক্ষত	
ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা	১৭৩১
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব	
হেমামেলিস	১৫৯১
মেলিলোটাস	১৭৩৭
ইরিজারণ	১৭৩৮
নাড়াঙ্গা, পোড়া (Pemphigus)	
র‍্যানানকিউলাস	১৭১০
নিউমোনিয়া	
স্যাঙ্গুইনেরিয়া	১৬৮২
ভিরেট্রাম ভিরেডি	১৬৮২
এন্টিমটার্ট	১৬৮২
সালফার	১৬৮২
ফেরাম ফস	১৭৮৪
নিদ্রা	
গ্যাঞ্জা	১৭১২
পদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা	
মেডোরহিনাম	১৭৫৩
নেট্রাম কার্ব্ব	১৮৬৮
পৃষ্ঠব্রণ	
এন্থ্রাসাইনান	১৭০২
ক্রোটেলাস	১৭২৪
টেরেন্টুলা কিউ	১৭৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিপাক ক্রিয়া	
লোরেশিয়া	১৬০২
লেপটেণ্ড্র	১৬০৩
সিনা	১৬৪২
নাক্স মশ্চেটা	১৬৫৭
সোরিনাম	১৬৬৩
ট্যাবেকাম	১৬৮৯
স্যানিকিউলা	১৬৯৮
ক্যালেণ্ডিয়াম	১৭১৪
কাড়ুয়াস	১৭১৬
ল্যাক-ক্যানাইনাম	১৭৪২
নেট্রাম কার্ব্ব	১৭৬৭
নেট্রাম সালফ	১৭৭৪
জিঙ্কাম	১৭৯৬
পক্ষাঘাত	
জিঙ্কাম	১৭৯৪
প্রতিক্রিয়া দোষ (Defective re-action)	
ক্যাপসিকাম	১৫৯৬
ওপিয়ম	১৫৯৬
ভেলেরিয়ানা	১৫৯৬
এম্ব্রাগ্রাইসিয়া	১৫৯৬
কার্ব্ব ভেজ	১৫৯৬
সালফার	১৫৯৬
সোরিনাম	১৫৯৬
প্রমেহ	
সার্সাপ্যারিলা	১৭০৫
মেডোরহিনাম	১৭৫১
স্যাবাইনা	১৭৫৯
নেট্রাম সালফ	১৭৭২
প্রস্রাব	
জিঙ্কাম	১৭৯৮
পাকস্থলির শিথিলতা (Relaxation of bowel)	
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬২৩
পাকস্থলী প্রদাহ	
এসেটিক এসিড	১৬২৭
পিত্তশূল (Galstone colic)	
ডাইস্কোরিয়া	১৫৯২
কাড়ুয়াস	১৭১৬
পীড়কা (Eruptions)	
সিফিলিনাম	১৭৫০
ব্যারাইটা মিউর	১৭৬২
জিঙ্কাম (অবরুদ্ধ)	১৭৮৮
পীড়কা অবরুদ্ধহেতু রোগের ঔষধসমূহ	১৭৮৯
প্লুরিসি	
র‍্যানানকিউলাস	১৭০৮
পুংজোৎপাদন	
ক্যালকেরিয়া সালফ	১৭৩৬
পুংজননেন্দ্রিয়	
ট্যারেণ্টুলা	১৭৪৩
লাইসিন	১৭৬১
জিঙ্কাম	১৭৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
বহুমূত্র	
এসেটিক এসিড	১৬২৭
ক্রোটেলাস	১৭২৭
ল্যাক ডি ফ্লোর	১৭৭৭
বহুপাদ (Polypi)	
সেঙ্গুইনেরিয়া	১৬৮৩
বমন এবং বমনেচ্ছা	
আইরিস	১৫৯৮
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া (সামুদ্রিক)	১৬২৪
এসেটিক এসিড	১৬২৬
পাইরোজেন	১৬৫৩
সোরিনাম	১৬৬৪
ট্যাবেকাম	১৬৮৯
এসারাম	১৬৯২
কার্ব্বলিক এসিড	১৭১৭
ক্রোটেলাস	১৭২৪
থেরিডিওন (সামুদ্রিক)	১৭৩৪
ল্যাকডিফ্লোর	১৭৭৬
বধিরতা	
লোবেলিয়া	১৬০২
বঙ্ক্ষসন্ধির পীড়া (Hipjoint disease)	
নেট্রাম সাল্ফ	১৭৭৪
ষ্টিলিন্জিয়া	১৭৭৪
বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর প্রদাহ (Diaphragmitis)	
র‍্যানানকিউলাস	১৭০৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাত	
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬২০
এব্রোটেনাম	১৬২৪
মিজিরিয়াম	১৬৩৫
নাক্সমস্কেটা	১৬৫৮
সেঙ্গুইনেরিয়া	১৬৮২
সার্সাপ্যারিলা	১৭০৫
র‍্যানানকিউলাস	১৭০৯
ল্যাক-ক্যানাইনাম	১৭৪০
সিফিলিনাম	১৭৫০
স্যাবাইনা	১৭৫৯
বিসর্প	
এইলান্থাস গ্লেণ্ডুলোসা	১৬৪৭
বিদারণ (Fissures)	
সার্সাপ্যারিলা	১৭০৬
র‍্যাটেনিয়া	১৭১২
ব্রণ	
সেঙ্গুইনেরিয়া	১৬৮৩
বোধাধিক্য (Hyperaesthesia	
থেরিডিওন	১৭৩৪
মলদ্বার	
র‍্যাটেনিয়া	১৭১২
মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা	
এসারাম	১৬৯২
সিফিলিনাম	১৭৫০
সিলিনিয়াম	১৭৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মস্তক শোথ	
জিঙ্কাম	১৭৯৪
মস্তিষ্কঝিল্লি প্রদাহ	
জিঙ্কাম	১৭৯১
বেলেডনা	১৭৯২
ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব	”
কুপ্রাম	”
ষ্ট্রেমোনিয়াম	”
মানসিক লক্ষণ	
লিলিয়াম টাই	১৫৪৪
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬১৬
এব্রোটেনাম	১৬২৯
সিনা	১৬৩৮
নাক্সমস্কেটা	১৬৫৬
স্যাবেডিলা	১৬৬৬
ট্যাবেকাম	১৬৮৮
স্যানিকিউলা	১৬৯৬
এম্ব্রাগ্রাইসিয়া	১৬৯৯
সার্সাপ্যারিলা	১৭০৪
ন্যাজা	১৭১২
ক্রোটেলাস	১৭২৩
হেলোনিয়াস	১৭২৬
থেরিডিওন	১৭৩৩
মেলিলোটাস	১৭৩৭
ল্যাক-ক্যানাইনাম	১৭৩৯
ট্যারেণ্টুলা	১৭৪৩
সিফিলিনাম	১৭৪৯
মেডোরহিনাম	১৭৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্যাবাইনা	১৭৫৬
লাইসিন	১৭৬০
ব্যারাইটা মিউর	১৭৬২
নেট্রাম কার্ব্ব	১৭৬৫
নেট্রাম সালফ	১৭৭১
ল্যাকডি ক্লোরেটাম	১৭৭৬
সিলিনিয়াম	১৭৮০
মূত্রপিণ্ডশূল (Renal colic)	
ট্যাবেকাম	১৬৮৯
সার্সাপ্যারিলা	১৭০৪
মেডোরহিনাম	১৭৫২
মেরুদণ্ডের রোগ (Spinal disease)	
জিঙ্কাম	১৭৯৪
মৃগীরোগ	
এষ্টেরিয়াস রুবেন্স	১৭০৮
কেলকেরিয়া আর্স	১৭২৮
মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল (Prosopalgia)	
জিঙ্কাম	১৭৯৬
মুখশায়ীগ্রন্থির প্রদাহ (Prostatitis)	
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬২৪
মূত্রনালী প্রদাহ	
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
মূত্র যন্ত্র	
লিলিয়াম টাই	১৫৮৭
লাইসিন	১৭৬১
মূত্রকৃচ্ছ	
ক্যাম্ফর	১৬১২
টেরিবিন্থ	১৬৯৪
ইকুইজেটাম	১৭১৭
যকৃত	
লেপটেণ্ড্রা	১৬০৪
কার্ডুয়াস	১৭১৫
কেলকেরিয়া আর্স	১৭২৮
কেলকেরিয়া ফ্লুরিকা	১৭৩২
ট্যারেক্সাকাম	১৭৭৫
সিলিনিয়াম	১৭৮১
জিঙ্কাম	১৭৯৬
যোনি কুণ্ডয়ন (Prurites vaginea)	
ক্যালেডিয়াম	১৭১৫
মেডোরহিনাম	১৭৫৩
রক্ত দূষিত	
পাইরোজেন	১৬৫১
রেতঃস্খলন	
সিলিনিয়াম	১৭৮০
রক্তশূন্যতা	
হেলোনিয়াস	১৭২৬
রক্তোৎকাশ (Haemoptysis)	
ট্রিলিয়াম	১৭৭৯
রক্তস্রাব	
হেমামেলিস	১৫৮৯
লরসিরেসাস	১৫৯৬
এসেটিক এসিড	১৬২৬
পাইরোজেন	১৬৫২
মিলিফোলিয়াম	১৬৭৪, ১৭৫৭
ইপিকাক	১৬৭৫, ১৭৫৭
হেমামেলিস	১৬৭৫
টেরিবিন্থ	১৬৯৪
ক্রোটেলাস	১৭২৩
মেডোরহিনাম	১৭৫৩
স্যাবাইনা	১৭৫৬
বেলেডোনা	১৭৫৭
ফস্ফরাস	১৭৫৭
সালফার	১৭৫৭
সিকেলি	১৭৫৭
ট্রিলিয়াম	১৭৭৮
রক্তপ্রস্রাব (Haematuria)	
টেরিবিন্থ	১৬৯৪
লালা স্রাব	
লাইসিন	১৭৬০

বিষয় পৃষ্ঠা

শয্যাক্ষত

ফ্লুরিক্ এসিড ১৭২১

শিরঃপীড়া

লোবেলিয়া ১৬০২
সোরিনাম ১৬৬৩
স্যাঙ্গুইনেরিয়া ১৬৮১
বেলেডোনা ১৬৮১
আইরিস ১৬৮২
ট্যাবেকাম ১৬৮৮
সার্সাপ্যারিলা ১৭০৬
কার্ব্বলিক এসিড ১৭১৮
ক্রোটেলাস ১৭২৩
থেরিডিওন ১৭৩৩
ল্যাকডি ফ্লোরেটাম ১৭৭৬
মেলিলোটাস এলবা ১৭৩৭
টেরেণ্টুলা ১৭৪৪
টিউবার কিউলিনাম ১৭৪৭
সিফিলিনাম ১৭৪৯
লাইসিন ১৭৬০
নেট্রাম কার্ব্ব ১৭৬৮
সিলিনিয়াম ১৭৮১
জিঙ্কাম ১৭৯৪

শিরঃঘূর্ণণ

ট্যাবেকাম ১৬৮৮
এম্ব্রাগ্রাইসিয়া ১৬৯৯
থেরিডিওন ১৭৩৩
ব্রাইওনিয়া ১৭৩৪

বিষয় পৃষ্ঠা

বেলেডোনা ১৭৩৪
স্যাঙ্গুইনেরিয়া ১৭৩৪

শ্বাসরোধ (সদ্যজাত শিশুর)
(Asphyxia Neonatorum)

লরসিরেসাস ১৫৯৩
মস্কাস ১৫৯৩
কার্ব্ব ভেজ ১৫৯৩

শ্বাসকষ্ট

লোবেলিয়া ১৬০২

শ্বেতপ্রদর

লেলিয়াম টাই ১৫৮৭
এম্ব্রাগ্রাইসিয়া ১৬৯৯
কার্ব্বলিক এসিড ১৭১৭
সিফিলিনাম ১৭৫০
নেট্রাম কার্ব্ব ১৭৬৯

শেযেমোতা (অসাড়ে মূত্রত্যাগ দেখ)

মেডোরহিনাম ১৭৬৩

শিরা প্রসারণ এবং প্রদাহ
(Varicose veins and phlebitis)

হেমামেলিস ১৫৯১

শোথ

হেমামেলিস (গর্ভাবস্থায়) ১৫৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
এসেটিক এসিড	১৬২৬
টেরিবিন্থ	১৬৯৫
শীর্ণতা (Emaciation)	
এব্রোটেনাম	১৬২৮
স্যানিকিউলা	১৬৯৮
সার্সাপ্যারিলা	১৭০৫
শূলযন্ত্রণা	
ডাইস্কোরিয়া	১৫৯২
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬১৮
স্ত্রীজননেন্দ্রিয়	
স্যানিকিউলা	১৬৯৭
এম্ব্রাগ্রাইসিয়া	১৬৯৯
ল্যাক-ক্যানাইনাম	১৭৪২
ট্যারেন্ট লা	১৭৪৩
লাইসিন	১৭৬১
নেট্রাম কার্ব্ব	১৭৬৯
জিঙ্কাম	১৭৯৮
সূতীকাজ্বর	
ক্রোটেলাস	১৭২৪
স্বর-ভঙ্গ	
সিফিলিনাম	১৭৮২
অরম ট্রিফ	১৭৮২
সর্দ্দি	
ক্যাম্ফর	১৬১২
এলিয়াম সেপা	১৬৪৪
স্যাবেডিলা	১৬৬৫
নেট্রাম আর্স	১৭৬৪
নেট্রাম কার্ব্ব	১৭৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বপ্নদোষ	
ডাইস্কোরিয়া	১৫৯৩
স্তন	
মেডোরহিনাম	১৭৫৩
সার্সাপ্যারিলা	১৭০৬
ল্যাক-ক্যানাইনাম	১৭৪১
স্তন-দুগ্ধ	
(দুগ্ধলোপ দেখ)	
স্নায়ুশূল	
সিড্রন	১৬০১
এলিয়াম সেপা	১৬৪৫
স্পাইজেলিয়া	১৬৭২
স্ফোটক	
কেলকেরিয়া সালফ	১৭৩৬
টেরেন্টুলা কিউবেন	১৭৬৫
টিউবারকিউলিনাম	১৭৪৭
হৃৎপিণ্ডের রোগ	
জিলিয়াম টাই	১৫৮৮
লরসিরেসাস	১৫৯৪
স্পাইজেলিয়া	১৬৭২
ন্যাজা	১৭১১
হৃৎকম্পন (Palpitatin)	
স্পাইজেলিয়া	১৬৭৩
ট্যাবেকাম	১৬৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্যালকেরিয়া আর্স	১৭২৮
ল্যাক্-ক্যানাইনাম	১৭৪২
হস্তমৈথুন	
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৬১৬
প্ল্যাটিনা	১৬১৭
ক্যালেডিয়াম	১৬১৮
হাঁপানি	
লোবেলিয়া	১৬০৩
সোরিনাম	১৬৬৪
স্যাম্বুকাশ	১৬৮৫
ব্লাভা	১৭১২
নেট্রাম সালফ	১৭৭৪
পালমো ভালপিস	১৭৭৪
হৃৎশূল (Angina pectoris)	
এমিল নাইট্রেট	১৬৯৩
হিক্কা	
নাক্স মশ্চেটা	১৬৫৮
হিষ্টিরিয়া	
মস্কাস	১৬৪৮
এসাফিটিডা	১৬৪৯
নাক্স মশ্চেটা	১৬৫৬
ওপিয়ম	১৬৫৭
এন্টিমটার্ট	১৬৫৭
ল্যাক ডি ফ্লোর	১৭৭৬
হুপিং কাশি	
সিনা	১৬৪১
ক্ষত	
হেমামেলিস	১৫৯১
ষ্টেফিসেগ্রিয়া	১৬২২
মিজিরিয়াম	১৬৩৪
এলিয়াম সেপা	১৬৩৫
এস্থ্রাসাইনাম	১৭০২
কার্ব্বলিক এসিড	১৭১৭
ফ্লুরিক এসিড	১৭২১
ক্যালেণ্ডুলা	১৭২৯
ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা	১৭৩১
নেট্রাম কার্ব্ব	১৭৬৮

ভ্রম সংশোধন

অষ্টম খণ্ডের প্রথম ১৬ পৃষ্ঠার পত্রাঙ্ক ভুল ক্রমে ১৫৭৪ হইতে ১৫৮৯ হইয়াছে। ইহা ১৫৮৪ হইতে ১৫৯৯ হইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা লিখিয়া লইয়া ভুল মার্জ্জনা করিবেন।

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্‌স।

অষ্টম খণ্ড।

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী

ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক :—

এস, এন, রায় এণ্ড কোং

দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।

৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
৮৫।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশ্বিন—১৩৪৷

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা